NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ নির্দেশ ছিল, মেরামত হয়নি, চাঙড় ভেঙে মৃত্যু মহিলার, জখম ৩

মানি-ট্রেল ধরা পড়েছে, কেউ রেহাই পাবে না, ক্ষুব্ধ শুভেন্দু ৩

কলকাতা ৬ জানুয়ারি ২০২৬ ২১ পৌষ ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ২০৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 6.01.2026, Vol.19, Issue No. 203, 8 Pages, Price 3.00

এসআইআর ঘিরে দ্বন্দ্বে নয়া মোড়

কমিশনে পালটা চিঠি শুভেন্দুরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বার নির্বাচন কমিশনে চিঠি পাঠালেন শুভেন্দু অধিকারীও। সোমবার দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের উদ্দেশে চার পাতার একটি চিঠি লিখেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী যে অভিযোগগুলি তুলেছেন, সবই ওই চিঠিতে 'খণ্ডন' করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজ নিয়ে নিজস্ব মতামতও জানিয়েছেন তিনি। বুঝিয়ে দিয়েছেন, চলতি প্রক্রিয়ায় সমর্থনই রয়েছে তাঁর।

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ তুলেছেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতির অভাব রয়েছে। কর্মীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। এমনকি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এসআইআর প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে চলছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। অন্য দিকে জ্ঞানেশকে পাঠানো চিঠিতে শুভেন্দুর দাবি, অকারণ তাড়াহুড়ো এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভুল উপস্থাপন করা হয়েছে। গোটা দেশে আলোচনা এবং প্রশিক্ষণের পরেই তা চালু হয়েছে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ৫০ হাজার বিএলও এবং ইআরও-কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে দাবি শুভেন্দুর।

গত শনিবারই জ্ঞানেশকে চিঠি পাঠান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে এসআইআর

প্রক্রিয়ায় একগুচ্ছ অনিয়মের অভিযোগ তোলেন তিনি। সেই অভিযোগগুলিই 'খণ্ডন' করতে এ বার জ্ঞানেশকে পাল্টা চিঠি পাঠালেন শুভেন্দু। চার পাতার ওই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের আদ্যন্ত বিরোধিতাই করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী এসআইআর প্রক্রিয়ার 'মিথ্যা ব্যাখ্যা' করছেন। পাঁচ দফা মোটা দাগে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশনকে নিজের বক্তব্য জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

মানুষের জন্য সুপ্রিমে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে এ বার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার গঙ্গাসাগরে একটি সরকারি কর্মসূচি থেকে তিনি জানান, এসআইআরের শুনানিতে মানুষ হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। সেই নিয়ে আজ তিনি শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হবেন। প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের হয়ে সওয়াল করবেন তিনি। আইনজীবী হয়ে নয়, সাধারণ নাগরিক হিসাবে কথা বলবেন।

সোমবার গঙ্গাসাগর সেতুর শিলান্যাস করেন মমতা। তার পরেই তিনি এসআইআরের শুনানির সময়ে সাধারণ মানুষের হেনস্থা নিয়ে সরব হন। তিনি জানান, রাজ্যে এসআইআরের পরে খসড়া তালিকায় ৫৪ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। 'খুনিদেরও' নিজেদের হয়ে সওয়াল করার অধিকার রয়েছে। এখন এআই (কৃত্রিম মেধার) মাধ্যমে স্থির করা হচ্ছে কার নাম বাদ যাবে, কার থাকবে। তার পরেই মমতা জানান, তিনি আদালতের দ্বারস্থ হবেন। তাঁর কথায়, 'আমরাও আইনের সাহায্য নিচ্ছি। আগামী কাল (মঙ্গলবার) কোর্ট খুলবে। আমরাও আদালতে যাব। এত মানুষের মৃত্যু, এত মানুষকে যে ভাবে হেনস্থা করছে, তার বিরুদ্ধে আদালতে যাব।'

এর পরেই মমতা জানান, প্রয়োজনে তিনি নিজেও সওয়াল করবেন। তিনি বলেন, 'প্রয়োজন পড়লে নিজেও অনুমতি চাইব। দরকার হলে আমিও সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মানুষের হয়ে প্লিড করব। মানুষের হয়ে কথা বলব। আমি আইনজীবী। কিন্তু আইনজীবী হয়ে যাব না। সাধারণ নাগরিক হিসাবে যাব। আমি আমার কথা বলতেই পারি। কথা বলার পারমিশন নেব। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাব, তৃণমূলস্তরে কী চলছে, কী ভাবে মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে।'

কয়েদির পোশাকে আদালতে মাদুরো

কারাকাস, ৫ জানুয়ারি: হাতে হাতকড়া। পরনে কয়েদির বস্ত্র। এই বেশেই আমেরিকার নিউ ইয়র্কের আদালতে হাজির করানো হল ভেনেজুয়েলার অপহৃত প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে।

শুক্রবার গভীর রাতে মাদুরোকে অপহরণ করে করে আমেরিকা। ভেনেজুয়েলায় মাত্র দু'ঘণ্টার অভিযানে প্রেসিডেন্টের বাসভবনের শোওয়ার ঘর থেকে সস্ত্রীক মাদুরোকে তুলে নিয়ে গিয়ে বন্দি করা হয়। আমেরিকায় তাঁকে নিউ ইয়র্কের কুখ্যাত ব্রুকলিন জেলে রাখা হয়েছিল। মাদুরোকে বন্দি করার পর আমেরিকা জানিয়েছিল, নিউ ইয়র্কের আদালতে তাঁর বিচার হবে। সেই মতোই সোমবার বন্দি প্রেসিডেন্টকে ওই আদালতে হাজির করানো হয়।

মাদুরোর মামলা শুনবেন নিউ ইয়র্কের দক্ষিণাঞ্চল আদালতের বিচারক অ্যালভিন হেলারস্টাইন। ১১৯৪ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তাঁকে মনোনীত করে বিচারক করেছিলেন। ২০১১ সাল থেকে এই আদালতে বিচারক তিনি। তাঁর দেওয়া অনেক রায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। তার মধ্যে একটা মামলা এমনও রয়েছে যেখানে সরাসরি জড়িত ট্রাম্প স্বয়ং।

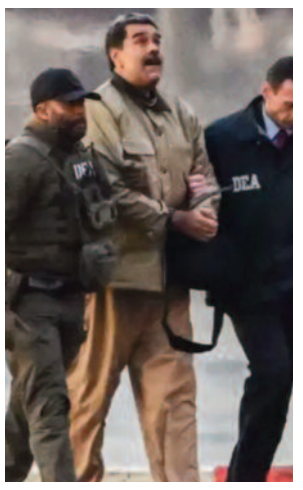

আমেরিকার অভিযোগ, সর্বশেষ নির্বাচনে বামপন্থী মাদুরো রিগিং করে ক্ষমতায় ফিরেছিলেন। মার্কিন প্রশাসনের তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করেই দক্ষিণ আমেরিকার তেল সমৃদ্ধ এই দেশের প্রেসিডেন্টের গদিতে ফের বসেছিলেন মাদুরো। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বরবারই মাদুরো সরকারের বিরুদ্ধে মাদক চক্র চালানোর অভিযোগ তুলেছেন। সেই সঙ্গে আমেরিকার দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ ভাবে অভিবাসীদের ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে, ভেনেজুয়েলায় ঢুকে সে দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ এবং বন্দি করার ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'বার কড়া বিবৃতি দিয়েছে চিন। এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সরাসরি মুখ খুললেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ভেনেজুয়েলায় আক্রমণ করে আমেরিকা যে গুন্ডামি করেছে, তা গত ১০০ বছরেও দেখা যায়নি বলে মন্তব্য করলেন তিনি। জিনপিং বলেন, 'গোটা বিশ্ব এখন একটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। গত এক শতকেও এমন অস্থিরতা দেখা যায়নি। এমন একতরফা আচরণ এবং গুন্ডামিতে আন্তর্জাতিক স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে।'

পাশাপাশি, কথা না-শুনলে বড় মূল্য চোকাতে হবে, ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রড্রিগেসকে রবিবার এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার পর সুর খানিক নরম করেছেন ডেলসি। আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্কের বার্তা দিলেন। টেলিগ্রামে লিখলেন দু'টি বাক্য।

'মুখে বলি না, কাজে করি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গাসাগর যাওয়ার জন্য নতুন সেতুর শিল্যান্যাস করে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, তাঁর সরকার মুখে বলে না। কাজে করে দেখায়। ১৭০০ কোটি টাকা খরচ করে চার লেনের সেতু তৈরি হওয়ার পরে গঙ্গাসাগরে যাওয়ার সমস্যা মিটবে। সে কথা মনে করিয়ে সরকারি কর্মসূচির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা বলেন, 'এ বার সব সাগর এক বার, গঙ্গাসাগর বার বার।' ২০১১ সালের পর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য কী কী কাজ করেছে তাঁর সরকার, তা জানান। কত কোটি টাকার প্রকল্প হয়েছে, আরও কী কী প্রকল্পের কাজ শুরু হবে, তা-ও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, এসআইআরের শুনানিতে হেনস্থার অভিযোগ করে বিজেপি-কে কটাক্ষ করেছেন তিনি।

সোমবার গঙ্গাসাগর সেতুর শিলান্যাসের পরে মমতা জানান, এটি তৈরি হলে কাকদ্বীপের লট-৮ থেকে কচুবেড়িয়া পৌঁছোতে আর ভেসেল বা ফেরির উপর নির্ভর করতে হবে না। আগামী দু' থেকে তিন বছরের মধ্যে এই সেতু তৈরি হয়ে যাবে। চার লেনের অত্যাধুনিক সেতু তৈরিতে খরচ পড়বে ১,৭০০ কোটি টাকা। নির্মাণের বরাত দেওয়া হয়েছে এলএনটি (লারসন অ্যান্ড টুব্রো) সংস্থাকে। তাঁর কথায়, 'একটু হলেও বাংলার মানুষের জন্য, সারা বিশ্বের পর্যটকের জন্য, পুণ্যার্থীদের জন্য, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল-সহ সকলের জন্য গর্ববোধ করছি। আমরা মুখে বলি না। কাজে করি।'

তিনি জানিয়েছেন, এই সেতু তৈরি হলে গঙ্গাসাগরের মানুষের যন্ত্রণা কমবে। মমতা বলেন, 'আগে বলা হত, সব সাগর বার বার গঙ্গাসাগর এক বার। এখন মানুষ বলেন, সব সাগর এক বার, গঙ্গাসাগর বার বার।' এই প্রসঙ্গে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। মমতা জানিয়েছেন, সাগরসঙ্গমে এসেই উপন্যাসের নায়ক নবকুমার হারিয়ে গিয়েছিলেন। এই সেতু নির্মাণ হলে ব্যবসা, বাণিজ্যের উন্নতি হবে বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন মমতা।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ক্যানিং-১, ক্যানিং-২ ব্লকে মাতলা নদীর উপরে ৬৫ কোটি টাকা খরচ করে আরসিসি সেতু তৈরি হয়েছে। তার উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে বলে জানান তিনি। 'আমার পাড়া আমার সমাধান' প্রকল্পের অধীনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কোথায় কী কী কাজ হয়েছে, সে কথাও তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, আট হাজার কোটি টাকার প্রকল্পে ১০ লক্ষ টাকা করে পাবে পঞ্চায়েতের প্রতিটি বুথ। ওই প্রকল্পের ৭০-৮০ শতাংশ কাজ হয়েছে। সাধারণ মানুষ যা পরামর্শ দিয়েছেন, তা মেনে সেই টাকা খরচ করা হয়েছে। ২,০৬৩টি রাস্তার সংস্কার, ১৯০০টি রাস্তা নির্মাণের টাকা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেটি নির্মাণ করা হয়েছে। ৬৭ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। বিদ্যুৎ প্রকল্পে ৫৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। 'আমার পাড়া আমার সমাধান' প্রকল্পের অধীনে ৬১ কোটি টাকা আলোর জন্য দেওয়া হয়েছে। ১,৪১৫টি নিকাশি প্রকল্প এই জেলায় দেওয়া হয়েছে।

আশ্রমে মমতা

■ আগামী শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা। তার আগে সোমবার মেলার প্রস্তুতি পরিদর্শনের পাশাপাশি মুড়িগঙ্গায় সেতুর শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই কপিলমুনির আশ্রমে যান তিনি। নিজের হাতে আরতির পাশাপাশি শাড়ি নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। কপিলমুনির আশ্রমে পুজোর পর সেখানে দাঁড়িয়েই গঙ্গাসাগর মেলা ও সেতু নিয়ে কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'মেলা নিয়ে ৭-৮ টা মিটিং হয়েছে। আমি নিজে পরিদর্শন করলাম। একটা টিম তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। আশা করছি ১ কোটির মানুষ আসবে।'

বঙ্গের ভোটে আরও বেশি বাহিনী!

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি: আর মাস চারেকের মধ্যে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। নির্ঘণ্ট ঘোষণা না করলেও বিধানসভা ভোটে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তৎপর হয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সোমবার নয়াদিল্লিতে সেই নিরাপত্তা নিয়ে কমিশনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে গত বিধানসভা ভোটের তুলনায় আসন্ন নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা আরও বাড়ানোর আবেদন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। পশ্চিমবঙ্গের ভোটে দফা হ্রাস করা হবে কি না, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত বাহিনী প্রয়োজন বলে মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা আসন সংখ্যা ২৯৪টি। একুশের নির্বাচনে আট দফায় ভোট হয়েছিল। প্রত্যেক দফায় আলাদা আলাদা সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, ছাব্বিশের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা আরও বাড়ানোর জন্য এদিন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে আবেদন করেন মনোজ আগরওয়াল। এদিন বাংলার পাশাপাশি ভোটমুখী তামিলনাড়ু, কেরল, অসম এবং পুদুচেরীর নির্বাচনী আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে। সেখানেই বাংলায় ভোটের দফা কমানো নিয়েও আলোচনা হয়। জানা গিয়েছে, মোট সংবেদনশীল বুথের সংখ্যা কত হবে, তার নিরিখেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা চূড়ান্ত করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক রিপোর্ট সংগ্রহ করেছে সিইও দপ্তর। সেই রিপোর্টেই এদিন পেশ হয় কমিশনের টেবিলে। বুথভিত্তিক নিরাপত্তা, স্পর্শকাতর ও অতি-স্পর্শকাতর অঞ্চল চিহ্নিতকরণ, ভোটের দিনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনীর ভূমিকা, সব দিকেই চলে সূক্ষ্ম আলোচনার পর্যালোচনা।

ভারতের ওপর আরও শুল্কের বার্তা ট্রাম্পের

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি: রুশ তেল কেনা কমিয়ে আনা হচ্ছে জানিয়ে আমেরিকার কাছে শুল্ক কমানোর অনুরোধ করছে ভারত। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে এমনই দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম।

ঘটনাচক্রে, লিন্ডসের এই বয়ানের ঠিক আগেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছিলেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী খুব ভালো মানুষ। তিনি জানতেন আমি খুশি নই। আমাকে খুশি করা জরুরি।' শুধু তা-ই নয়, প্রয়োজনে ভারতীয় পণ্যে আরও শুল্ক বাড়ানো হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প।

রবিবার প্রেসিডেন্টের বিমান এয়ার ফোর্স ওয়ানে সওয়ার হয়ে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'ওরা (ভারত) বাণিজ্য (রাশিয়ার সঙ্গে) বাণিজ্য করছে। আমরা ওদের উপর খুব তাড়াতাড়ি আরও বেশি শুল্ক চাপাতে পারি।' আরও এক বার মোদীর প্রশংসাও শোনা গিয়েছে ট্রাম্পের মুখে। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী এক জন খুব ভাল মানুষ। উনি দারুণ মানুষ। কিন্তু উনিও জানতেন, আমি খুশি নই। আমাকে খুশি রাখা জরুরি ছিল।'

গ্রাহামের মন্তব্যের পরেই মোদীকে বিঁধতে শুরু করেছে কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য, আসলে ট্রাম্পকে খুশি করতেই দীর্ঘদিনের বন্ধু রাশিয়ার থেকে তেল কেনা কমাচ্ছে ভারত।

গ্রাহামের কথায়, 'গত মাসে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের বাড়ি গিয়েছিলাম। উনি আমায় বলতে চাইছিলেন যে, ভারত রাশিয়ার থেকে তেল কেনা কমিয়ে আনছে। উনি চাইছিলেন, আমি যাতে এই কথাটা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বলি এবং উনি যাতে শুল্ক ২৫ শতাংশ কমান।'

এবার রাষ্ট্রদ্রোহী হাসিনা, সম্প্রচার নয় আইপিএলও

ঢাকা, ৫ জানুয়ারি: আইপিএল নিষিদ্ধ আইপিএল সম্প্রচার। শুধু এ বারই নয়, অনির্দিষ্টকালের জন্য আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এ বার রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় চার্জ গঠন করতে চলছে বাংলাদেশের আদালত। আগামী ২১ জানুয়ারি ঢাকার বিশেষ জজ আদালতে এই মামলার চার্জ গঠন করা হবে। এই মামলায় হাসিনার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের ২৮৬ জন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।

মুস্তাফিজুর রহমান বিতর্কে নতুন পদক্ষেপ বাংলাদেশ সরকারের। ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল তারা। এ বার অনির্দিষ্টকালের জন্য বাংলাদেশে বন্ধ করা হল আইপিএলের সম্প্রচার। সোমবার সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলা হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আইপিএল সংক্রান্ত কোনও কিছু সম্প্রচার করা যাবে না। একই সঙ্গে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বাংলাদেশে আইপিএলের প্রচারও। জনস্বার্থে এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে ইউনূস সরকার। বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় দেশের সমস্ত টেলিভিশন চ্যানেলকে আইপিএল সংক্রান্ত সব ধরনের সম্প্রচার বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। বলা হয়েছে, আগামী আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল শনিবার রাতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) নির্দেশ দেন, আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে লিটন কুমার দাসদের যেন ভারতে না পাঠানো হয়। সমাজমাধ্যমেও সেই নির্দেশ পোস্ট করেন তিনি।

মেঘলা আকাশে দিনভর কাঁপল বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় তাপমাত্রার পারদ ফের নামতে শুরু করেছে। সোমবার এক ধাক্কায় দু'ডিগ্রি নেমে গিয়েছে শহরের তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিনে ফের হাড়কাঁপানো ঠান্ডা পড়বে। নতুন করে তিন থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত নামতে পারে পারদ।

পৌষের মাঝপথ। সামনে মকর সংক্রান্তি। তার আগেই কুয়াশা ও ঠান্ডা মিলে ফের শিহরণ, এটাই বর্তমান ছবিটা। আবহাওয়াবিদদের সোজা মন্তব্য, 'কুয়াশার চাদর পড়লে শীতের অনুভূতি দ্বিগুণ হয়।'

সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রি কম। এর আগে রবিবারই শহরের তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির কাছাকাছি ছিল। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয়েছিল ১৪.৯, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। এক রাতে দুই ডিগ্রিরও বেশি নেমেছে পারদ।

রবিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা খুব কম না-হলেও সারাদিনই ঠান্ডা লেগেছে। রোদ না-ওঠায় কুয়াশা কাটেনি বেলা পর্যন্ত। সঙ্গে ছিল কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। পারদপতনের আভাস সেখান থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। সোমবার দিনের তাপমাত্রা ১৯.২ ডিগ্রির বেশি ওঠেনি, স্বাভাবিকের চেয়ে যা প্রায় ছ'ডিগ্রি (৫.৯ ডিগ্রি) কম।

কুয়াশামাখা সকালে ঝুঁকির পারাপার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৫/০৬/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কলিকাতা, কোর্টে ১৪৫৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Ashvin Kumar Shaw & Ashvin Shaw S/o. Ashok Kumar Shaw উভয়েই একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৬৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Souvik Nandan S/o. Amar Kumar Nandan সাং ৭/সি আর.ভি. নন্দন মেন রোড, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Amar Kumar Nandan, Amarnath Nandan, Shambhu Nandan ও Sambhu Nandan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Mahima Chakraborty D/o. Moloy Chakraborty সাং ২২১/এম শিবপুর ২য় লেন, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (E-91/284736, Regn. No. 415, dated 19/08/1998) আমার পিতার সঠিক নাম Moloy Chakraborty-এর পরিবর্তে Malay Chakraborty লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পিতা Moloy Chakraborty ও Malay Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ ই জানুয়ারি। ২১শে পৌষ। মঙ্গল বার। তৃতীয়া যুক্ত চতুর্থী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরি চন্দ্র র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী বুধে র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০৫/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ২২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Selim Uddin S/o. Md. Ibrahim Uddin & Md. Selimuddin S/o. Rahima Bibi উভয়েই একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৬৭৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Nanda Adhikari S/o. Karnadhar Adhikari & Nanda Adhikary S/o. K. Adhikary উভয়েই একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৬৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sazia Parween W/o. Tusar Chanda সাং বৈঁচিগ্রাম পশ্চিমপাড়া, বৈঁচিগ্রাম, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Chirag Chanda) জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. B-202119-90198-000203 dt. 31/05/2021), আমার সঠিক নাম Sazia Parween-এর পরিবর্তে Sazia Parween Chanda লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Sazia Parween ও Sazia Parween Chanda W/o. Tusar Chanda সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৬৭৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Manoj Kumar Mandal S/o. Purna Chandra Mandal & Monoj Kr Mondal S/o. P. Ch. Mondal উভয়েই একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি স্বপন বিশ্বাস পিতা- ˚ রতন বিশ্বাস ইং- ২০-১২-২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে স্বপন বিশ্বাস ও রবি কোনাই একই ব্যক্তি হলাম। গ্রাম ছোট কাঁদোয়া পোষ্ট কাঁদোয়া নাকাশী পাড়া নদীয়া। আমার আসল নাম স্বপন বিশ্বাস।

নাম-পদবী

আমি Sakuntala Karmakar D/o. Kunui Karmakar গত ইং ১০/০২/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া বিবাহের পর Sakuntala Bibi W/o. Sk. Sahidul নামে পরিচিত হইয়াছি। ০৫/০১/২০২৬ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে ১১৮৬ নং এফিডেভিট বলে Sakuntala Bibi W/o. Sk. Sahidul ও Sakuntala Karmakar D/o. Kunui Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Vandana Vithal Gurav S/o. Vitthal Gurao গত ইং ১০/০৭/২০০৩ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া বিবাহের পর Masooma Mandal W/o. Abdul Fattar Mandal নামে পরিচিত হইয়াছি। ২৯/১২/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, চন্দননগর কোর্টে ১৪০৭ নং এফিডেভিট বলে Masooma Mandal W/o. Abdul Fattar Mandal ও Vandana Vithal Gurav S/o. Vitthal Gurao সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১১১৬৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Arjila Khatun W/o. Sk. Sakil Ali সাং রাজহাট, পোলবা, হুগলী-৭১২১২৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sk. Ayaz Ali) জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. B-202119-02951-000029 dt. 04/01/2021), আমার সঠিক নাম Arjila Khatun-এর পরিবর্তে Arjila Bibi লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Arjila Khatun ও Arjila Bibi W/o. Sk. Sakil Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি নারজিনা বেগম মন্ডল W/O জাহিদুল মন্ডল শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটে আমার নাম নারজিনা খাতুন আছে। ৩১/১২/২৫ নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগরের এফিডেভিটে Narjina Begam Mondal, Narzina Mondal ও Narzina Khatun সকলে একই ব্যক্তি হলাম। Vill + P.O.- Baur, P.S.- Palashi Para, Nadia, Pin- 741155.

নাম-পদবী

আমি, তুষার সাহা, পিতা- প্রয়াত যতীন্দ্র চন্দ্র সাহা, বসবাসরত; নতুনপল্লী, ডাকঘর বারাসাত, থানা- মধ্যমগ্রাম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং ভবিষ্যতে আমি "তুষার কান্তি সাহা" নামে পরিচিত হব, যা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত আদালতে নোটারি পাবলিকের নিকট হলফনামা নং ১০৮, তারিখ ২ জানুয়ারি, ২০২৬ অনুযায়ী ঘোষণা করা হয়েছে। "তুষার সাহা" এবং "তুষার কান্তি সাহা" একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT

I, Nirbhay Devyansh, S/O Gyanchandra Sharma, residing at Bandipur Road, Bansdroni, South 24-Parganas, Kolkata - 700070, W.B. do hereby declare vide affidavit No. 194 dated 05.01.2026 before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate Calcutta that my actual name is Nirbhay Devyansh and it is recorded in my Aadhar, PAN and Voter Cards but in my 10th, 12th & in my College Certificates, my name has been recorded as Nirbhay Kumar. The purpose of this affidavit is to establish my name as Nirbhay Devyansh. Nirbhay Devyansh and Nirbhay Kumar are the same and one identical person.

নাম- পদবী পরিবর্তন

আমি **টুকু মন্ডল**, স্বামী- সুভাষ মন্ডল, গ্রাম- কাঁশিয়াডাঙা, ডাক-প্রতাপনগর, থানা- মাধবপুর, সূচক-৭৪৩৩৩০ দঃ ২৪ পরগণার স্থায়ী বাসিন্দা। আমার আসল নাম **টুকু মন্ডল** আধার কার্ডে **টুকু মন্ডল** থাকলেও ভুলবশতঃ পুরানো ডিজিটাল রেশনকার্ডে **লক্ষী মন্ডল** এবং পুরানো ভোটার আইডেন্টিটি কার্ডে **লক্ষীবালা মন্ডল** আছে। গত 31.12.2025 তারিখ বারুইপুর ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে **লক্ষী মন্ডল** ও **লক্ষীবালা মন্ডল** এবং **টুকু মন্ডল** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জন সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা- নদীয়া, কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ৬০ নং দেবগ্রাম মৌজায় আর.এস- ৭০৭০ এল.আর- ৭৫৫৫ নং দাগে ও ২৫৭৮২ নং কৃঃ খতিয়ান ভুক্ত সম্পত্তি রওসন আমেদ ওরফে রওসন আহমেদ মহাশয় বর্তমান হাল এল.আর জরীপে নিজ নামে রেকর্ডপত্তন করাইয়া নজরল সেখ মহাশয়কে গত ইংরাজী-২৪/১১/২০২৫ তারিখে দেবগ্রাম এ.ডি.এস.আর. রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-১২০৫২ নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রদান করেন। উক্ত সাধারন আমমোক্তারনামা দলিল বলে সোলেমান সেখ, পিতা- জয়নাল সেখ, সাং- বালসীডাঙ্গা, পোঃ ও থানা-ভাতার, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন নং-৭১৩১২৫, গত ইংরাজী- ২৪/১১/২০২৫ তারিখে দেবগ্রাম এ. ডি.এস.আর, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১১৯৬২ নং একখণ্ড বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে খরিদ করিয়াছেন। বর্তমানে আমার মক্কেল সোলেমান সেখ তাহার নিজ নামে কালীগঞ্জ B.L & L.R.O Office এ রেকর্ড করিতে চান। উক্ত ব্যক্তির যদি কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকে তাহা হইলে অদ্য তারিখ হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে কালীগঞ্জ B.L & L.R.O Office এ অভিযোগ দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্যাদী সম্পন্ন করা হইবে।

Basiruddin Sk, Advocate,
District Judge's Court, Krishnagar, Nadia

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি জেসমিন বানু, পিতা - সেখ সামাদ রহমান, জে.এল. নং - ৪২, মহাদেবপুর মৌজায় ১৩০০ কৃঃ খতিয়ানে ২৫৭ দাগে মোট ১৭.৮৮ শতক সম্পত্তি ১০/০৬/২৪ তারিখে পাণ্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৭৩৭ নং আমমোক্তার বলে মহঃ ইব্রাহিম কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। উক্ত মহঃ ইব্রাহিম গত ইং - ১৪/১১/২৪ তারিখে পাণ্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫৬৮২ নং দলিলমূলে মহঃ সামিম ও মহঃ নাজিম কে বিক্রয় করেন ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে পাণ্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ডএল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

জেসমিন বানু
পাণ্ডুয়া, হুগলী

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি সেরিনা খাতুন, স্বামী - সেখ আসগার আলী, সেখ জিয়াদুর রহমান, পিতা - সেখ আব্বাস আলি, সৌরভ আলি, পিতা - সওকত আলি, কবিরুল হোসেন, জাহিরুল হোসেন সকলে জে.এল. নং - ১৩১ শ্যামসুন্দরপুর মৌজায় ৪৪৮, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩ কৃঃ খতিয়ানে ২০৪ ও ২৩৬ দাগে মোট ১২.৩৫৪ শতক সম্পত্তি ২৬/১১/২৫ তারিখে পাণ্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৭৩৩ নং আমমোক্তার বলে সেখ হায়দার আলি কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। উক্ত সেখ হায়দার আলি গত ইং - ১৬/১২/২৫ তারিখে পাণ্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৭৩৪ নং দলিলমূলে সেখ কওসার আলি কে বিক্রয় করেন। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পাণ্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ডএল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

সেরিনা খাতুন
পাণ্ডুয়া, হুগলী

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলে সকলকে জানানো যাইতেছে যে কমলা মালিক,বনমালী মালিক, সুকুমার মালিক, দিগর সকলে বাসুদেবপুর নিবাসী,থানা-মগরা সকালের পক্ষেই আমমোক্তার গোপাল মালিক পিতা ঈশ্বর দুখিরাম মালিক (দুলে) এরা ২৫-১১-১৯৯২ সালে চিনসুরা হুগলি ডি এস আর রেজিস্টিকৃত অফিসের IV-77/1992 আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। গণেশ মালিক দিগার পক্ষে আমমোক্তার আশীষ কুমার দাস পিতা শিব কিঙ্কর দাস চিনসুরা হুগলি রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর অফিস ২২-০২-১৯৯৩ সালে ২৪ নং আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। আমমোক্তারগণ ধ্রুব অধিকারীকে 6/5/1993 সালে চিনসুরা এডিএস আর রেজিস্টিকৃত অফিসে। ১৩৪১/১৯৯৩ দলিল মূলে ০.০৩৫ একর জমি বিক্রি করেন. তিনি নিজ নামপত্তন না করে নান্টু সাহা ও কল্যাণী সাহাকে ০.০৩৫ ACAR জমি বিক্রি করে দেন ক্রেতাদ্বয় নিজে নিজেও নামপত্র না করে শ্রীমতি বাসন্তী অধিকারীকে সমপরিমাণ জমি বিক্রি করেদেন বাসন্তী অধিকারী নিজ নামপত্তন না করে ১২৮০/২০০০ দলিলমূলে শ্রী রতন কুমার দাস পিতা কেদারনাথ দাস কে.০৩৫ শতাংশ ১১-০৪-২০১২ তাং চিনসুরঃ হুগলী ADSR রেজিস্ট্রিকৃত অফিসে I-১৯৩১/২০১২ দলিলমূলে জমি বিক্রি করেন তফসিল জিলা ও সাবরেজিস্ট্রীকৃত হুগলী, থানা মগরা অন্তর্গত JL-নং ৩৯,বাসুদেবপুর মৌজা বাঁশবেড়িয়া পৌরসভা অন্তগত সাবেক খতিয়ান ১২২ হাল খতিয়ান ২৪, ৩৭ ,৩০৮, ৩৮০, ৫৬৫ ,৬৩০/১, ৭৫৬ , ৭৬০ ,৮৫৯, ১২ ১৮,১২১৯,১২২০, ১২২২ খতিয়ান ভুক্ত আর এস ৯০ দাগ হাল এলার ২৭৯ ডাঙ্গা জমি ০.০৩৫ একর জমি রতন কুমার দাস নিজো নাম পত্তন করিবার জন্য চিনসুরঃ মোগড়া ব্লক অফিস এ আবেদন কোরিয়াছেন ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

ইতি-
আইনজীবী
প্রবীর কুমার রায় আলিপুর জজ কোর্ট

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency.
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তরে রদবদল

বদলি ও নতুন দায়িত্বে বসানো হল আইপিএস ও ডব্লিউবিপিএস ক্যাডারের ২৬ জনকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তরে বড়সড় রদবদল। একসঙ্গে বদলি ও নতুন দায়িত্বে বসানো হল আইপিএস ও ডব্লিউবিপিএস ক্যাডারের মোট ছাব্বিশ জন আধিকারিককে। স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের পুলিশ সার্ভিস সেল জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, জনস্বার্থে এই রদবদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকেই তা কার্যকর হবে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মেদিনীপুর রেঞ্জের ডিআইজি অনুপ জয়সওয়ালকে রাজ্য সিআইডি-র আইজিপি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। একই সঙ্গে অরিজিৎ সিনহাকে মেদিনীপুর রেঞ্জের ডিআইজি পদে বহাল রাখা হয়েছে এবং তাঁর উপর জঙ্গলমহল ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার শ্রীহরি পাণ্ডেকে উত্তরবঙ্গ গোয়েন্দা বিভাগের ডিআইজি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

হাওড়া, বিধাননগর, ব্যারাকপুর, চন্দননগর, আসানসোল, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি-সহ একাধিক পুলিশ কমিশনারেট ও জেলায় ডেপুটি কমিশনার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার স্তরে রদবদল করা হয়েছে। হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের কেন্দ্রীয় বিভাগ, সদর দপ্তর ও ট্রাফিক শাখায় একাধিক আধিকারিকের নতুন নিয়োগ হয়েছে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটেও গোয়েন্দা ও ট্রাফিক বিভাগে দায়িত্ব বদল করা হয়েছে।

রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কেরিয়ার সংক্রান্ত পরামর্শমূলক শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াকে আরও সংগঠিত ও কার্যকর করতে পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন জেলা ভিত্তিক পরিকল্পনা ও মান্য কার্যবিধি প্রস্তুত করেছে। সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় স্কুল স্তরে এই কর্মসূচির বাস্তবায়নে একাধিক অসামঞ্জস্য ধরা পড়ার পরেই এই পদক্ষেপ বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। নতুন কাঠামো অনুযায়ী, প্রতিটি স্কুলে একজন করে নোডাল শিক্ষক মনোনীত করতে হবে, যিনি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও নথিভুক্তিকরণের দায়িত্ব সামলাবেন।

শিয়ালদহ বিভাগে বিশেষ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: শিয়ালদহ বিভাগ সোমবার কলকাতা পুলিশ, জিআরপি ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সঙ্গে যৌথ সমন্বয় বৈঠক করে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিয়ালদহের অ্যাডিশনাল ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার প্রসূন চক্রবর্তী এবং সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার মনোজ কুমার সিংহ। মূল লক্ষ্য ছিল শিয়ালদহ, কাকদ্বীপ ও নামখানা স্টেশনে যাত্রী সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা। আলোচনায় পার্কিং পুনর্বিন্যাস, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা, ভিড় নিয়ন্ত্রণে যৌথ কৌশল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বায়ো-টয়লেট রক্ষণাবেক্ষণ গুরুত্ব পায়। জরুরি পরিস্থিতিতে সমন্বিত তৎপরতার ওপর জোর দেওয়া হয়। গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে নির্বিঘ্ন সংযোগ নিশ্চিত করার কথা জানিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের ধৈর্য রাখার অনুরোধ করে।

মৃত ভোটারের ঘটনায় নিজেদের ভুল স্বীকার করলেন বিএলও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিন 'মৃত ভোটার'কে মঞ্চে তুলে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘটনার পরেই রিপোর্ট তলব করেছিল নির্বাচন কমিশন। রবিবার কমিশনের কাছে জমা পড়েছে সেই রিপোর্ট। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনজনের মধ্যে দু'জনের ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত ভুলের কথা স্বীকার করেছেন সংশ্লিষ্ট বুথ লেভেল অফিসার। সেই অনুযায়ী রিপোর্ট পাঠিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার। তৃতীয় জনের ক্ষেত্রে বিষয়টিকে হিউম্যান হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, মনিরুল মোল্লা এবং হরেকৃষ্ণ গিরির নাম সংশ্লিষ্ট বুথে তৈরি হওয়া বাদের তালিকায় ছিল না। কিন্তু পরে ওয়েবসাইটে তাঁদের নাম বাদের তালিকায় দেখা যায়। বিষয়টি নজরে আসার পরেই সংশ্লিষ্ট বিএলও দু'জনের বাড়িতে যান। সেখানে ফর্ম ৬ পূরণ করিয়ে নতুন করে ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদন করা হয়েছে।

কমিশনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা হওয়ার অনেক আগেই মনিরুল এবং হরেকৃষ্ণের ফর্ম ৬ জমা পড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ সভার আগে থেকেই সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনজন 'মৃত ভোটার' হিসেবে যাঁদের নাম উঠে আসে, তাঁরা হলেন মনিরুল মোল্লা, হরেকৃষ্ণ গিরি এবং মায়া দাস। মনিরুল ও হরেকৃষ্ণের বাড়ি মেটিয়াবুরুজে, আর মায়া দাসের বাড়ি কাকদ্বীপে। কমিশন সূত্রের দাবি, এই ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া ঘিরে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কয়রাপুর খাল সংস্কারের নামে মাটি ও গাছ কেটে বিক্রি করার অভিযোগে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল বিধানসভার কেন্দ্রের কাউগাছি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের তীরবর্তী বহু প্রাচীন কয়রাপুর খাল। অভিযোগ, সংস্কারের অভাবে জল নিষ্কাশনের এই খালটি পুরো মজে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে সেচ দপ্তরের উদ্যোগে খালের পলি উত্তোলনের কাজ শুরু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, খাল সংস্কারের নামে মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে। এমনকী খালের পাড়ে থাকা বড় বড় গাছও কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে। মাটি ও গাছ কেটে বিক্রির প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার বেলায় সরব হলেন স্থানীয় কৃষকরা। এদিন খাল সংস্কারের কাজ পরিদর্শনে আসা সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি, খাল সংস্কারের নামে মাটি ও গাছ কাটা চলবে না। স্থানীয় বাসিন্দা শান্তি রঞ্জন আদক জানান, কয়রাপুর খাল সংস্কারের জন্য সরকারের তরফে ১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ খাল সংস্কারে সেই টাকা ঠিকমতো খরচ করা হচ্ছে না। উল্টে খালের মাটি কেটে রাতের অন্ধকারে ট্রাকে করে পাচার করা হচ্ছে। খালের পাড়ের সমস্ত গাছ কেটে সাফ করা হচ্ছে। ক্ষোভ তাই তাঁরা দু'দিন ধরে সংস্কারের কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। খাল পরিদর্শনে আসা আধিকারিকদের সাফাই, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার পর ফের তাঁরা কাজ শুরু করবেন।

খড়দায় আমানতকারীদের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের মালিকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আমানতকারীদের গচ্ছিত অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একটি গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের মালিকের বিরুদ্ধে। খড়দার বন্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাডিঘিলার করাত কল মোড় এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জনৈক সুজিত সাহার বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যারাকপুর চন্দনপুকুরের বাসিন্দা উজ্জ্বল মুখার্জি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক সেবা কেন্দ্র খুলেছিলেন। কিন্তু গত ২ ডিসেম্বর থেকে গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে চম্পট দিয়েছেন উজ্জ্বল মুখার্জি। ব্যারাকপুরে তাঁর বাড়িতে গিয়েও উক্ত গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের মালিকের খোঁজ মিলছে না। টাকা ফেরতের দাবিতে সোমবার গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন প্রতারিতরা। গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের আমানতকারী সন্ধ্যা সরকার জানান,

১৩ বছর ধরে ওই গ্রাহক সেবা কেন্দ্রটি চলছিল। কিন্তু গত ২ ডিসেম্বর থেকে আচমকা গ্রাহক সেবা কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা থেকে টাকা ফেরতের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকের শাখা থেকে প্রতারিতদের মোবাইল নম্বর ও পাস বইয়ের জেরক্স নেওয়া হয়েছে। বাড়ির মালিক সুজিত সাহাও প্রতারিত হয়েছেন। সুজিত বাবু জানান, ২০১২ সাল থেকে বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যারাকপুর চন্দনপুকুরের বাসিন্দা উজ্জ্বল মুখার্জি গ্রাহক সেবা কেন্দ্র খুলেছিলেন। তিনি ওই গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে প্রায় তিন লক্ষ টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন। কিন্তু গ্রাহক সেবার কেন্দ্র হঠাৎ বন্ধ করে উধাও উজ্জ্বল মুখার্জি। বাড়িতে গিয়েও তাঁর কোনও হদিস মেলেনি। উক্ত ব্যাংকের শাখায় তাঁরা বিষয়টি জানিয়েছেন।

ভিড়ে হাঁসফাঁস হাওড়া-শালিমার, সাঁকরাইলেই খুলছে রেলের নতুন দরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: যাত্রী চাহিদা ঊর্ধ্বমুখী। প্ল্যাটফর্মে ঠাসাঠাসি, লাইন দেরিতে ছাড়ছে;এই বাস্তবতার মাঝেই দক্ষিণ,পূর্ব রেলের বড় ঘোষণা। হাওড়া, শালিমার ও সাঁতরাগাছির ওপর চাপ হালকা করতে সাঁকরাইল এলাকায় নতুন কোচিং টার্মিনাল গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেলমন্ত্রকের লক্ষ্য স্পষ্ট; পরিকাঠামো বাড়লে পরিষেবাই বদলাবে; এই বার্তাই দিল রেল কর্তৃপক্ষ।

রেলের রূপরেখা অনুযায়ী, ধাপে ধাপে বাড়বে প্ল্যাটফর্ম, ইয়ার্ড ও রক্ষণাবেক্ষণ-সুবিধা; আধুনিক সিগন্যালিং ও মাল্টিট্র্যাকিং যুক্ত হবে। ২০৩০-এর মধ্যেই টার্মিনালগুলির ধারণক্ষমতায় বড়সড় বৃদ্ধি টার্গেট। বর্তমানে তিন প্রধান টার্মিনাল থেকে প্রতিদিন চলাচল করা মেল, এক্সপ্রেস ও শতাধিক লোকাল পরিষেবার চাপে নড়বড়ে শৃঙ্খলা; সেই কারণেই নতুন টার্মিনালের গুরুত্ব, জানাচ্ছেন রেলকর্তারা। হাওড়া-জোকা প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্যে বাস্তবতা ধরা দিল; দূরপাল্লার ট্রেন লাইন আটকে রাখে, লোকালের গতি থেমে যায়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ২০২৬, ২১ পৌষ ১৪৩২, মঙ্গলবার

নির্দেশ ছিল, মেরামত হয়নি, চাঙড় ভেঙে মৃত্যু মহিলার, জখম ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার পার্ক সার্কাসে ভোররাতে ফের ধসে পড়ল জীর্ণতার মুখোশ। সামসুল হুদা রোডের একটি জরাজীর্ণ বাড়ির সিলিং ভেঙে চাপা পড়ে মৃত্যু হল ৬১ বছরের রাবিয়া খাতুনের। গুরুতর আহত তিনজন; এক কিশোর, এক শিশু এবং ওয়াহিদ আধুল নামের এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটে যখন ঘুমে ডুবে ছিল ঘরবাড়ি; আচমকা ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়তেই আর্তচিৎকারে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা।

কড়েয়া থানার পুলিশ দ্রুত এসে বাড়িটি খালি করে ব্যারিকেড করে দেয়। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। রাবিয়া খাতুনকে বাঁচানো যায়নি। নয় বছরের আয়েশা খাতুন ও ১৬ বছরের উমর ওরফে দানিশ আলমের অবস্থা উদ্বেগজনক।

স্থানীয় কাউন্সিলর নবনীতা শর্মা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ৪৬/এইচ/ই, সামসুল হুদা রোডের একটি পুরনো তিনতলা বাড়ির একতলায় থাকত মৃত মহিলার পরিবার। বারবার বলা হয়েছিল বাড়ি সংস্কার করুন; শোনেননি। তার ফল আজ এই মর্মান্তিক মৃত্যু। অভিযোগ, মালিক সংস্কারের বদলে কেবল টিন লাগিয়ে দায়সারাভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন দায়িত্ব। এখন বিল্ডিং বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা বাড়িটির ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন; আংশিক ভাঙন নাকি সম্পূর্ণ উচ্ছে।

এই দুর্ঘটনা নগরবাসীকে আবার মনে করিয়ে দিল ছড়িয়ে থাকা বিপজ্জনক বাড়িগুলোর কথা। নাগরিকদের তির্যক প্রশ্ন, নির্দেশ জারি হয়েছে, আইনও বদলেছে; কিন্তু বাস্তবে কাজ কোথায়? যেখানে নথিতে সতর্কবার্তা, সেখানে মাঠে বাস্তবায়নের অভাবই যেন বড় বিপদ। শহরের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিটি জীর্ণ বাড়িই তাই এখন টাইম-বোমা; কবে কোথায় ফেটে যাবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

মানি-ট্রেল ধরা পড়েছে, কেউ রেহাই পাবে না, পুর নিয়োগ নিয়ে ক্ষুব্ধ শুভেন্দু

প্রতিমা ভাঙচুর নিয়ে ফের সরব বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের চূড়ান্ত চার্জশিট ঘিরে রাজনৈতিক তরঙ্গ বাড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, কয়েক বছর ধরে পুরসভাগুলিতে বেআইনি নিয়োগকে ব্যবসা বানানো হয়েছিল। শুভেন্দুর কথায়, এটা শেষ নয়, শুরু। চার্জশিট জমা পড়েছে মানেই রেহাই নয়। টাকার পথ ধরা পড়েছে;ওয়েট অ্যান্ড সি। তিনি নাম না করে একাধিক শাসক নেতা-মন্ত্রীকে নিশানা করেন এবং দাবি করেন, যাঁরা চাকরি বিক্রি করেছেন, তাঁদের কেউ ছাড়া পাবে না। ফিরহাদ হাকিম থেকে সুজিত বসু; সবাই আইনের মুখোমুখি হবে। বিরোধী নেতার অভিযোগ, শুধু একটি পুরসভা নয়, একাধিক পুরসভায় সংগঠিত বাণিজ্য হয়েছে। তাঁর দাবি, কামারহাটিতেই দু'শোর বেশি অবৈধ নিয়োগের প্রমাণ রয়েছে।

এরপরেই সামনে আসে সিবিআই চার্জশিটের তথ্য। কেন্দ্রীয় সংস্থার অভিযোগ, খালি খাতা জমা দিয়ে চাকরি, এক পদে পরীক্ষা দিয়ে অন্য পদে নিয়োগ; এমন একাধিক অনিয়মের উল্লেখ রয়েছে। উত্তর, দক্ষিণ দমদম, কামারহাটি, বরাহনগর, টিটাগড়, রানাঘাট, হালিশহর ও বনগাঁ;মোট আটটি পুরসভার নাম উঠে এসেছে। বেআইনিভাবে ছ'শোর বেশি নিয়োগ হয়েছে বলে দাবি সিবিআইয়ের। এখন নজর আদালতের দিকে। পরবর্তী শুনানিতে কী নির্দেশ আসে এবং তদন্ত কার কাঁধে গিয়ে ঠেকে; সেই অপেক্ষাতেই রাজ্য রাজনীতি।

অন্যদিকে, রাজ্যে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে কড়া সুরে প্রশ্ন তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, বারবার হামলার পরও দোষীদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ব্যবস্থা না নেওয়ায় দুঃসাহসী হয়ে উঠছে অসামাজিক শক্তি। অধিকারীর কথায়, সরকারের নীরবতা ও তোষণ রাজনীতিই এই সংস্কৃতি জন্ম দিচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, মহিষাদলের গড়কমলপুর অঞ্চলের কাঠালপট্টিতে সরস্বতী প্রতিমা তৈরির জায়গায় রাতের অন্ধকারে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। তাঁর আশঙ্কা; সরস্বতী পুজোর আগে এমন ঘটনা চলতে থাকলে প্রতিমাশিল্পীরা মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বেন। তিনি তীব্র প্রতিক্রিয়ায় বলেন, প্রতিমা ক্ষতিগ্রস্ত মানে শুধু মাটি নয়, এটা শিল্প, বিশ্বাস ও মানুষের শ্রদ্ধাবোধে আঘাত।

বিরোধী নেতা অভিযোগ তোলেন, ধারাবাহিকভাবে নানা এলাকায় এমন ঘটনা ঘটলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির উদাহরণ সামনে আসছে না। তাঁর মন্তব্য, আইন প্রয়োগের স্পষ্ট বার্তা না গেলে এই অপকীর্তি থামবে না। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ধর্মীয় আস্থায় আঘাত বরদাস্ত করা হবে না। প্রশাসনকে এখনই দোষীদের শনাক্ত করে কঠোর পদক্ষেপ করতেই হবে। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে তাঁর এই কড়া অবস্থান ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক তরজাও আরও চড়েছে।

'ভুয়ো নামের ঢাল নয়, স্বচ্ছ তালিকার লড়াই'

এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র স্বরে তুলোধোনা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সপ্তাহের প্রথম দিনেই আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রী আসলে গণতন্ত্র নয়, ভুয়ো ভোটের সুরক্ষাকেই ঢাল দিচ্ছেন। তিনি সোজাসাপটা বলেন, এসআইআরকে ভয় পায় যাঁরা; কারণ স্বচ্ছতা তাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী।

মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে দাবি করেছেন, বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় নাকি গরিব, সংখ্যালঘু, পরিযায়ী ও প্রান্তিক মানুষের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। সেই যুক্তিকে শমীকের কটাক্ষ; এ আশঙ্কা বাস্তব নয়, রাজনৈতিক প্রচারমাত্র। তাঁর বক্তব্য, এসআইআর হল সংবিধানস্বীকৃত নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যেখানে নোটিস, যাচাই, শুনানি ও আপিল; সবকিছুরই সুযোগ থাকে। তাই সরাসরি কোনো নাম বাদ পড়ার প্রশ্নই ওঠে না।

বিজেপি সভাপতির অভিযোগ, বছরের পর বছর ভুয়ো নাম, ডুপ্লিকেট এন্ট্রি ও বহিরাগত ভোটারদের অভিযোগ ঢাকতেই ক্ষোভ প্রকাশ করা হচ্ছে। তাঁর তির্যক মন্তব্য, ভোটার তালিকা শুদ্ধ হলে কারা অস্বস্তিতে পড়বে; বাঙালির বুঝতে বাকি নেই।

একইসঙ্গে তিনি ইঙ্গিত করেন, ওবিসি-সহ একাধিক শংসাপত্র সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যর্থতার দায় এড়িয়ে এখন শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াকেই নিশানা করা হচ্ছে। তাঁর সাফ মত, এসআইআর মানে বঞ্চনা নয়, এসআইআর মানে প্রকৃত ভোটারের অধিকার সুরক্ষা।

রাজনীতির উত্তাপের মধ্যেই তাঁর বার্তা স্পষ্ট, স্বচ্ছ ভোটার তালিকাই গণতন্ত্রের ভিত, আর ভয়মুক্ত নির্বাচনের দাবি আজ জনতারই।

অনির্বাণের পর এবার শুনানির নোটিস পৌঁছল দেবের দরজায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৫ সালের শেষ লগ্নে শুরু হওয়া এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে রাজ্যজুড়ে কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা; দু'টিই সমানতালে বাড়ছে। ভোটার তালিকার তথ্য খুঁটিনাটি যাচাইয়ের এই উদ্যোগে খসড়া তালিকা প্রকাশের পর অনেকের নামেই দেখা দিয়েছে অসঙ্গতি। সেই কারণেই নতুন বছরের শুরুতেই একাধিক নাগরিককে শুনানিতে ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। আর সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল অভিনেতা-সাংসদ দেবের নামও। উল্লেখ্য, শুধু দেবকে নয়, তাঁর পরিবারের তিনজনকেও শুনানিতে ডাকা হয়েছে।

সোমবার সকালেই খবরটি প্রকাশ্যে আসে। কমিশনের চিঠিতে জানানো হয়েছে; নির্দিষ্ট তারিখে হাজির থেকে প্রয়োজনীয় নথি ও ব্যাখ্যা জমা দিতে হবে তাঁকে। খসড়া তালিকায় তাঁর নাম ঘিরে যে তথ্যভিত্তিক অমিল ধরা পড়েছে, সেটিই এই ডাকার কারণ। তবে প্রশাসনিক মহলের বক্তব্য, শুনানিতে নোটিস পাওয়া মানেই অনিয়ম প্রমাণ নয়; এটি সংশোধনের সুযোগ। নির্ধারিত নথি মিললে নাম স্বাভাবিক নিয়মেই অন্তর্ভুক্ত হবে বলে জানান কমিশন-সূত্র। একই সঙ্গে আরও বহু নাগরিকের কাছেও এমন নোটিস পৌঁছতে পারে। বস্তুত ব্যক্তি যেই হোক না কেন, শুনানির নোটিস আসতে পারে তথ্যে ত্রুটি থাকলে, এটা বারবার স্পষ্ট করছে নির্বাচন কমিশন। সব মিলিয়ে, শুনানি-পর্বের এই দফা ভোটার তালিকাকে নির্ভুল করার লক্ষ্যেই; এমনটাই কর্তৃপক্ষের দাবি। এর আগে শুনানির নোটিস পেয়েছিলেন জনপ্রিয় অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য। অন্যদিকে, টালিগঞ্জের বাসিন্দা দুই অভিনেতা দম্পতি কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও লাবণী সরকারও পেয়েছিলেন এসআইআর শুনানির নোটিস।

অফিসপাড়া কি পার্কিং লটে পরিণত হবে?

ডালহৌসিতে কড়া অভিযানে নামল কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার যানজটের নেপথ্যে যে বড় অপরাধী অবৈধ পার্কিং,এ কথা নতুন নয়। অফিসপাড়া ডালহৌসি এবং আশপাশের রাস্তায় যত্রতত্র গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার সংস্কৃতি এখন নিত্যদিনের যন্ত্রণা। নতুন বছরের শুরুতেই সেই বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিল কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ। ডালহৌসি চত্বরে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে, বেআইনি পার্কিং সরাতে মাঠে নেমেছেন কর্তারা। পরিদর্শনের পর সিদ্ধান্ত; রাস্তার মাঝখানে নতুন রেলিং বসবে, ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলিতে পুরনো রেলিং মেরামত করা হবে।

প্রশাসনের বক্তব্য স্পষ্ট, যেখান-সেখান দিয়ে রাস্তা পার হওয়া বন্ধ না হলে দুর্ঘটনা কমবে না। শুধু ডালহৌসি নয়, নজর এখন রেড রোডেও। যেখানে ফাঁক বা কাট-আউট রয়েছে, সেখানে গেট বসানোর পরিকল্পনা চূড়ান্ত পর্যায়ে। দ্রুত অনুমতির জন্য পিডব্লুডি, সেনা এবং ট্র্যাফিক গার্ডের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে নেতাজি সুভাষ রোড, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এবং বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে বাড়তি টহল। লক্ষ্য একটাই, দুই-তিন সারি গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাস্তা দখল;এবার বন্ধ হবেই। তবে বাস্তব ছবি এখনও কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে। কোথাও ফুটপাতে গাড়ি তোলা, কোথাও অফিসের গেট আটকে বাইক; ছবিটা একই। তাই পুলিশের স্পষ্ট মত, শুধু টহল নয়, বড় অঙ্কের জরিমানাই নিয়মভাঙাদের শিক্ষা দেবে। সব মিলিয়ে বার্তা পরিষ্কার;অবৈধ পার্কিংয়ের ফলে শহরে জ্যাম হবে না; রাস্তা দখল মানেই কঠোর পদক্ষেপ।

পরিশোধিত জলের দিনের পর দিন অপচয়, ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১০০০ লিটার পরিশোধিত জল তৈরিতে মাত্র ৪ টাকা ৬ পয়সা ব্যয় হয়, অথচ শহরের প্রতিটি কোণে এই জল দিনের পর দিন অপচয় হচ্ছে, জানিয়েছেন কলকাতা পুরসভার জল সরবরাহ বিভাগের একজন কর্মকর্তা। পলতা থেকে গড়িয়া, কসবা থেকে জোকা পর্যন্ত ১২ হাজার কিলোমিটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শহরের ১৪৪টি ওয়ার্ডে প্রতিদিন সরবরাহ হয় এই পরিশোধিত পানীয় জল।

উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, একসময় হুগলি নদীর জল দিয়ে রাস্তা ধোয়া বা গাছে জল দেওয়ার ব্যবস্থা থাকত। এখন সব কাজ পরিশোধিত জলেই হচ্ছে। অপরিশোধিত জলের বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় অপচয় আটকানো কঠিন। পুরসভা জানিয়েছে, জল অপচয় রোধে খোলা ট্যাপ কলে চাবি লাগানো হয়েছে এবং কিছু ওয়ার্ডে পরীক্ষামূলকভাবে জলের মিটার বসানো হয়েছে। তবে কর্মকর্তারা সতর্ক, পরিশোধিত জল ছাড়া কাজ সম্ভব নয়; জনসচেতনতা না বাড়ালে অপচয় থামানো অসম্ভব।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সঠিক বিকল্প ব্যবস্থা ও জনসচেতনতার অভাব থাকায় কলকাতার পরিশোধিত জল বছরের পর বছর বৃথা হয়ে যাচ্ছে। জলের অপচয় শহরের বার্ষিক গরমকালীন সংকটের এক বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধুলো উড়ছে, জল নেই, ৮৪ কোটির মেশিন যাবে কোথায়?

শহরে প্রশ্নের ঝড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীত জমে বসেছে। কুয়াশা আর ধুলোর ঘন পরত মিলিয়ে কলকাতার রাস্তা, পার্ক, ডিভাইডার; সব যেন মলিন চাদরে মুড়োনো। হাঁটতে গেলে চোখ জ্বালা, শ্বাসকষ্ট বাড়ছে প্রবীণ ও শিশুদের। বহু মানুষ আবারও মুখে মাস্ক তুলেছেন। চিকিৎসকরাও সতর্কতা জারি করছেন। অভিযোগ, এই সংকটকালে রাস্তা ও পার্কে জল ছেটানোর জন্য জলের গাড়ি মিলছে না; ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন একাধিক কাউন্সিলর।

দেশবন্ধু পার্ক-সংলগ্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় সভায় সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন; ধুলো কমাতে ব্যবস্থা কোথায়? বোরো-ভিত্তিক জলের গাড়ি নেই, জলই বা পাব কোথা থেকে? এমন প্রেক্ষাপটে কলকাতা পুরসভার বড় সিদ্ধান্ত; ধুলো দমনে ৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে স্বয়ংক্রিয় ৪০টি অত্যাধুনিক যন্ত্র কেনা হচ্ছে। কারও কাজ ঝাঁট দিয়ে ধুলো উড়তে না দেওয়া, কেউ জল ছিটিয়ে ধুলো বসানো; এমনই পরিকল্পনা। তবু প্রশ্ন জেগেছে নাগরিকদের মনে; যন্ত্র যখন আসছে, তবু এখনই উপশম মিলছে না কেন?

পুরসভার কর্তারা যুক্তি দিচ্ছেন, কুয়াশা কমাতে হলে নিয়মিত জল দেওয়া ও ঝাঁট দুটোই জরুরি। তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডেরই কয়েক কাউন্সিলরের বক্তব্য, বোরো-ভিত্তিক স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যার ভার বইছে সাধারণ মানুষ। আবার অফিসারদের একাংশ দাবি করছেন, বিদ্যমান যন্ত্র দিয়েও পরিস্থিতি সামলানো যায়।

অফিস টাইমে ধাক্কা, ব্লু লাইনে আচমকা বিপর্যয়, ঘণ্টাখানেক পর স্বাভাবিক পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সপ্তাহের শুরুতেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলায় পড়লেন ব্লু-লাইন মেট্রোর নিয়মিত যাত্রীরা। সোমবার ভোরের পরই পরিষেবায় বড়সড় গোলযোগ দেখা দেয়, কয়েকটি ট্রেন বাতিল হওয়ায় বিপাকে পড়েন অফিসগামী মানুষ। দুরন্ত ভিড়ের মাঝে স্টেশন থেকে স্টেশনে তথ্য জানতে দৌড়ঝাঁপ; দিনের শুরুতেই ভোগান্তির চিত্র চোখে পড়ে সর্বত্র।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। সকালের পরিষেবা শুরুর অল্প পরেই নজরে আসে সমস্যা। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী দুটি ট্রেন বাতিল করা হয়। হঠাৎ সিদ্ধান্তে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো যাত্রীরা স্বাভাবিক ভাবেই দিশেহারা হয়ে পড়েন। কিছু পর ঘোষণা করে জানানো হয়; মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার; এই অংশে সংক্ষিপ্ত পরিষেবা চলবে।

কিন্তু অচলাবস্থার মূল কেন্দ্র ছিল মধ্যবর্তী অংশ। আপ ও ডাউন; দু'দিকেই কুঁদঘাট থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। মাঝপথে ট্রেন থামায় যাত্রীদের নেমে বিকল্প পরিবহণের খোঁজে নামতে হয় রাস্তায়। ইতিমধ্যেই যানজটপীড়িত সকালে মেট্রোযাত্রীদের অতিরিক্ত চাপ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।

যাত্রীদের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, নতুন রুট চালুর পর থেকেই ব্লু লাইনে অনিয়মিততা বেড়েছে। তাঁদের কথায়; কখনও সময়মতো ট্রেন আসে না, আবার মাঝপথে প্রযুক্তিগত গোলযোগে থেমে যায় রেক। আগাম ঘোষণা পরিষ্কার না থাকায় কোন স্টেশন পর্যন্ত চলবে পরিষেবা তা বুঝতেই হিমশিম খেতে হয়; অভিযোগ অনেকের। তবে প্রযুক্তিগত সমস্যার কথা স্বীকার করলেও মেট্রো কর্তৃপক্ষ সংযত বার্তায় জানায়, স্বল্পস্থায়ী কারিগরি ত্রুটির পর সকাল ৮টা ৩৯ মিনিট থেকেই পরিষেবা স্বাভাবিক করা হয়েছে। এর মধ্যে সকাল ৭টা ৩৮ মিনিট থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার ও দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে আংশিক পরিষেবা চালু ছিল। অর্থাৎ, দ্রুত পদক্ষেপেই পরিস্থিতি স্বাভাবিকের পথে ফিরিয়ে আনা হয়েছে; এমনটাই পরিষ্কার করেছেন আধিকারিকরা।

দিনের শুরুতে হোঁচট খেলেও পরে ঘুরে দাঁড়িয়েছে পরিষেবা। তবু সকালবেলার অস্বস্তির পর একটাই প্রত্যাশা নিত্যযাত্রীদের; এই ধরনের আকস্মিক বিপর্যয় যেন আর না ফিরে আসে।

মূর্তি শুকনোর পালা...কুমোরটুলিতে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার প্রতিবাদে তিলোত্তমায় বিক্ষোভ মিছিল করল এসএফআই-ডিওয়াইএফআই।

বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের, ধুন্ধুমার পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বছর ঘুরতেই ফের রাজপথে চাকরিপ্রার্থীরা। অভিজ্ঞদের কোনও ভাবেই ১০ নম্বর দেওয়া যাবে না, এই দাবিতে সোমবার বিকাশভবন অভিযানের ডাক দেয় এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা। কিন্তু সেই মিছিল শুরু হওয়ার আগেই ধরপাকড় শুরু করে পুলিশ। যা নিয়ে সল্টলেক করুণাময়ীর সামনে একেবারে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা। এরপরেই জোর করে তাঁদের প্রিজনভ্যানে তোলা হয়। চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ছিল। এরপরেও পুলিশের তরফে আটকানো হচ্ছে তাঁদের। যদিও পুলিশের দাবি, মিছিলের জন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি।

এদিন সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তার মোড়কে মুড়ে ফেলা হয় করুণাময়ী চত্বর। মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। বেলা একটার পর চাকরিপ্রার্থীদের জমায়েত শুরু হতেই একের পর এক আন্দোলনকারীকে আটক করা হয়। যা নিয়ে রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন চাকরিপ্রার্থীরা। চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, আমরা কোনও জঙ্গি আন্দোলন করতে আসিনি। শান্তিপূর্ণভাবে বিকাশভবনে ডেপুটেশন দিতে এসেছিলাম, এরপরেও জোর করে আটকানো হল।

ভাটপাড়ার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে গুলি-কাণ্ডে ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবার বেলায় ভাটপাড়া পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিমবাগান মাঠে আচমকা হানা দিয়ে চার থেকে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ওইদিন রাতে নৈহাটি থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম বিপ্লব সরকার ওরফে বাবাই, ঝন্টু দাস, সুশান্ত পাল ওরফে বাবুসোনা, বিকাশ ঘোষ এবং শমিত বিশ্বাস। ধৃত বিপ্লব, বিকাশ এবং শমিত নৈহাটির দেউল পাড়ার বাসিন্দা।

ঝন্টুর বাড়ি নৈহাটির ১ নম্বর বিজয়নগরে এবং ৪ নম্বর বিজয় নগরের বাসিন্দা সুশান্ত ওরফে বাবুসোনা। অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। নিজেদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করবে ধৃতরা কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পেল এবং কি কারণে ওঁরা গুলি চালাল। প্রসঙ্গত, রবিবার বেলায় দুটি বাইকে চেপে দুষ্কৃতীরা নিমবাগান মাঠে এসে চার-পাঁচ রাউন্ড গুলি চালিয়ে চম্পট দেয়। বাসিন্দারা ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। প্রকাশ্য দিবালোকে গুলির ঘটনায় আতঙ্কিত নিমবাগান এলাকার বাসিন্দারা।

সম্পাদকীয়

ভেনেজুয়েলা সঙ্কটে খনিজ তেলের বাজারে আশঙ্কা, কিছুটা স্বস্তিতে ভারত

ফের বিশ্ব রাজনীতির আকাশে কালো মেঘ। ফের একরাশ অনিশ্চয়তা। অস্থিরতা। রাজনীতির আঙিনা থেকে অর্থনীতির আঙিনা, চিন্তুতি সবমহল। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম খনিজ তেল উৎপাদনকারী দেশ ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা। হামলা বললে অবশ্য এটাকে কম বলা হয়, মার্কিন সেনা যেভাবে সে দেশে ঢুকে অপারেশন চালিয়ে ক্ষ্মঅবাধ্যক্ষ্ম প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে সস্ত্রীক বন্দি বানিয়েছে, কোনও নিন্দাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। একটা দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর এমন আঘাত মানা সম্ভব নয়। তাই প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে গোটা বিশ্ব জনমত। আওয়াজ উঠেছে ভেনেজুয়েলার মাটি থেকেও। দেশের মধ্যেও কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছেন খোদ ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি থেকে প্রাক্তন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ।কমলা হ্যারিস কড়া সমালোচনা করেছেন ট্রাম্পের। কিন্তু সে সবে কান দিতে নারাজ ট্রাম্প সাহেব। এই আবহে রাজনীতির পাশাপাশি আশঙ্কা তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক খনিজ তেলের বাজারে। সবারই আশঙ্কা ফের কি দাম বাড়বে ।তেলের? মার্কিন ‘দাদাগিরি’র বিরাট প্রভাব পড়তে চলেছে বিশ্বজুড়ে খনিজ তেলের সাপ্লাই চেনে। এখন প্রশ্ন, ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হানার আঁচ কতটা পড়বে ভারতের বাজারে? আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বলছে, বিপুল তেলের ভাণ্ডার হলেও ভেনেজুয়েলার তেল উৎপাদন প্রক্রিয়া আধুনিক নয়, তার উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার জেরে সীমিত কিছু দেশেই তেল রফতানি করতে পারত তারা। গোটা বিশ্বের তেল সরবরাহের মাত্র এক শতাংশ ভেনেজুয়েলা রফতানি করে। উৎপাদিত তেলের ৭৬ শতাংশই পাঠানো হয় চিনে। আমেরিকা এই দেশের দখল নেওয়ার পর চিনের এই আমদানি বাধা পাবে। তবে ভারতের ক্ষেত্রে এর বিশেষ কোনও প্রভাব পড়বে না বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিসিয়েটিভ-এর রিপোর্ট বলছে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার জেরে কমতে কমতে ২০১৯ সালের পর ভেনেজুয়েলা থেকে ভারতের তেল আমদানি শূন্যে গিয়ে ঠেকেছে। দূরত্বের কারণে আমদানি, রফতানির পরিমান খুবই কম। তাই আপাতত এই সঙ্কটে ভারতে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

শব্দছক ৩৫

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. দুঃখ-কষ্টে দুশ্চিন্তা ৪. গোপন দূত ৬. ব্যক্ত করা ৭. সমুদ্র ৯. নিয়জিত ১০. শান্ত নদীতে হঠাৎ হঠাৎ বান আসা ১১. পদ্মফুল ১২. যার আকৃতি গোল ১৪. সম্পর্ক ১৫. কলুষ ১৬. গরমমশলার এক পদ ১৭. ছোরা ১৮. পুরুষ বন্ধু ১৯. নাস্তানাবুদ

ওপর-নিচ: ১. ফুরসত ২. গোলাকার ভোজনপাত্র ৩. সপ্ততালের সর্বনিম্নস্থানীয় ৫. দ্রুত চলার জন্য পায়ে লাঠি বাঁধা ৮. গোপনীয় আলাপ ৯. পরিবর্তন ১২. গোপনারী ১৩. রাক্ষসবংশ ১৪. সুন্দর গন্ধ ১৭. দৃষ্টি দেওয়া

সমাধান ৩৪ — পাশাপাশি: ১. ভোজবাজি ৩. ভঙ্গুর ৫. শক্ত ৬. মনোমত ৯. ধন্দ ১০. যবন ১১. কৃষক ১৩. ধোপা ১৪. বিচরণ ১৮. কালা ১৯. জরুরী ২০. বিমল

ওপর-নিচ : ১. ভোর ২. বানানো ৩. ভক্ত ৪. রঙ্গ ৫. শত ৬. মন্দ ৭. মহিষ ৮. অবতার ৯. ধরা ১১. কৃপাকারী ১২. কবি ১৫. চরম ১৬. ননী ১৭. বাজ

আজকের দিন

■ **১৯২৯ —** মাদার তেরেসা ভারতে আসেন ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারক দরিদ্রদের সাথে তার কাজ শুরু করার জন্য কলকাতায় (বর্তমানে কলকাতা) আসেন, যা অবশেষে তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার এনে দেয়।

■ **১৮৩৮ —** প্রথম পাবলিক টেলিগ্রাফ বিক্ষোভ - স্যামুয়েল মোর্স এবং আলফ্রেড ভেইল প্রথম তাদের বিপ্লবী টেলিগ্রাফ মেশিন প্রদর্শন করেন, যা যোগাযোগকে চিরতরে বদলে দেয়।

জন্মদিন

১৯৫৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কপিল দেবের জন্মদিন।*

১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী বিন্দিয়া গোস্বামীর জন্মদিন।*

১৯৬৬ *বিশিষ্ট সুরকার ও শিল্পী এ আর রহমানের জন্মদিন।*

কপিল দেব

আগেই বাংলাদেশের অস্তিত্বে মৌলবাদীদের উগ্র ধর্মীয় বিদ্বেষের কথা তুলে ধরেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস!

স্বপনকুমার মণ্ডল

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের ভয়াবহ ধর্মীয় বিদ্বেষ যেভাবে সে দেশের সংখ্যালঘুদের জীবনকে অস্তিত্ব সংকটের ফেরে ফেলে দিয়েছে,তা ক্রমশ তাঁদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে পরিণত করেছে । সেখানে মৌলবাদীদের আগ্রাসী চাহিদায় সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতা যেভাবে সংখ্যালঘুদের লক্ষ্যভেদী শিকার করে তুলেছে, তা শুধু বাঙালির সত্তা বা ধর্মীয় অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে না, মানবিক মূল্যবোধকেও অমান্য করে । সেখানে বিধর্মীদের শত্রুজ্ঞানে যেভাবে ‘মারি অরি পারি যে কৌশলে’র চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তা শুধু ধর্মীয় বিদ্বেষেই থেমে থাকেনি, রীতিমতো মানবতাবিরোধী পাশবিকতাকে জাগিয়ে তোলে। মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে সে দেশের সরকারের সংযোগ আরও ভয়ঙ্কর পরিণতিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চলেছে । অথচ সাতচল্লিশে দেশভাগের সময় থেকেই সেই ধর্মীয় বিদ্বেষ জেগেছিল অবিরত । আখ তারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) তাঁর ‘চিলেকোঠার সেপাই’(১৯৮৬) উপন্যাসে সেকথা অনেক আগেই নিবিড় করে তুলে ধরেছেন ।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচিত । সেখানে সীমিত কাল পরিসরের মধ্যেও তার অতীত ইতিহাস নানাভাবেই উঠে এসেছে । অস্তিত্বের সোপানে তার ভিত্তিভূমির ক্রমবিবর্তন অত্যন্ত জরুরি । প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বৈষম্যবোধের মধ্যেই প্রতিবাদ, বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং তাই সময়ান্তরে মহীরূহ হয়ে ওঠে । শুধু তাই নয়, মুক্তিকামী মানুষের লড়াই ব্যর্থ হলেও নিঃস্ব হয়ে পড়ে না, কালান্তরে পদ্মবীজের মতো প্রাসঙ্গিকেতায় নানাভাবে ফিরে ফিরে আসে । সাতচল্লিশের দেশভাগের শিকার হয়ে শেখ মোহম্মদ ওসমান গণি পূর্ব পাকিস্তানকেই আপন করে নেয় । ছোটবেলায় তার ডাকনাম ছিল রঞ্জু । তার বাবা পাকিস্তানে বাস করবে বলে সেদেশে গেলেও বছরছয়েক চাকরি করার পর ছুটি নিয়ে ইন্ডিয়ায় ফিরে আসেন, আর যাননি। অন্যদিকে ওসমান ইণ্ডিয়ায় আট-দশ মাস থেকে আবার পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যায় এবং সেখানেই বাবার মামাতো ভাই তথা চাচার পরিবারে খুব কষ্টের মধ্যে পড়াশোনা করে, নিজেকে গড়ে তোলে । ইপিআইটিসি-তে তার চাকরি হয় । চারবছর বয়সে সে ঢাকায় এসেছিল, গণআন্দোলন চলার সময় তার বয়স ২৫/২৬ বছর। ইণ্ডিয়ায় ফেরার কয়েকবছর পরেই তার মায়ের মৃত্যু হয়, তাও এগারো বছর হয়ে গেছে। তার মাধ্যমেই ঔপন্যাসিক পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসকে ফিরে দেখেছেন । শুধু তাই নয়, তার ছিন্নমূল অসহায়তাবোধের মধ্যে সে দেশের করুণ পরিণতিও জেগে উঠেছে । সেখানে ওসমানকে যেভাবে উপন্যাসে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তাতে লেখকের স্বকীয় ভাবনার প্রতিফলনে অভিনব শিল্পরূপের পরিচয় বর্তমান । সে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নয় । আবার গণআন্দোলনেও তার কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা উপন্যাসে নেই । অথচ তার সদিচ্ছা সংযোগের সক্রিয়তায় ও সামিল হওয়ার উত্তরণের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছেন । সেখানে ওসমানের ভাবতন্ময়তায়, কল্পনাবিভোরতায় ও অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় অলৌকিক লোকে বিচরণের পরিচয়েও সেদেশের পরিচয় নিবিড় হয়ে আসে।

আসলে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রখর সমাজমনস্ক কথাসাহিত্যিক । মাটিসংলগ্ন থেকে তাঁর সাহিত্যচর্চা এগিয়ে ছিল । সেদিক থেকে তিনি শুধু মানুষকে পড়ায় সুশিক্ষিত ছিলেন না, মানুষকে পড়ানোর জন্য উচ্চস্তরের শিক্ষকেও পরিণত হয়েছিলেন । তাঁর কথাসাহিত্যে সেই পরিচয় আভিজাত্য লাভ করে । চিত্রশিল্পীর সূক্ষ্ম আঁচড়ের মতো খ ুঁটিনাটি বর্ণনার মধ্যেও তাঁর আকাঁড়া ছবি যেন সজীব হয়ে ওঠে । শুধু আই নয়, সেখানে প্রকৃতির রূপসুধা প্রকাশের রোমান্টিক ভাবাবেগ তাতে নেই, প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনেই লেখনী তুলি হয়ে ওঠে । সমূলে উৎপাটনের মতো চরিত্রের সার্বিক পরিচয়কে তূলে ধরায় আখতারুজ্জামানের নিরপেক্ষ দূরত্ব বিস্ময়কর । সেখানে মহীয়ান বা গরীয়ান দেখানোর কোনো প্রয়াস নেই, ভালো-মন্দ দেখিয়ে চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলার প্রবণতাও নেই, আছে স্বভাবের আকাঁড়া পরিচয়, বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি নির্মোহ দৃষ্টি । তাতে কোনোকিছু এড়িয়ে চলা নয়,বরং তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাধারণের দৃষ্টিগোচরের প্রয়াস লক্ষণীয় । সেক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের ভাষায় সব্যঙ্গ রসবোধেও বিষয়টি আরও সুবোধ্য হয়ে ওঠে । অন্যদিকে ভাব প্রকাশে ভাষার আকাঁড়া মূর্তি অত্যন্ত সহজেই চরিত্রকে স্বমূর্তিতে প্রকট করে তোলে। বাংলা উপন্যাসের ধারায় আখতারুজ্জামান যেভাবে ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এ মুখের ভাষাকে চরিত্রের মুখে তূলে ধরেছেন, তা অভিনব দৃষ্টান্ত প্রতিস্থাপন করেছেন। শুচিবায়ুগ্রস্ত বাঙালিমানসে ভাষার কৃত্রিম আভিজাত্যকে অস্বীকার করে নিম্নবর্গের ও অপরিশীলিত মানুষের মুখের রগরগে যৌনতাজড়িত কথ্যভাষাকে অনায়াসেই ঔপন্যাসিক আভিজাত্য প্রদান করেছেন । শুধু তাই নয়, আকারে ইঙ্গিতে যে কথা সাহিত্যে উহ্য থাকে, তাকেও সপাটে প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক। কোনো রকম ছুৎমার্গ সেখানে নেই । ওসমান গণির যৌনতাবোধে তার কুণ্ঠাহীন প্রকাশেও ঔপন্যাসিকের সৎসাহস লক্ষণীয়। চিলেকোঠার নীচের তলার ভাড়াটে মকবুল হোসেনের ছোটমেয়ে রানুকে টিউশন পড়ানোর সু্যোগে তার প্রতি ওসমানের যৌনকামনায় চিন্তাভাবনাতেও তার আকাঁড়া পরিচয় উঠে আসে ‘এই সব নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে কেবল আপন ভাই বাদ দিয়ে যাবতীয় তরুণের সঙ্গে একজন তরুণীর যৌন-সঙ্গম ছাড়া আর কোনো সম্পর্কের কথা চিন্তা করতে পারে না। যৌন-সঙ্গমকে নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুমোদন দেওয়ার জন্য বিবাহ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাকবিবাহ মহড়া চলে । বিয়ে করলেই যেমন ছেলেমেয়ে পয়দা করাটা অপরিহার্য, তেমনি প্রেম মানেই বিবাহ।‘ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওসমানও আসঙ্গলিপ্সায় রানুকে পেতে চেয়েছিল, তার পরিচয় উপন্যাসে একাধিক পরিচ্ছেদে প্রকটভাবে উঠে এসেছে । অন্যদিকে তার অস্তিত্বের সোপানেই দেশের দুরবস্থার ছবি প্রকট হয়ে উঠেছে ।

দেশভাগে মানুষ ভাগের দুঃস্বপ্ন দিয়েই ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। সূচনা বাক্যেই শীতের ভোরে দেখা স্বপ্নে ওসমানের বাবার প্রয়াণের পর তার শোকার্ত মায়ের তীব্র আক্ষেপের ছবি ভেসে ওঠে । সেখানে ইণ্ডিয়ায় ফিরে যাওয়ায় মৃত্যুর পূর্বে আর ওসমানের মুখ দেখ তে না পারার মধ্যে বিচ্ছেদ-বিরহ নিবিড় হয়ে ওঠে । এজন্য অবশ্য তার বাবার মোড়লগিরিকে দায়ী করেছে ওসমান। অথচ তার বাবা ইব্রাহিম শেখ পূর্ব পাকিস্তানে থাকতেই চেয়েছিলেন । ওসমানের স্মৃতিতে তা অম্লান হয়েও রয়েছে । তার কথায়, ‘দেশভাগের পরেও ২ বছর ১৪ আগস্ট এলে পাকিস্তানের নিশান ওড়াবার জন্য ইব্রাহিম শেখের হাত নিসপিস করতো।‘ অথচ অচিরেই সেই উৎসাহ চলে যায় । ওসমানের স্মৃতিতে রয়েছে ‘ গ্রামের খন্দকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়ে ইব্রাহিম শেখ সপরিবারের গেলো ঢাকায়, এসে বছর তিনেক যেতে না যেতেই পাকিস্তান বা পাকিস্তানের পতাকা কোনো ব্যাপারেই তার একটুও আগ্রহ রইলো না, ফের গ্রামেই ফিরে গেলো। শুরু হলো উঠতে বসতে নাজিমুদ্দিন-নূরুল আমিন মোনাফেক আর বেঈমান বলে গালি দেওয়া ।‘ ধর্মের ভিত্তিতে প্রাপ্ত স্বাধীন দেশের স্বপ্ন যে স্বল্পকালেই ভেঙে যেতে শুরু করেছিল, তা ওসমানের জীবনস্মৃতিতেই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে । অন্যদিকে সেদেশের মতো তার জীবনও ছিল অস্থিতিশীল । অন্য জায়গায় ভাড়া থাকার পর আড়াই বছর ধরে পাকা রাস্তার ধারে রহমতউল্লার বাড়ির চিলেকোঠায় ওসমানের বাস। এই বাড়িটির সঙ্গে দেশভাগের স্মৃতি জড়িয়ে আছে । ‘বিশাল ও বেঢপ দালান’ তথা ‘না-দুর্গ না-বাড়ি’টি ১৯৫০-এ সাহা বা বসাক অথবা পোদ্দার মশাইরা রহমতউল্লার কাছে বিক্রি করে ইন্ডিয়া চলে যান । সেই বাড়ি থেকেই পূর্ব পাকিস্তনের দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত পরিস্থিতি আঁচ করা যায়। শুধু তাই নয়, বাড়ির ঘটনাবর্তের মধ্যেই দেশের দুরবস্থার গতিপ্রকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের শিকারে সেদেশের হিন্দুদের ছিন্নমূল হয়ে দেশত্যাগের কথাই শুধু নয়, মধ্যবিত্ত মুসলমানদের ফুলেফেঁপে ওঠার বিষয়েও ঔপন্যাসিকের সচেতন দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি । বরং তার গভীর সত্যকে তূলে ধরতেই তাঁর অকপট প্রকাশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

মুসলিমদের জন্যই পাকিস্তানের জন্মে বিশ্বাসী ও পাকিস্তান সরকারবিরোধী আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদী আয়ুব খানপন্থী ‘মহল্লার একজন শ্রেষ্ঠ মৌলিক গণতন্ত্রী’ রহমতউল্লার উচ্চমধ্যবিত্ত হয়ে ওঠার মধ্যেও তার পরিচয় বর্তমান । সে সর্বদা ধর্মকে ব্যবহার করে, প্রয়োজনে শাসকের বেশও ধরে । সাদা কিস্তি টুপি সবসময় পরলেও ‘কেবল নিজের দাপট দ্যাখাবার দরকার হলে টুপিটাকে সে ব্যবহার করে মুকুটের মতো।‘ ভণ্ডামিয় মুখোশ খুলে দিতে রহমতউল্লাকে নিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যে সচেতন ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছেন, তা তিনি সাক্ষাৎকারেও জানিয়েছেন । অন্যদিকে রহমতউল্লার ভাগ্নে থেকে জামাই হয়ে ওঠা আলাউদ্দীনও তার দোসর, আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদী সক্রিয় দাপুটে নেতা । রহমতউল্লার বাড়িটির তিন তালা পর্যন্ত অসংখ্য নিম্নমধ্যবিত্ত ভাড়াটিয়ার বাস। তার তিনতলার একটিতে পুলিশের গুলিতে নিহত আবুতালেবের বাবা মকবুল হোসেন সপরিবারে থাকে। চিলেকোঠায় একটিমাত্র ঘরে থাকে ওসমান। তার বিচ্ছিন্ন ঘরের মতোই তার নিঃসঙ্গ জীবন । ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় ‘ছাদের ওপর একটিমাত্র ঘর, রান্নাঘর নাই, বাথরুম নাই, পায়খানা কি গোসল করতে হলে দাঁড়াতে হয় একতলার কিউতে। তবে ওসমানের ঘরে আলো বাতাস খুব ।‘ সেক্ষেত্রে ওসমানের ছিন্নমূল জীবন অস্থিতিশীল দেশের অবস্থার সঙ্গে তার চিলেকোঠায় বাস একাত্ম মনে হয়। শুধু তাই নয়, তার সন্ত্রস্ত সংবেদনশীল মনের পরিচয়েও ঔপন্যাসিকের লেখনী স্টেথিসকোপ হয়ে ওঠে । দুশ্চিন্তার চাপে পেটের গোলমাল তার লেগেই থাকে । নোভালজিন আর এ্যান্টাসিড তাকে প্রায়ই খেতে হয় । শুধু তাই নয়, তার স্পর্শকাতর সংবেদনশীল অন্তর্মুখিতা তাকে নির্মম ও নিষ্ঠুর বাস্তবের বিমুখতায় কল্পনাশ্রয়ী করে তুলেছে। মানসিক চাপ কাটিয়ে ওঠার জন্য তার সযত্ন প্রয়াস যেমন সক্রিয় হয়, তেমনই তার স্বরচিত কল্পনারাজ্যেই সে নিজেকে খুঁজেফিরে । শেষে তার প্যারানয়েড শিজোফ্রেনিয়া নামক মানসিক রোগের শিকার হতে হয়েছে। বাস্তবের অসহনীয় অপ্রতিরোধ্য ঘটনাক্রম থেকে অসহিষ্ণু মনের অলৌকিক জগতে স্বস্তি খোজার বাতিকে ভর করা তার পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । তার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-প্রতিশোধ সবই স্বরচিত কল্পনারাজ্যে তীব্র আকার ধারণ করে ।

সেখানে ওসমানের মতো চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তজীবনের সুবিধাবাদী দূরত্বে ত্রিশঙ্কু প্রকৃতি সহজেই সবুজ হয়ে ওঠে । তার চিলেকোঠায় এসে আনোয়ার, শওকত, আলতাফ প্রমুখ উচ্চমধ্যবিত্ত,মধ্যবিত্ত বন্ধুরা অয়াইন-সিগেরেট সহযোগে আড্ডা দেয়, রাতকাটায় । অথচ তার জীবন বিচ্ছিন্নতাবোধে ছিন্নমূল স্বতন্ত্র মনে হয় । অন্যদিকে তার মধ্যে দেশকে আপন করে নেওয়ায় কোনো সংকট নেই । চিলেকোঠার মতোই ওসমানের সাধারণের সংযোগহীন নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব । সেখানে আকাশের হাতছানি আছে, মাটির সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার স্বতন্ত্র আবিজাত্যের প্রয়াসও জারি থাকে । আবার সেই দূরত্বে আভিজাত্য বজায় রেখেও রহমতউল্লা ও আলাউদ্দীনদের ধনসম্পত্তি এবং ক্ষমতার বিস্তার ও রক্ষা করার প্রয়াস চলে । গ্রামের খয়বার গাজী, আফসার গাজী ও হোসেন আলী প্রভৃতির মাধ্যমে মধ্যবিত্ত মুসলিমদের সুবিধাবাদী রাজনীতি ও ক্ষমতায়নের পরিচয়কে নিবিড় করে তোলা হয়েছে । সেখানে দেশের শাসকের পরিবর্তন হলেও শাসনের মাধ্যমে শোষণ অব্যাহত থাকে । দেশের উন্নয়নের ধারা মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায় সমাজের নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের দুরবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে না । বরং শোষণের মাত্রাধিক্যে সীমাহীন দুর্গতি নেমে আসে । রহমতউল্লার ‘গওসল আজম সু ফ্যাক্টরি’, রিক্সা ভাড়া খ াটানো থেকে তার বাড়ি ভাড়া দেওয়া নিজের বাড়ি ছেড়ে বস্তিতেও সম্প্রসারিত হয়েছে । তার মহাজনী কারবারের সঙ্গেই শুধু নয়, বস্তির অনেকেই তার শাগরেদ হিসাবে কাজ করে । সেক্ষেত্রে সরকারি বদান্যতায় তার সাম্রাজ্য বেড়ে চলায় কোনোরকম সরকারবিরোধী অস্থিরতা মেনে নেওয়া তার কাছে আত্মঘাতী মনে হয় । একইভাবে খয়বার গাজীর পক্ষেও তা একই প্রকৃতির আঘাতস্বরূপ । অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী শিক্ষিত মধ্যবিত্তসমাজই আবার গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে সামিল হয়েছে । সেই অভ্যুত্থানে দেশের নানাভাবে শোষিত-শাসিত আমজনতা সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছে । সরকারবিরোধী এই অস্থিরতা সেক্ষেত্রে শুধু পাকিস্তান সরকারকেই নয়, তার সুবিধাভোগী উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদেরও বিপাকে ফেলেছে । কারণ সরকারবিরোধী অবস্থানে শুধু দেশের সরকার নয়, স্থানীয় সরকারের সুবিধাভোগী প্রতিভূ বা ক্ষমতাশালী জোতদার বা মহাজনদের শোষণ-শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার একাগ্র স্বপ্নও তাতে যুক্ত । বস্তির চালচুলোহীন হতদরিদ্র সাইকেলরিকশার মিস্ত্রী হাড্ডি খিজির সরকারবিরোধী আন্দোলনে নিহত হলেও রহমতউল্লার শোষণ-শাসনই তাকে আন্দোলনে প্রাণিত করেছিল । চেংটু, করমালিদের সামনে জোতদার খয়বার গাজী ভয়ানক মূর্তিমান সরকার হয়ে উঠেছিল ।

অন্যদিকে সরকার পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার মানসেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সরকারবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্বেও সক্রিয়তা বর্তমান । সেখানে আওয়াম লীগপন্থী আলাউদ্দিন মিয়া থেকে আফসার গাজীর অতিসক্রিয়তাও লক্ষণীয় । শুধু তাই নয়, অবস্থা বুঝে দলবদলের হিড়িকও সেখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে । আয়ুব খানের দল ছেড়ে আওয়াম লীগ দলে যোগ দিয়েছে নবাববাড়ির লতিফ সর্দার, পোস্তগোলার পীয়ারা সর্দার ও পুলের ওপারের হাবিব ফকিরও। সেক্ষেত্রে দেশের উন্নয়নে মধ্যবিত্তের সর্বগ্রাসী প্রভাব সম্পর্কে আখ তারুজ্জামান ইলিয়াসের সমাজমনস্কতা কত গভীর ও সুদূরপ্রসারী ছিল, তা তার স্বকীয় স্বদেশভাবনাতেই প্রতীয়মান । সেখানে গোঁড়া মুসলিমদের মনে হিন্দুরা আল্লাহরের অভিশাপপ্রাপ্ত বা ‘মালাউন’-এর কথা যেমন কথায় কথায় উঠে আসে, তেমনই নিম্নবর্গের মুসলমানদের অসীম দুর্গতির কথাও প্রকট হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে দেশভাগে মুসলিম সমাজের যে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যের চেয়ে যে বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে উঠেছে, সে সম্পর্কে আখতারুজ্জামানের স্বচ্ছ ধারণায় কোনোরকম গোঁড়ামি ছিল না । চট্টগ্রামের ‘লিরিক’ পত্রিকায় (১ বৈশাখ ১৩৯৯) প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে তিনি সেকথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন । সেখানে মুসলিমদের উন্নয়নের লক্ষ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের কথাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই তাঁর বেড়ে ওঠা। সেখানে পারিবারিক সূত্রেই আখতারুজ্জামানের স্বচ্ছ ধারণা বিস্তার লাভ করে। তাঁর কথায় ‘চল্লিশের দশকে প্রথমে বগুড়া জেলায় মুসলিম লীগকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সংগঠনে রূপ দিতে তাঁর ভূমিকাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ......আমার বাবা ছিলেন সংস্পূর্ণ লিবারেল ডেমোক্র্যাট। তবে তাঁর সমসাময়িক শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের মতো তিনিও চাইতেন যে, মুসলমান ছেলেমেয়েরা হিন্দু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলুক, তাদের সমান সমান মর্যাদা নিয়ে জীবনযাপন করুক । কিন্তু একটা কথা, এই মুসলমান ছেলেমেয়েরা বিলং টু আ পার্টিকুলার ক্লাস---মুসলমান মধ্যবিত্তের---হ্যাঁ, শুধু মধ্যবিত্তের বিকাশই ছিল তাদের বাসনা। এই বাসনা পূরণ করতে গিয়ে তারা যে আন্দোলন করলেন তাকে কিছুতেই অ্যাপ্রুভ করা যায় না । ১৯৪৭ সালের দেশভাগ যে কত মর্মান্তিক, কত শোচনীয় হয়েছে, কত অর্থহীন হয়েছে তা দিনে দিনে হাড়ে হাড়ে বোঝা যাছে ।‘

সাতচল্লিশের দেশভাগের মাধ্যমে স্বতন্ত্র দেশ পেয়েও বাঙালি মুসলিম সমাজের সার্বিক উন্নয়ন হয়নি, উল্টে যা কিছু হয়েছে, তা মধ্যবিত্তের মধ্যেই আবর্তিত ও বিস্তার লাভ করেছে । সেদিক থেকে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের বীজ যে দেশভাগের মধ্যেই ছিল, তা আখতারুজ্জামানের অন্তর্দৃষ্টিতেই প্রতীয়মান । উপন্যাসের সূচনাবাক্যেই সেই দেশভাগের অমলিন স্মৃতি ওসমানের দুঃস্বপ্নের মধ্যে ভেসে ওঠে । শুধু তাই নয়, সময়ের প্রেক্ষিত বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য সূচনাবিন্দু থেকে তার যাত্রা শুরু করা জরুরি ছিল । বাঙালির মুসলমানদের স্বপ্নভঙ্গের সূচনা দেশভাগের সূচনা থেকেই । ইণ্ডিয়ার গ্রাম থেকে ওসমানের বাবা ইব্রাহিম শেখ এসেছিল। তার মোহভঙ্গ হতেও সময় লাগেনি । তার স্মৃতিতেও ‘মালাউন’দের প্রতি বিদ্বেষের কথা ওসমানের মাধ্যমে জানিয়েছেন ঔপন্যাসিক । পাকিস্তানের পতাকা তোলার জন্য গ্রামের ছেলেদের উৎসাহ ঝরে পড়েছে, ‘ইব্রাহিম ভাই, ঝাণ্ডা ওড়ান দিনি, বেগুনবাড়ির মালাউনরা কিছু করতি আসে তো বাছাধনের রেললাইন পার হয়ে আর বাড়ি ফিরি যেতে হবে না ।‘ প্রথম থেকেই বাঙালি মুসলিমদের উন্নয়নে বাঙালি হিন্দুদের প্রতি যে বিদ্বেষী মানসিকতা ছিল এবং তা ক্রমে হিন্দুদের শত্রুতে পরিণত করে ঘৃণা ছড়িয়ে দেশভাগের মাধ্যমে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করার প্রবণতা উপন্যাসের মধ্যেই প্রতীয়মান । সেখানে ওসমানের ছাত্রজীবনের স্মৃতিতে খুঁজেফেরার মধ্যেই ঔপন্যাসিক প্রসঙ্গক্রমে সেসব নিবিড়ভাবে তূলে ধরেছেন । একদিকে দেশজুড়ে ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে, অন্যদিকে সেই আন্দোলনে সামিল হয়েও ওসমান তা থেকে বেরিয়ে পালোয়ানের দোকানে শওকতের সঙ্গে চিকেন পোলাও ও মুরগির রান খেতে বসে সামনের আয়নায় নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে ছোটবেলার রঞ্জুর ছাত্রজীবনের স্বপ্নরঙিন দিনগুলিতে ফিরে যায়। সেখানে ক্লাসের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সখ্যতা থেকে নিবিড় বন্ধুত্ব, স্কুলের ছাত্রশিক্ষকের অসম্প্রদায়িক আত্মীয়তাবোধ ও ছুটির পরে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া এবং একবার এই সাইনু পালোয়ানের দোকানে খাওয়ার স্মৃতি মনে পড়ে যায় ।

সেই সোনালি স্মৃতিতে অজান্তেই সাম্প্রদায়িক কাঁটা উঁচিয়ে ওঠে । ক্যাপ্টেনের সঙ্গে রঞ্জুর আরেক বন্ধু শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে চলার কথা বলতেই ক্যাপ্টেন বলে ফেলে, ‘ল, মালাউনটারে লগে লই ।‘ এতে ক্যাপ্টেনের দ্বিধাবোধ নেই, বরং তা ক্লাসমেটের প্রতি দুর্বলতা আড়াল করার ঢাল হয়ে ওঠে । সেখানেই শেষ নয়, ভোরবেলায় শঙ্করের দিদি আরতির স্যারদের পূজার জন্য ফুল তোলার রঙিন স্মৃতিতেও সেই সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত কাঁটায় বিদ্ধ হওয়া ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। রঞ্জু নামের আড়ালে ওসমান গণির পরিচয় শুনে শঙ্করের বাবা শঙ্করকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে । ঔপন্যাসিকের ভাষায় ‘তার ব্যস্ততা বাড়াবাড়ি ঠেকে। চারিদিকের কেমন ফাঁকা ফাঁকা । কয়েক মাস আগে রায়ট হয়ে গেছে, কোনো কোনো বাড়িতে লোকজন নাই, অনেকে হয়তো কোনোদিন ফিরবেও না। কয়েকটি বাড়িতে মেয়েরা নাই, তাদের ইণ্ডিয়া পাঠিয়ে পুরুষগুলো সিচুয়েশন দেখছে । শঙ্করের বাবার উদ্বেগ ও ধমক এইবাড়িতে একটু কাঁপন তোলে, সেই কাঁপুনি বশ করার জন্যেই যেন আরতি জিগ্যেস করে, কি নাম যেন বললে ?’ এমনই আতঙ্কের কথা অত্যন্ত সাবলীল ভাবে উপন্যাসে তূলে ধরা হয়েছে । সেখ ানে ঈশ্বরের কৃপায় প্রাণ বাঁচে, জাত রাখার দায় প্রত্যেকের নিজের উপরে। শঙ্করের বাবার কথায়, ‘ভগবানে প্রাণটা রক্ষা করলো, জাত বাঁচাবার দায়িত্ব সৃষ্টির ।‘ অন্যদিকে প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রেও নির্মম বাস্তবতাকে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন । তাঁর ভাষায় হরেন ডাক্তারকে কে বোঝাবে যে আরতির বড়োবোন সবিতার দিকে তাহের গুণ্ডার একটা চোখ বিশেষভাবে সাঁটা ছিলো বলে ওরা প্রাণে বেঁচে গেছে।‘ আবার খাওয়ার পরে ওসমান শওকতকে ছেড়ে সেই ক্যাপ্টেন কবীরের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরিয়ে পড়ে।

মিছিল থেকে বেরিয়ে শাঁখারি পট্টি, তাঁতীবাজার হয়ে ওসমান বহুদিন পর তার বাল্যজীবনে ফিরে দেখতে চায় । কবীরের সন্ধান করতে গিয়েই চৌষট্টির রায়টে তার নিহত হওয়ার কথা জানতে পারে, তার উপরে পরিবারের ভয়ানক বিপর্যয়ের কথা শোনে সে। কবীরের মা ও ভাই সগীরের কথায় ওসমান জানতে পারে কবীরের বাবা সাত বছর ধরে প্যারালাইসিসে ঘরে পড়ে রয়েছে, একবছর ধরে পুলিশি অত্যাচার চলে, লোকে এসে কবীরের কাছে টাকা পায় বলে লোকের উৎপাতের আতঙ্ক ভোগ করে চলেছে গোটা পরিবার। সেক্ষেত্রে শুধু বাঙালি হিন্দুদের নয়, মুসলিমদের জীবনের চরম লাঞ্ছনার ছবিও ওসমানের অভিজ্ঞতায় পাঠক জেনে যায় । শুধু তাই নয়, শহরের বস্তি থেকে গ্রামের নিম্নবর্গের মুসলমান সমাজের সীমাহীন দারিদ্র ও দুর্দশার বাস্তবতার মধ্যেই উন্নয়নের বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে । সেখ ানে শুধুমাত্র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির জন্যই পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে গণআন্দোলন শুরু হয়নি, তার সঙ্গে স্থানীয় শাসক-শোষক বিরোধী আমজনতার দীর্ঘদিনের ক্ষোভবিক্ষোভ ও প্রতিবাদ এবং প্রতিশোধও সংযুক্ত ছিল, তা উপন্যাসের পরতে পরতে ঘটনাপরম্পরায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তুলে ধরেছেন । সেদিক থেকে সরকারবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে শুধু পাকিস্তান সরকারই নয়, সরকারের সুবিধাভোগী ফুলেফেঁপে ওঠা উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মুসলিমরাও অস্তিত্বসঙ্কটের আতঙ্কে ভুগছিলেন । সেখানে সাম্প্রদায়িকতাকে ঢাল করে অস্তিত্ব রক্ষার পুরনো কৌশলও বেরিয়ে পড়ে । আতঙ্কিত রহমতউল্লা মহল্লায় খিজিরের সরকারবিরোধী পোস্টার মারায় চড় মেরে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে ভয় দেখি য়েও ক্ষান্ত হয়নি, আসল কথায় পৌঁছানোর জন্য বক্তৃতাও শুরু করে ‘মানুষ বোঝে না। এইগুলি ইণ্ডিয়ার মতলব! অয়ারে ডিফিট খাইয়া ইণ্ডিয়া অহন এই ট্যাকটিস ধরছে । ছয় দফার পোস্টার মারস, আরে ছয় দফা হইলে পাকিস্তান থাকবো ? আমরা পাকিস্তানের লাইগা ফাইট করছি, পাকিস্তান হইছে, মুসলমানের ইজ্জত হইছে! আবার দ্যাহো, কত মানুষ চাকরি পাইলো, ব্যবসা বাণিজ্য তেজারতি কইরা কতো মালপানি বানাইলো! পাকিস্তান না আইলে ফকুরনির বাচ্চাগুলি হিন্দুগো গোলামী করতো!’ সেখানে সকলের উন্নতি সমান না হওয়ার কথা বলে তা স্বীকার করেও রহমতউল্লা ধনে বঞ্চিত হয়েও মানে (‘ঈমান’-এ) বড় হওয়ার কথা ব্যাখ্যা করে । সেই মানের তত্ত্বেও রয়েছে বাঙালি হিন্দুদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষভাবনা । শুধু রহমতউল্লার মতো সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তদের মধ্যেই নয়, অসংখ্য গুণী সুশিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যেও ওপার বাংলা থেকে হিন্দু বিতারণে মুসলিমদের সুবিধাবাদী অবস্থানের কথা মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছেন । গোলাম মুরশিদ তাঁর ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’র মধ্যে অকপটে তা স্বীকার করেছেন । সেদিক থেকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এ নিরপেক্ষতার ভাণে নয়, একেবারে সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতায় যেভাবে সত্যকাম মূর্তি ধারণ করেছেন, তা দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে লেখা উপন্যাসের ধারায় বিরল নজির সৃষ্টি করেছে । কোনোরকম নাটকীয়তা নেই, উচ্চস্বরে বা আড়ম্বরের আয়োজনেও নয়, আবার রেখেঢেকেও নয়, একেবারেই খোলামেলা অথচ নীরবে নির্লিপ্ততায় পক্ষপাতহীনভাবে অকপট সাবলীল ভঙ্গিমায় তা পরিবেশিত হয়েছে। এরকম বিশ্বস্ত ধারাবাহিক সমাজচিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিকের সুগভীর সমাজমনস্কতাই যে বাংলা উপন্যাসের সমাজবাস্তবতার পাঠকেই বদলে দিয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না । সেক্ষেত্রে দেশভাগে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চারাটিই যে সময়ান্তরে বিষবৃক্ষে মহীরূহ হয়ে উঠেছে, তা ২০২৪-এর ৫ আগস্টে মৌলবাদীদের সংগঠিত ষড়যন্ত্রে গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের পালাবদলের ঘটনাপ্রবাহেই প্রতীয়মান । সেখানে বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তির সংখ্যালঘুদের প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়, তা সময়েরই পরিণত প্রবাহ । তার ভয়ঙ্কর নগ্ন মূর্তি ক্রমশ আমাদের সামনে বেআব্রু হয়ে চলেছে মাত্র।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

চর্চাবাসর ৪২

খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯০ সালে পারস্যকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল গ্রিকরা। সেই খবর দিতে ম্যারাথন থেকে ২২ কিমি ছুটে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। সেটির স্মরণেই পরে চালু হয় ম্যারাথনের দৌড়। ক্রমেই জনপ্রিয় হয়েছে শীতে এরকম নানা দূরত্বের দৌড়।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

৮ জানুয়ারি মালদায় অভিষেকের সভা

মৌসম নূরকে নিয়ে ভাবতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেও মৌসম নূরকে নিয়ে ভাবতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। বরং ৮ জানুয়ারি মালদা সফরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসতে চলেছেন। তাঁর সফরকে ঘিরেই এখন চরম তৎপরতা রয়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে। সোমবার দুপুরে দলের জেলা সভাপতি থেকে বিধায়ক, সভাধিপতি থেকে ব্লক নেতৃত্ব ইংরেজবাজার শহরের বিনয় সরকার অতিথি আবাসে এক প্রস্তুত বৈঠক করেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরাতন মালদা ব্লকের জলজলা এলাকায় সভা করবেন সাংসদ অভিষেক। সেখানেই বিজেপি শাসিত রাজ্যে অত্যাচারিত কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিকদেরও উপস্থিত রাখা হবে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর সংলগ্ন এসএসকে ময়দানে সভা করবেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে সোমবার ওই সভাস্থল পরিদর্শন করেন পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, মালদার সদর মহকুমা শাসক সুমন মজুমদার-সহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্তারা। এছাড়াও এই দিনের পরিদর্শনে ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতি ঘোষ-সহ দলের বিশিষ্ট জনেরা।

এদিন তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বলেন, 'সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা বলায় কাজ হারানো বা সন্ত্রাসের মুখে পড়া এরকম প্রায় দুই হাজার পরিযায়ী শ্রমিকরা উপস্থিত থাকবেন। এই জেলা থেকে অন্তত দুই থেকে তিন হাজার পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়েছেন। মালদার কর্মসূচিতে তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন অভিষেক।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি আরও বলেন, 'তৃণমূল সবসময়ই পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে থেকেছে। উত্তর দিনাজপুর থেকে দলের কর্মসূচি সেরে ৭ জানুয়ারি মালদায় পৌঁছে যাবেন অভিষেক। ওইদিন জেলায় রাত কাটিয়ে ৮ জানুয়ারি সভা করেই কলকাতায় ফিরবেন তিনি।'

আবাসে বাড়ি তৈরির জন্য বরাদ্দ লক্ষ!

বাঁকুড়া পুরসভার দু'কামরার টয়লেট তৈরিতে বরাদ্দ সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দু'কামরার শৌচালয় তৈরি জন্য বরাদ্দ সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা। কী অবাক হচ্ছেন? শহরাঞ্চলে সরকারি আবাস প্রকল্পে আস্ত বাড়ি তৈরির জন্য বরাদ্দ যেখানে ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার এবং গ্রামে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা সেখানে শৌচালয় তৈরির জন্য সরকারি বরাদ্দের এই অঙ্ক শুনে চমকে ওঠারই কথা। বাঁকুড়া পুরসভার সামনে নির্মীয়মাণ মহার্ঘ্য এই শৌচালয়কে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। কাটমানি ইস্যুতে পুরসভাকে বিঁধে সরগরম সমাজ মাধ্যমও। বাঁকুড়া পুরসভার সামনে পুরানো একটি টয়লেট ভেঙে সেই জায়গায় সম্প্রতি দু'কামরার একটি টয়লেট ব্লক তৈরির কাজ শুরু করে বাঁকুড়া পুরসভা। নিয়ম মেনে ওই নির্মাণকাজের তথ্য সম্বলিত বোর্ড লাগানো হয় পুরসভার সামনে। বোর্ড দেখেই চমকে ওঠেন পথ চলতি মানুষ। দেখা যায়, ওই টয়লেট ব্লক নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মোট ৬ লক্ষ ৫১ হাজার ৭৩৩ টাকা। যা দেখে রীতিমত হতবাক হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষ। অনেকে মহার্ঘ্য এই টয়লেট ব্লকের তথ্য সম্বলিত বোর্ডের ছবি তুলে সমাজ মাধ্যমে পোস্টও করেন। যাকে ঘিরে সমাজমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠে। আসানসোলের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল গতকাল নিজের সামাজিক মাধ্যমে এই ছবি পোস্ট করে সরাসরি পুরসভার বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তোলেন। বিরোধীদের প্রশ্ন, 'আবাস প্রকল্পে শহরাঞ্চলে আস্ত বাড়ি তৈরির জন্য ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ। ওই টাকায় যেখানে উপভোক্তারা এক কামরার বাড়ি, বারান্দা, রান্নাঘর ও শৌচালয় তৈরি করে থাকেন, সেখানে পুরসভার ২ কামরার শৌচালয় তৈরি করতে কেন এত বিপুল বরাদ্দ?' ইতিমধ্যেই তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জলঘোলা। বরাদ্দ অর্থ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতেই তড়িঘড়ি নির্মাণকারী সংস্থা নির্মাণের ওই বোর্ড সরিয়ে ফেলে। বিজেপির স্থানীয় নেতারাও এক্ষেত্রে তৃণমূল পরিচালিত কাটমানির তত্ত্ব সামনে এনেছেন। অন্যদিকে, পুরসভার দাবি এই অর্থ বরাদ্দ করেছে সুডা (স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি)।

তালগাছি হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের উপর হামলা, প্রতিবাদ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হরিশ্চন্দ্রপুরের তালগাছি সরকারি হাই মাদ্রাসায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষকের ওপর হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নামলেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। সোমবার দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভালুকা-তুলসীহাটাগামী রাজ্য সড়কের ডাঙ্গা এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করেন সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার পড়ুয়াদের অভিভাবক থেকে গ্রামবাসীরা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে এই অবরোধ বিক্ষোভ। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। যদিও তাঁদের দাবি, ওই মাদ্রাসার দুই শিক্ষকের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন অবরোধ ও বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করা না হলে এই আন্দোলন আরও বৃহত্তর করা হবে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহের শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুরের তালগাছি হাইমাদ্রাসায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হেফজুর রহমান এবং সহকারী শিক্ষক আফজাল হোসেনকে অফিস ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আর এই হামলার ঘটনার নাম জড়ায় সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার প্রাক্তন টিআইসি মহম্মদ আবুজার এবং হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি মনিরুল ইসলামের দাদা আনারুল আলম-সহ মোট ১১ জনের বিরুদ্ধে। আহত দুই শিক্ষক এখনও চিকিৎসাধীন চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। এই হামলার ঘটনার পর এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মিড ডে মিলের হিসাব ও মাদ্রাসার অন্যান্য ফান্ডের টাকা নয়ছয় করার অভিযোগে গত ১৩ ডিসেম্বর আবুজারকে সরিয়ে নতুন টিআইসি করা হয় হেফজুরকে। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের সর্ব সম্মতিক্রমে তাঁকে টিআইসির দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু প্রাক্তন টিআইসি সেটা মানতে পারেন নি। তাই নতুন টিআইসিকে সঠিক ভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছিল না প্রথম থেকে। তারপর ওইদিন স্থানীয় ও তৃণমূল নেতার দাদার সহযোগিতা নিয়ে মাদ্রাসার অফিস ঘরে ঢুকে লোহার রোড দিয়ে মেরে দুই হাত ভেঙে দেওয়া হয় বর্তমান সহকারী প্রধান শিক্ষককে। এই ঘটনার সময় আরেক সহশিক্ষক বাঁচাতে গেলে তাঁরও মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ এদিন বিক্ষোভকারী সিরাজ শেখ, মাহিদুর শেখদের বক্তব্য, 'অন্যায়ভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ সংস্থান অধীনে)
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
চিত্রকূট প্রপার্টিজ লিমিটেড ("কোম্পানি") (CIN : U70109WB1978PLC031369) রেজিস্টার্ড অফিস :৭১, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৬ সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে **৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে** কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী **চিত্রকূট প্রপার্টিজ লিমিটেড** কোম্পানির পাবলিক লিমিটেড থেকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।
যেকোনও ব্যক্তির কোম্পানির প্রস্তাবিত অবস্থা/পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একুশদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর ঠিকানা, রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট ভবন, প্লট নং IIIF/16, অ্যাকশন এরিয়া III প্রেমিসেস নং ০৫০৮৫২, ৭ম তল, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে : ৭১, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত

চিত্রকূট প্রপার্টিজ লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
রবি কুমার আলমাল
তারিখ : ০৫.০১.২০২৬ **ডিরেক্টর**
স্থান : কলকাতা **ডিন-০০৪৫৯৫০৫**
ঠিকানা : ৪১ বাঙ্গুর এভিনিউ, ব্লক সি, কলকাতা - ৭০০০৫৫

SBI
এসবিআই এইচএলসি কৃষ্ণনগর (৬৪৪৬৯)
৫বি, ডি.এল রয় রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন-৭৪১১০১
ই-মেল: sbi.64469@sbi.co.in
পরিশিষ্ট ৪ [রুল৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৩৭৩০৬৫৩৪৪২২ এবং ৩৫৭৯৫৯৫২০৪৬ এবং ৩৭৩১১৫৪২১৩২
যেহেতু:
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি কৃষ্ণনগর শাখা , কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ৫বি, ডি.এল রয় রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া (এসবিআই বিষ্ণুপুর শাখা, নদীয়া থেকে গৃহীত)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর নং ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, ১৫.১০.২০২৫ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী মমতা ভট্টাচার্য, স্বামী - মৃত নীহার রঞ্জন ভট্টাচার্য** -কে বকেয়া **২৩২২২০.০০ টাকা + ৩৭৮০৯৩.০০ টাকা + ১৩,৪৯৮.০০ টাকা মোট = ৬,২৩,৮১১.০০ টাকা (ছয় লক্ষ তেইশ হাজার আটশত এগারো টাকা মাত্র) ১৫.১০.২০২৫ অনুযায়ী** উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন ।
ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ/অংশীদারগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত এক্ট এর রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৩ জানুয়ারি, ২০২৬** তারিখে ।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ/অংশীদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **২৩২২২০.০০ টাকা + ৩৭৮০৯৩.০০ টাকা + ১৩,৪৯৮.০০ টাকা মোট = ৬,২৩,৮১১.০০ টাকা (ছয় লক্ষ তেইশ হাজার আটশত এগারো টাকা মাত্র) ১৫.১০.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি পরবর্তী সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি কৃষ্ণনগর শাখা , কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ৫বি, ডি.এল রয় রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ/অংশীদারগণ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
৩.০৩ শতক পরিমাপের জমি এবং ভবন যা শ্রীমতী মমতা ভট্টাচার্যের অনুকূলে; খতিয়ান নং- এল.আর ৬৪২ সংশোধিত খতিয়ান নং- ১৩১৮, দাগ (প্লট) নং- সিএস-১৮০, আরএস ও এল.আর- ১০৫৯, মৌজা- ১৫৯, ঘোলা; যার দলিল নং- আই-০৫২২২, সাল- ২০১৪।

তারিখ: ০৩.০১.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: ঘোলা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

Reliance
Jute Mills (International) Ltd.
CIN : L17125WB1996PLC081382
রেজিস্টাড অফিস : ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩
ইমেল : financeho@reliancejute.com, legal@reliancejute.com,
টেলিফোন : ০৩৩ ৪৮০২ ৬৯৪৬, ওয়েব : www.reliancejute.com

পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি
সদস্যগণকে এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে যে, ২০১৩ (আইন) সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮, ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে, যদি কিছু থাকে, এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের (ম্যানেজমেন্ট রুলস) কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২২ , (কোনও বিধিবদ্ধ সংশোধনী এবং পুনর্প্রণয়ন সময়ে সময়ে বলবৎ সহ) এবং রুলস এবং আইনের অন্য কোনও প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে এবং সম্পর্কিত সার্কুলার কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং ২০১৫ সালের (সেবি এলওডিআর) সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪৪ এবং প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে, যদি কিছু থাকে, সেবি এলওডিআর এর সময়ে সময়ে বলবৎ এবং সংশোধিত সময়ে সময়ে এবং সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস ইস্যুকৃত ইনস্টিটিউট অব কোম্পানি সেক্রেটারি অব ইন্ডিয়া (এসএস-২) কর্তৃক অনুযায়ী এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লি (কোম্পানি) এর সদস্যগণের সংশ্লিষ্ট দুটি বিশেষ প্রস্তাব শ্রী মায়াঙ্ক গোয়েল (ডিন ০৬৪৭৬১৯২) এবং শ্রী অখিল জৈন (ডিন : ০৬৬৩৫৯৪৯) নন-এগজিকিউটিভ নন-ইনডিপেন্টে ডিরেক্টর প্রত্যেককে মাসিক বেতন ৫,০০,০০০ (পাঁচ লাখ টাকা) বেতন এবং দুই সাধারণ প্রস্তাব তাদের অফিসের দায়িত্ব পালন এবং মুনা ফার জন্য আইনের ১৮৮ ধারা অধীনে এবং কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের সভায় অনুমোদনক্রমে যা পোস্টাল ব্যালট নোটিশ (নোটিশ) উল্লিখিত মতে অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ("ই-ভোটিং"/"রি-মোট ই-ভোটিং") অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
কোম্পানিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড ("এনএসডিএল") এর পরিষেবা নিয়োগ করেছে। মেসার্স কে ওয়াই অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, শ্রীমতি কাঞ্চন যাদব, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সদস্যপদ নং. এফসিএস-১২৮৪৫ এবং সিপি নং. ১৪৯৩৯) কে "স্ক্রুটিনাইজার" হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে, যাতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করা যায়।
বুধবার, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালটের নোটিশ, কোম্পানি কর্তৃক ৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে, শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে, সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/এনএসডিএল এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড (সম্মিলিতভাবে "ডিপোজিটরি" নামে পরিচিত)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/কোম্পানীর রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, এস কে ইনফোসলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে নিবন্ধিত এবং যাদের নাম শুক্রবার, ২ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সদস্যদের সম্মতি/অসম্মতির যোগাযোগ কেবল রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে করা হবে। এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য নোটিশের প্রকৃত কপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক খাম সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে না। কাট-অফ তারিখে সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের এই নোটিশটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।
বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.reliancejute.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাবে।
রিমোট ই-ভোটিং পিরিয়ড সোমবার, ৫ জানুয়ারী, ২০২৬, সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে। মঙ্গলবার, ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত এনএসডিএল ই-ভোটিং মডিউলটি বন্ধ করে দেবে। কোম্পানির ইলেকট্রনিক ভোটিং ইভেন্ট নম্বর ("EVEN") হল ১৩৮০৫৮। কেবলমাত্র সেই সদস্যরা যাদের নাম কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের নিবন্ধন/সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ থাকবে তারাই তাদের ভোট দিতে পারবেন। "সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং-এর নির্দেশাবলী" নোটিশে সংযুক্ত করা হয়েছে।
ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগের ক্ষেত্রে সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.com-এ এনএসডিএল-এর সিনিয়র ম্যানেজার শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে-কে অনুরোধ করতে পারেন।
ই-ভোটিং-এর ফলাফল দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকে জানানো হবে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি ই-ভোটিং শেষ হওয়ার ২ কার্যদিবসের মধ্যে তালিকাভুক্ত হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.reliancejute.com, স্টক এক্সচেঞ্জ www.cse-india.com এবং এনএসডিএল -এর www.evoting.nsdl.com-এ আপলোড করা হবে।
যেসব শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল আইডি ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত নয়, তাদের জন্য নোটিশে উল্লেখিত রেজোলিউশনের জন্য ই-ভোটিং এর জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ এবং ই-মেইল আইডি নিবন্ধনের প্রক্রিয়া।
- যদি শেয়ারগুলি ভৌত মোডে রাখা হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে সদস্যের নাম ফোলিও নম্বর, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি) contact@skcinfo.com, skcdilip@gmail.com ই-মেইলে প্রদান করুন।
- যদি শেয়ারগুলি ডিম্যাট মোডে রাখা হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে ডিপি আইডি - সিএল আইডি (১৬ সংখ্যার ডিপি আইডি + সিএল আইডি বা ১৬ সংখ্যার সুবিধাভোগী আইডি), নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার অথবা কনসোলিডেটেড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের কপি, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) evoting@nsdl.com ই-মেইলে প্রদান করুন।

রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লি. এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল আগরওয়াল
স্থান : কলকাতা **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**
তারিখ : ৫ জানুয়ারী, ২০২৬ **সদস্যপদ নং এসিএস-৪৯৪৭৫**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২
জীবন সুধা বিল্ডিং, ৮ম তল, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
কেস নং, আরসি/২০০/২০১৮
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম নিতাই গৌর ভবন ও অন্যান্য
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
এলডি. রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা, **কর্তৃক জারি করা ২১-১১-২০২২** তারিখের আদেশ অনুসারে নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ,
'দ্বারকা' নামে পরিচিত একটি সাত (জি+৬) তলা ভবনের প্রথম তলায় অবস্থিত ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ কমবেশি ৮০৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, গ্রাম- গৌরনগর, বামুনপুকুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত, হোল্ডিং নম্বর ৪৩৬১/২০৭, সেইসঙ্গে জমির আনুপাতিক শেয়ার এবং সাধারণ পরিষেবাগুলিতে আনুপাতিক অধিকার সহ মৌজা-বাউনপুকুর, জেএল নং-০৯, এলআর দাগ নং ১৩৭১/১৮১৭, আরএস দাগ নং-১৩৭১, এলআর খতিয়ান নং-১৩২৮, ৪৭৩৮ এবং ৪৭৩৯, আরএস খতিয়ান নং-৮৯৮, পোস্ট-শ্রী মায়াপুর, থানা-নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, এডিএসআর নবদ্বীপ পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪১৩১৩ এ অবস্থিত ।
ই-অকশনের মাধ্যমে **"যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে পাবলিক নিলামের মাধ্যমে এবং ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে। ইচ্ছুক ক্রেতাদের ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডার আকারে সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের @ ১০% একটি বায়না অর্থ জমা করতে হবে শুধুমাত্র রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতার অনুকূলে বা সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাংকের পরামর্শ নিয়ে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। উল্লিখিত আমানত সফল দরদাতার ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে এবং ই-নিলাম প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে অন্য দরদাতাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে বিক্রয়ের পরের দিন বিকাল ৪টার মধ্যে বায়নার অর্থ সমন্বয় করার পর বিক্রয় আয়ের ২৫% জমা করতে হবে। পরের দিন ছুটির দিন বা রবিবার হলে প্রথম কার্যদিবসে, তা না হলে বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে।
ক্রেতাকে নিলাম বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% জমা করতে হবে। যে রিজার্ভ মূল্যের নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না তা হল **৬,১৫,০০০/- টাকা (মাত্র ছয় লক্ষ পনেরো হাজার টাকা)** রিজার্ভ মূল্যের ১% বিড বর্ধিত পরিমান হবে। অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে যেমনটি অত্র মামলায় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গত **২৪.১২.২০২৫** তারিখের আরসি/২০০/২০১৮ অনুযায়ী বিক্রয় ঘোষণাপত্রে জারি করা হয়েছে।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে উল্লিখিত সম্পত্তি অনলাইন অকশনের (ই- অকশন) মাধ্যমে বিক্রি করা হবে যা ০৪.০২.২০২৬ তারিখে বিকাল ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **http://drt.auctiontiger.net** এ ৩ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ। সম্ভাব্য দরদাতাকে **http-://drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং **০২.০২.২০২৬** তারিখে বা তার আগে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডারের মাধ্যমে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা কলকাতায় প্রদেয় তাদের অফার ও বায়না অর্থ সহ নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে।
তবে নিলামের সময় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোনো ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবে না।
ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের/ইচ্ছুক ক্রেতাকে ই-অকশন প্রদানকারী কোম্পানি মাধ্যমে, যদি থাকে, লগইন করার জন্য এবং অন-লাইনের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আরও নির্দেশনা সহ পাঠানো হবে।
অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী এর বিশদ - ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড এর মোবাইল নম্বর ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ই-মেইল- **support@auctiontiger.net** ।
বিস্তারিত পদ্ধতি, নিয়ম ও শর্তাবলী এবং ই-নিলামের ক্ষেত্রে অন্য কোন সাহায্য/সহায়তার জন্য আগ্রহী দরদাতারা http://drt.auctiontiger.net ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন এবং ই-অকশন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের সহায়তার শ্রী প্রণবাশীষ মিত্র, মোবাইলঃ নং- ৯৮৩০৮১৪৫১৭ ইমেইল- **pranabasishmitra@ gmail.com**-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
স্বা/-
স্থান: কলকাতা (ওম কুমার)
তারিখ: ২৪.১২.২০২৫ রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২, কলকাতা

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **Punjab & Sind Bank** (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life
গড়ালগাছা শাখা
গড়ালগাছা, চণ্ডীতলা, হুগলি, পিন - ৭১২৭০৮
রিডেম্পশন নোটিশ
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি
মেসার্স অর্জুন এন্টারপ্রাইজেস (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতী মাধুরী দত্ত, পূর্বপাড়া বারিঝাটি, থানা - চণ্ডীতলা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৭০২।
শ্রীমতী মাধুরী দত্ত (স্বত্বাধিকারী এবং বন্ধকদাতা), স্বামী সোমনাথ দত্ত, পূর্বপাড়া বারিঝাটি, থানা - চণ্ডীতলা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৭০২।
শ্রী সোমনাথ দত্ত (জামিনদাতা), পিতা সুমন্ত কুমার দত্ত, পূর্ব পাড়া বারিঝাটি, থানা - চণ্ডীতলা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৭০২।
আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২) এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি, নিয়ম ৮ (৬) সহ পঠিত এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২, **অ্যাকাউন্ট নং ১৫৬৬১৩০০০০০০৫**, ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা প্রাপ্ত ঋণ সুবিধা - **মেসার্স অর্জুন এন্টারপ্রাইজেস, স্বত্বাধিকারী - শ্রীমতি মাধুরী দত্ত বি. ও. - গড়ালগাছা থেকে।**
এতে সারফেসি আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে **০২.০৩.২০২৪ তারিখে** ব্যাংক কর্তৃক জারি করা ৬০ দিনের দাবি নোটিশের উল্লেখ রয়েছে। এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/দায়বদ্ধদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি/সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা সারফেসি আইন-২০০২ এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে **১৬.০১.২০২৫ তারিখে দখল (প্রতীকী)** গ্রহণ করেছেন। এবং এর জন্য আইনগত বিধান মেনে চলেন।
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের পক্ষে যে নিরাপত্তা স্বার্থ তৈরি করা হয়েছে তার সাথে সম্পর্কিত নিম্নোক্ত সুরক্ষিত সম্পদ **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে **মেসার্স অর্জুন এন্টারপ্রাইজেস**, সুরক্ষিত পাওনাদার, **স্বত্বাধিকারী - শ্রীমতী মাধুরী দত্ত (ঋণগ্রহীতা)** এবং **শ্রী সোমনাথ দত্ত (জামিনদাতা)** এর নিকট থেকে **০১.০৩.২০ থেকে ১৪,৯৮,৮০২.২০ টাকা এবং** ভবিষ্যতের সুদ এবং চার্জ সহ।
বন্ধকী সম্পত্তির জন্য সংরক্ষিত মূল্য **২১.২০ লাখ টাকা** নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সারফেসি আইন, ২০০২ এর বিধান অনুসারে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসারে নিলামে তোলা হবে।
উপরোক্ত আইনের অধীনে অনুমোদিত কর্মকর্তা আবারও সারফেসি আইন-২০০২ এর ১৩ (৮) ধারার বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, এই নোটিশের ৩০ দিনের মধ্যে ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত আর্থিক ঋণ সুবিধার বিপরীতে সুরক্ষিত সম্পদ (গুলি) সম্পর্কিত আপনার মুক্তির অধিকার সম্পর্কে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সুরক্ষিত পাওনাদার সারফেসি আইন-২০০২ এবং এর নিয়ম মেনে নিম্নোক্ত সুরক্ষিত সম্পদের জন্য ৯ (১) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ প্রকাশ করবেন।

ক্রম নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	দায়বদ্ধতা যদি থাকে
১	দোকান পরিমাপ কমবেশি ৪০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত দোকান নং ০৪, একতলায় জি-৩ ভবনে নাম শ্রী কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট, নির্মিত জমির পরিমাপ আনুমানিক ৪ কাঠা অবস্থিত মৌজা- মাখলা, ১ নং গভর্নমেন্ট কলোনি, হোল্ডিং নং -৯৩, বিবেকানন্দ ক্লাব এর নিকট, জেএল নং ১১, সিএস দাগ নং ২৪৭৫(অংশ), আরএস দাগ নং ১৯১৫২৮১৬, এলআর দাগ নং ২১৯৮, এলআর খতিয়ান নং ৮৪২৪ এবং ৮৪২৫, উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৩, থানা উত্তরপাড়া, পো মাখলা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২৪৫, **চৌহদ্দি :** উত্তরে সাধারণ খোলা স্পেস। দক্ষিণে : দোকান নং ০৩ এবং গুদাম নং ১০৬। পূর্বে : সাধারণ খোলা স্থান। পশ্চিমে : দোকান নং ০৫।	নেই

তারিখ : ০৩.০১.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

Bank of Baroda
বাঘাযতীন শাখা, মাতৃ ভবন
প্রথম ফ্লোর, ব্লক (পূর্ব), ৯০, বাঘাযতীন স্টেশন রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৮৬
ই-মেল: baghaj@bankofbaroda.com
পরিশিষ্ট ৪ [রুল৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
এ/সি নং- ৩৮৩০০৬০০০০০৬২৬
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বাঘাযতীন শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ১১.০৮.২০২৫ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা- **শ্রী শুভ্রাংশু ঘোষ, ঠিকানা- ১৭/১ বৈকুণ্ঠ শাহ রোড, সন্তোষপুর, মিডল কালী মন্দিরের কাছে, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ০৭৫** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **৩৮,৯৫,৫১৭.০০ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশত সতেরো টাকা মাত্র) ১১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ সহ খরচ, চার্জ এবং অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত খরচ সহ বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৩ জানুয়ারি, ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৩৮,৯৫,৫১৭.০০ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশত সতেরো টাকা মাত্র) ১১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** এবং তদুপরি হাল নাগাদ আরও সুদ সহ খরচ, চার্জ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ বকেয়া টাকা **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বাঘাযতীন শাখা** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং - **সি২**, তৃতীয় ফ্লোরে (পেছনের দিকে), পরিমাপ প্রায় **১২৭৭ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, যা তিনটি বেডরুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, দুটি ওয়াশরুম, একটি রান্নাঘর এবং মার্বেল মেঝে ও লিফট সুবিধা সম্পন্ন দুটি বারান্দা নিয়ে গঠিত; সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রায় ১২০ বর্গফুট পরিমাপের একটি কার পার্কিং স্পেস এবং জি + ৩ তলা আবাসিক ভবনের অংশ হিসেবে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশসহ; যা মৌজা - সন্তোষপুর, জে.এল. নং ২২, তৌজি নং ১৫১, স্কিম প্লট নং ২, আর.এস. দাগ নং ৮১৩ (আর.এস. খতিয়ান নং ৮৩-এর অধীনে), সি.এস. দাগ নং ১৭৫/৯০ (সি.এস. খতিয়ান নং ৮২/১-এর অধীনে)-এর অন্তর্গত প্রায় **০৫ কাঠা ০ ছটাক ৩৬ বর্গফুট** পরিমাপের জমিতে নির্মিত; মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১৪৬, পূর্বদিগন্ত, কলকাতা - ৭০০ ০৭৫, থানা- সার্ভে পার্ক এবং কলকাতা পৌরসংস্থার ১০৯ নং ওয়ার্ডের সীমানায়, অ্যাসেসি নং ৩১-১০৯-১১-০১৪৬-৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা-তে অবস্থিত।
উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি:- উত্তরে- ১৯৭৫ সালের ক্রয় দলিল নং ৩১১১২ অনুযায়ী রাস্তা কিন্তু বাস্তবে ডোবা/নিচু জমি; **দক্ষিণে-** স্কিম প্লট নং ৩ এবং ২০ ফুট চওড়া স্কিম সাধারণ পথ; **পূর্বে-** ১৯৭৫ সালের ক্রয় দলিল নং ৩১১১২ অনুযায়ী রাস্তা কিন্তু বাস্তবে খেলার মাঠ; **পশ্চিমে-** স্কিম প্লট নং ১।
তারিখ: ০৩.০১.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: কলকাতা **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**

इंडियन बैंक **Indian Bank** इलाहाबाद ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩ ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - ৪এ
(রুল ৯(১) দ্রষ্টব্য)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২১.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য।

ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
মেসার্স এ বি ট্রেডিং স্বত্বাধিকারী : শ্রী বরুণ কুমার ঝা, শ্রী অরুণ কুমার ঝা (জামিনদাতা) এবং **সন্তোষ ঝা** (জামিনদাতা) **শাখা : রিষড়া**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং বি-২, এরিয়া ৯৬৯ বর্গফুট কমবেশি ৩য়তল , স্বত্ব দলিল নং -১-১৬৯০ -২০০৯ সালের অবস্থিত পূর্ব সাপুরিয়া, মৌজা বালি, জেএল নং ১৪, দাগ নং ৬২২৮(অংশ) এবং ৬২৩২ (অংশ) এবং ৬২৩২ (অংশ) খতিয়ান নং ৪৮৯১, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা বালি (পুরানো) নিশ্চিন্দা (নতুন), জেলা হাওড়া, সম্পত্তি শ্রী বরুণ কুমার ঝা এর নামে।)।	**৮২,৯৭,৬৮৯.০০ টাকা (বিরাশি লাখ সাতানব্বই হাজার ছশো উননব্বই টাকা)** (উক্ত অ্যাকাউন্ট সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ০২.০১.২০২৬ অনুযায়ী	ক) **৮,৪০,০০০ টাকা (আট লাখ চল্লিশ হাজার টাকা)** খ) **৮৪,০০০ টাকা (চুরাশি হাজার টাকা)** ২১.০১.২০২৬ তারিখে তার আগে বিকাল ৪টের মধ্যে জমা করতে হবে গ) **২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা)** ঘ) **IDIB50115402449** ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে উক্ত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২১.০১.২০২৬, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com
অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি support.baanknet@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর সাথে নিবন্ধনের স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিবরণ এবং ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com** এ যান এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অয়ন কুমার দাস, শাখা ম্যানেজার (মোবাইল : ৯০৮২৫৭৬৭৫১)/ ২. রণধীর কুমার, অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল : ৭২৭৭০৬৪০০০)
দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও
তারিখ : ০৩.০১.২০২৬ স্বা/-
স্থান : ব্যান্ডেল অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

punjab national bank Together for the better
এআরএমবি মুম্বই সিটি
ইউ বি আই টাওয়ার, ৭ম তল, স্যার পি এম রোড
ফোর্ট, মুম্বই - ৪০০ ০০১
ইমেল : cs6041@pnb.co.in
সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/ প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা (ফার্ম/ কোং) সহ-ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ/ ডিরেক্টরগণ/জামিনদাতাগণ/ বন্ধকদাতাগণের নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ, সুদ এবং চার্জ সহ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/স্বত্ব/কার্যকরী	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	জামিনদত্ত বিনিয়োগকারীগণের জ্ঞানমতে দায়বদ্ধতার বিস্তারিত
1	**এআরএমবি মুম্বই সিটি** শ্রী রাজেশ চক্রবর্তী।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট দোতলায় পরিমাপ ১৩২০ বর্গফুট এবং ব্যালকনি পরিমাপ ৫৩ বর্গফুট এবং ঢাকা গ্যারাজ এরিয়া পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট একতলায় কমবেশি । সম্পত্তি অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং এ/পি-১৪৭/বি, মেট্রোপলিটান কোঅপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি., ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা - ৭০০১০৫, থানা প্রগতি ময়দান, ওয়ার্ড নং ৫৭, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন-৭০০১০৫।	ক) ০১.০৭.২০২৫ খ) ৮৯,৪৪,২২৪.৪৫ টাকা ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ গ) তারিখ : ২১.১১.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ১,১২,৫৪,০০০ টাকা খ) ১১,২৫,৪০০ টাকা (২৮.০১.২০২৬ সকাল ১১টা পর্যন্ত) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা	২৮.০১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	জানা নেই

নিয়ম এবং শর্তাবলী
১. বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে
২. সম্পত্তিগুলি "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
৩. উপরে তফসিলে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোত্তম তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে, তবে অনুমোদিত কর্মকর্তা এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৪. বিক্রয়টি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা করা হবে।
৫. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে www.baanknet.com এবং www.pnbindia.in দেখুন।
৬. যোগাযোগকারী ব্যক্তি শ্রী সুশীল কুমার - ৮৪২০১৯৪৬৭৪, শ্রীমতী পি পি কারুনব ৯৩২১৮১৬১৬৬
৭. উপরোক্ত যেকোনো আইপির জন্য দরদাতাকে নির্ধারিত রিজার্ভ মূল্যের অতিরিক্ত উল্লেখিত ন্যূনতম বর্ধিত পরিমাণ যোগ করে দরপত্র জমা দিতে হবে।
দ্রষ্টব্য কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/যেকোনো আইপির যেকোনো আইনগত বকেয়া আইপির ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধ করা হবে, ব্যাংক কোনও ধরণের বকেয়া বহন করবে না। অতীত/বর্তমান/ভবিষ্যৎ।
২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ
তারিখ : ০৬.০১.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার**
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় পুরুলিয়া সফরে সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় যোগ দিতে দু'দিনের পুরুলিয়া সফরে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বালুরঘাট লোকসভার সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। রবিবার বন্দোয়ানে কর্মসূচির পর সোমবার দুপুরে তিনি পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি পৌঁছন। বাঘমুন্ডির পাথরডি মাঠে পরিবর্তন সংকল্প সভায় যোগ দেওয়ার আগে বাঘমুন্ডি হাই স্কুল থেকে একটি পদযাত্রায় অংশ নেন তিনি। এই পদযাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, জেলা বিজেপি সভাপতি শংকর মাহাতো-সহ জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। পদযাত্রা শেষে পাথরডি মাঠে জনসভায় বক্তব্য রাখেন সুকান্ত মজুমদার। সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। বিজেপি নেতা সঙ্গীত সোমকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ পুলিশ তদন্ত করে হুমকিদাতাদের চিহ্নিত করবে এবং যারা এই হুমকি দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিজেপি সরকার ও প্রশাসনের সেই ক্ষমতা রয়েছে।' ব্রিগেড পরিদর্শনের

সময় সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে বাধা দেওয়া ও 'গো ব্যাক' স্লোগান প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এগুলো সব দিদির গটাপকেস। দিদি আর তাঁর ভাইপো কাকে 'গো ব্যাক' করবে, সেটাই তারা নিজেরাই জানে না।' ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরবের পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের বিষয় মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন সেই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এআই ব্যবহার করা যাবে না এটা কোথায় লেখা আছে? আজ সব ক্ষেত্রেই এআই ব্যবহার হয়।' পাশাপাশি তিনি বলেন, 'যত চেষ্টা করা হোক না কেন, বাংলায় বিজেপিকে আটকানো যাবে না।'

চুরির টাকা জুয়ায় হেরে সর্বস্বান্ত চোর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: চুরি করেও মিটলো না স্বাদ, চুরির টাকা জুয়ায় হেরে ফের সর্বশান্ত চোর। পুলিশের জালে ধরা সব টাকা জুয়ায় হেরে গিয়েছে সে। রানীগঞ্জ থানা এলাকায় ২৯ টি চুরির ঘটনা ঘটেছে গত বছর, যার মধ্যে রানিগঞ্জ থানা এলাকার মধ্যে ঘটে যাওয়া সবকটি চুরির কিনারা হয়েছে, তবে পাঞ্জাবি মোড় ও নিমচা এলাকায় কয়েকটি ছোট চুরির ঘটনার কিনারা করা বাকি রয়েছে। তবে সব মিলিয়ে প্রায় ২৩ টির মত চুরির কিনারা করা গিয়েছে। রানিগঞ্জের একটি চুরির ঘটনা ঘটেছিল ২০২৪ সালের ২০শে মার্চ, রানিগঞ্জের জগন্নাথ গার্ডেনে উমেষ দোকানিয়ার বাড়িতে। সে সময় তার বাড়ির মধ্যে দিয়ে তার দোকানের মধ্যে প্রবেশ করে, ক্যাশ বাক্স থেকে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা চুরি যায় বলেই অভিযোগ ওঠে। আর তারপরই ওই চোরের খোঁজে চলে জোর তল্লাশি, কিন্তু তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। এরপর ২০২৫ সালের ২৩ শে অক্টোবর রানিগঞ্জের কালীতলা সমিরন কুণ্ডুর বাড়িতে ঘটে চুরির ঘটনা, সেখানে চুরি যায় নগদ কয়েক হাজার টাকা ও কয়েকটি সোনার গহনা। আর এই ঘটনার খোঁজ করতে গিয়ে এবার পুলিশ পেল বড় সফলতা। কালীতলার চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে, পুলিশ তার সিসিটিভি ফুটেজ লক্ষ্য করে, তার ছবি তুলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন থানা এলাকায় সেই ছবি পাঠালে, বেশ কয়েকটি থানা থেকে ওই সিসিটিভির মধ্যে থাকা যে চোরের বিষয় উল্লেখ করা যায়, তার পরনে থাকা গেঞ্জি লক্ষ্য করেই, তার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশের ছবি সংগ্রহ করে, তা অন্য সকল পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে আদান-প্রদান করে, চোরের হদিস পায়। জানা যায়, উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর থেকে আশরাফুল মন্ডল নামের বছর ত্রিশের এই ব্যক্তি রানিগঞ্জের কালীতলায় চুরির ঘটনা সংঘটিত করেছে। এরপরই ২২ ডিসেম্বর ওই যুবককে অশোকনগর এলাকা থেকেই গ্রেপ্তার করে। পরে ধৃতকে আসানসোল জেলা আদালতে হাজির করলে তাকে বিচারক ৮ দিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেন। সে ক্ষেত্রে বেশ কিছু চুরির সামগ্রী উদ্ধারের সাথে পুলিশ জানতে পারে পূর্বের জগন্নাথ গার্ডেনের চুরির ঘটনাতে এই যুবক যুক্ত ছিল। পরবর্তীতে পুলিশ ধৃতকে আবার আদালতে হাজির করে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজত পেলে জানতে পারে ধৃত ওই যুবক কিভাবে জগন্নাথ গার্ডেনে চুরির ঘটনা সংঘটিত করেছিল। একইসঙ্গে কালীতলা এলাকায় চুরির বিষয়ে নাজিমুল মন্ডল নামের দেওগঙ্গার বাসিন্দাকে চুরির সামগ্রী দেওয়ার কথা উঠে আসে।

চুঁচুড়া পুরসভার অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: হুগলির চুঁচুড়া পুরসভায় সম্প্রতি দায়িত্বে এসেছেন নতুন পুর প্রধান। কিন্তু তারপরেও শহরের জরুরি পরিষেবা বন্ধ। হুগলির চুঁচুড়ায় এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই পুরসভার অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা মিলছে না। বর্তমানে পুরসভার কোনও অ্যাম্বুল্যান্সই কলকাতা-সহ দূরবর্তী হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। আড়াই মাসেরও বেশি সময় ধরে একই পরিস্থিতি ওই এলাকায়। যার জেরে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। জরুরি প্রয়োজনে চড়া দামে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করতে হচ্ছে। সূত্রের খবর, হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার অধীনে চারটি অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে। তার মধ্যে দু'টি গাড়ি কলকাতার হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু সেগুলির সরকারি কাগজপত্র বা পারমিট ঠিক না থাকায় গ্যারাজে পড়ে রয়েছে। এ ছাড়াও বাকি দু'টি অ্যাম্বুল্যান্সের মধ্যে একটি দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। একটি মাত্র অ্যাম্বুল্যান্স স্থানীয় এলাকায় পরিষেবা দিচ্ছে। অ্যাম্বুল্যান্সের চালক ও সহকারী জানিয়েছেন, বারংবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও লাভ হয়নি। প্রতিদিন বহু ফোন এলেও কাগজপত্র না থাকায় তাঁরা রোগী নিয়ে কলকাতায় যেতে পারছেন না। এ প্রসঙ্গে বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধেই তোপ দেগে বলেন, 'পুর প্রধান বদলালেও পুরসভার চরিত্র বদলায়নি।

Punjab & Sind Bank

৭ওঁ স্রী ৱাহিগুরূ জী কী ফ়তহি

Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

এআরবি শাখা
৫৯বি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০২০
ফোন : ৮৯১৮৩ ৯৪০৬৩, ই-মেইল : c0719@psb.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

(আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট প্রয়োগ আইন -২০০২ এর পরিপ্রেক্ষিতে)

যদিও সারফেসি আইন ২০০২ এর অধীনে পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধি ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক নিয়মের সাথে পঠিত ১৩(১২) ধারা অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত তারিখগুলিতে ১৩(২) ধারা অনুসারে দাবি নোটিশ জারি করেছেন, ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাদের নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। যেহেতু ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ সংশ্লিষ্ট নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, অনুমোদিত কর্মকর্তা উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং প্রাসঙ্গিক বিধি অনুসারে অনুমোদিত কর্মকর্তার উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন। সারফেসি আইন ২০০২ এর অধীনে অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত দখল অনুসারে, এখানে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণের বিরুদ্ধে উল্লিখিত পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাংকের সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য এবং উল্লিখিত তারিখ থেকে সুদ এবং খরচ এবং চার্জ সহ। অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুসারে উল্লেখিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য সিল করা খামে অফার আহ্বান করা হচ্ছে :

নিলামের তারিখ : ২৯.০১.২০২৬, নিলামের সময় : দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ইএমডি জমার শেষ তারিখ : ২৮.০১.২০২৬, সময় বিকেল ৪টে পর্যন্ত
বিক্রয়ের স্থান : https://www.baanknet.com

অনুমোদিত অফিসারের নাম : শ্রী নাফে সিং, ফোন নম্বর ৯৯৫৩৩ ১২১৮৫, ইএমডির জন্য এনইএফটি/আরটিজিএসের বিবরণ : IFSC : PSIB0000719, অ্যাকাউন্ট ০৭১৯৫০৪০০৭০০০৩

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর/বন্ধকদত্ত সম্পদসমূহের বিস্তারিত/মালিকের নাম	সম্পত্তির ছবি এবং বিস্তারিতর জন্য কিউআর কোড	ক) ১৩(২) অধীনে নোটিশের তারিখ খ) ১৩(৪) অধীনে নোটিশের তারিখ গ) দাবি নোটিশের পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) এন সি অ্যাপারেল জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী নানা চক্রবর্তী, ২. শ্রী প্রদীপ সেন গুপ্ত, ৩. শ্রীমতি রেখা সেনগুপ্ত।	জমি এবং ভবন পরিমাপ এরিয়া ২ কাঠা ১৪ ছটাক ১৪ বর্গফুট তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন একতলার পরিমাপ ৮১৭ বর্গফুট এবং দোতলায় পরিমাপ এরিয়া ৫৫০ বর্গফুট মোট পরিমাপ এরিয়া ১৩৬৭ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : উদয়রাজপুর, জেএল নং ৪৩, আরএস নং ৬, দাগ নং ৯০২, ১২২৩, এলআর দাগ নং ২৩৫২, ২৮০২,খতিয়ান নং ৬৮১, ৩৭১,এলআর খতিয়ান নং ১১৬৬৩, ১১৫৭৮, হোল্ডিং নং ১৮১, নজরুল ইসলাম সরণি, গোরী পার্ক, ওয়ার্ড নং ৫ (নতুন), ১ (পুরানো) মধ্যমগ্রাম পুরসভা, পো পূর্ব উদয়রাজপুর,, থানা মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০১২৯, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** : উত্তরে : দাগ নং ১২২৩। দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া গোস্বামী রোড। পূর্বে : গোস্বামী রোড এবং পশ্চিমে : দাগ নং ১২২৩। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)**		ক) ২১.০৬.২০২৩ খ) ১৭.১১.২০২৩ গ) ৬২,২২,০৪৩.৭৭ টাকা (বাষট্টি লাখ বাইশ হাজার তেতাল্লিশ টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) ১৩(২) নোটিশে অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ	ক) ৪৬.০০ লাখ টাকা খ) ৪.৬০ লাখ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
২.	ক) এআরবি কলকাতা খ) যশ মাইনিং, জামিনদাতাগণ : ১. শ্রীমতি নেহা কেজরিওয়াল, ২. শ্রী অমিত কুমার কেজরিওয়াল, ৩. শ্রী আবদুল কুদ্দুস মোল্লা	বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪০১, পার্কিং স্পেস সহ, ৫মতলে বসবাসের ভবন আনন্দমণি এস্টেট, প্ল নং ১৩৫৯, হোল্ডিং নং ৭২৩ মৌজা লালপুর, যতীন চন্দ্র লেন, থানা লালপুর, থানা নং ১৯৭, জেলা রাঁচি, **সম্পত্তি সুমিত কুমার কেজরিওয়াল এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : খোলা জায়গা। দক্ষিণে : করিডর এবং ফ্ল্যাট নং ৪০৪। পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ৪০২। পশ্চিমে : ড্রাইভ ওয়ে এবং ব্লক বি। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)**		ক) ২৩.০৮.২০১৮ খ) ২৯.১১.২০১৮ গ) ১৯,৫৩,৪৮,৪০৬.৩৪ টাকা (উনিশ কোটি তিপান্ন লাখ আটচল্লিশ হাজার চারশ ছয় টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) ১৩(২) নোটিশে অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ	ক) ৫৩.০০ লাখ টাকা খ) ৫.৩০ লাখ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৩.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স নুপুর বিনিয়োগ জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী পিনাকী দাসগুপ্ত, ২. শ্রী নীরজ খৈতান	**সম্পত্তি -১ এর জন্য :** ফ্ল্যাট নং ১০২, একতলা, বিল্ডিং নং ১২,লারিকা টাউনশিপ।হোল্ডিং নং ২৯৫, বালুরিয়া উত্তর (টালিখোলা), থানা বারাসত,উত্তর ২৪ পরগনা। উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১২২৩৬-২০১৪ সালের। সম্পত্তি নুপুর বিনিয়োগ প্রা লি এর নামে পরিমাপ ৬৪৬ বর্গফুট। চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ১০১- প্রদীপ ঘোষাল। দক্ষিণে : কার পার্কিং স্পেস। পূর্বে : সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : লবি **(সম্পত্তি প্রতীকী দখল অধীন)।** **সম্পত্তি -২ এর জন্য :** হোম স্টুডিও নং ৬৩৩, ৭মতলে, শ্রদ্ধা জানাডু, পুর প্রেমিসেস নং এএস/২৭৫, ব্লক -এ-, রাজারহাট মেন রোড, মৌজা : গোপালপুর, থানা : এয়ারপোর্ট, বিধাননগর পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ৫, কলকাতা- ৭০০১৩৬। উল্লেখ্য স্বত্ব দলিলন ং ১২২৩৮-২০১৪ সালের, সম্পত্তি নুপুর বিনিয়োগ প্রা লি. এর নামে। এরিয়া ৭৬০.০০ বর্গফুট। চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ৬৩২। দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ৬৩৪ এবং খোলা জায়গা। পূর্বে: খোলা জায়গা। পশ্চিমে : লবি এবং ফ্ল্যাট নং ৪০৬। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলকৃত)** **সম্পত্তি -৩ এর জন্য :** প্রেমিসেস নং ১১০, ডায়মন্ড হারবার রোড, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৬৩,এবং কার পার্কিং স্পেস এবং এক দোকান ঘর উজ্জ্বল টাইল মেঝে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭০ বর্গফুট ১২৩/৪/৯, ডায়মন্ড হারবার রোড,মৌজা - পূর্ব বড়িশা, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ৫৮২০-২০১৬ সালের, সম্পত্তি নুপুর বিনিয়োগ প্রা লি. এর . নামে এরিয়া১৭০০ বর্গফুট এবং ৭০ বর্গফুট সমান সমান ১৭৭০ বর্গফুট। **চৌহদ্দি** উত্তরে : খোলা জায়গা। দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ৪০৮। পূর্বে : খোলা জায়গা। পশ্চিমে : লবি এবং পরে ফ্ল্যাট নং ৪০৬। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলকৃত)** সম্পত্তি -৪ এর জন্য : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ৪০৭, ৪র্থতলে, ভবন নং ৩৭, লারিকা টাউনশিপ, হোল্ডিং নং ২৯৫,বালুরিয়া উত্তর (টালিখোলা), থানা বারাসত, বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ৫ অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১২২৩৭-২০১৪ সালের। সম্পত্তি নুপুর বিনিয়োগ প্রা লি এর নামে , এরিয়া ৪১১ বর্গফুট, চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা। দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ৪০৮, পূর্বে : খোলা জায়গা। পশ্চিমে : লবি এবং পরে ফ্ল্যাট নং ৪০৬, (সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)		ক) ০৩.০৬.২০১৯ খ) ১২.০৯.২০১৯ গ) ৬,৪৯,৩১,৯২১.০০ টাকা (ছয় কোটি উনপঞ্চাশ লাখ একত্রিশ হাজার নশো একুশ টাকা) ১৩(২) নোটিশে অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ	সম্পত্তি ১ ক) ১২.৮৫ লাখ টাকা খ) ১.৮৩ লাখ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি ২ ক) ২৭.০০ লাখ টাকা খ) ২.৭০ লাখ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি ৩ ক) ১০২.৫০ লাখ টাকা খ) ১০.২৫ লাখ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি ৪ ক) ৮.২০ লাখ টাকা খ) ০.৮২ লাখ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৪.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) শ্রী অসীম কুমার কুন্ডু, পিতা প্রয়াত শশী ভূষণ কুন্ডু। জামিনদাতা : শ্রী রতন দাস।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক কাঠা প্লট বাস্তু জমি কমবেশি ১ কাঠা বাস্তু জমি জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা এবং এডিএসআর বেহালা, পরগনা - বালিয়া, কেএমসি তৌজি নং ৩৪৫, আরএস নং ৮৩, জেএল নং ২, মৌজা : বেহালা, আরএস খতিয়ান নং ৫৭৫০, আরএস দাগ নং ১২০৯৯, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা এবং এডিএসআর বেহালা, পরগনা বালিয়া, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন প্রেমিসেস নং ১৯০সি, নেতাজি সুভাষ রোড, (ডি এইচ রোড থেকে দ্বারিক মুখার্জি রোড), তৌজি নং ৩৪৫, আরএস ৮৩, জেএল নং ২, মৌজা : বেহালা, আরএস খতিয়ান নং ৫৭৫০, আরএস দাগ নং ১২০৯৯, কমবেশি ৩৫০ বর্গফুট মোজাইক মেঝে একতলায়, দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এবং এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলে অধিকার সহ পথ, চলার পথ, উক্ত জমির উপর দিয়ে চলা, যা সাইট প্ল্যানে মানচিত্রে চিহ্নিত এবং সংযুক্ত লাল কালিতে, চৌহদ্দি : উত্তরে : ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ চলার পথ। দক্ষিণে : কলকাতা পৌর সংস্থা নিকাশি এবং বসবাসের ভবন। পূর্বে : দেবাশিস মুখার্জির জমি। পশ্চিমে : রঞ্জিত দাস এর জমি এবং ভবন। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)।**		ক) ০৭.০৫.২০১৬ খ) ০৮.০৮.২০২২ গ) ২৪,১৯,৯১১.৬০ টাকা (চব্বিশ লাখ উনিশ হাজার নশো এগার টাকা এবং ষাট পয়সা) ১৩(২) নোটিশে অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ	ক) ২০.৫০ লাখ টাকা খ) ২.০৫ লাখ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ২১.০১.২০২৬ থেকে ২২.০১.২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত)

১. **নিয়ম এবং শর্তাদি :** ই-নিলাম **"যেখানে যেমন আছে"** এবং **"যেখানে যা আছে"** ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

২. অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, উপরে উল্লিখিত ব্যতীত অন্য কোনও সম্পত্তির উপর কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের দর জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা সম্পত্তির দায়বদ্ধতা, মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/পাওনা/প্রভাবিত সম্পত্তি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপনটি কোনও প্রতিশ্রুতি বা ব্যাংকের কোনও প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটিকে বিবেচনা করা হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়বদ্ধতা সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত ঋণদাতা কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবে না।

৩. দর জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন পরিদর্শন এবং তাদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে।

৪. কেবলমাত্র ব্যবহারকারীর আইডি/পাসওয়ার্ড এবং NEFT/RTGS এর মাধ্যমে ইএমডি এর নিশ্চিত অর্থ প্রদানকারী ক্রেতারা ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য হবেন।

৫. আগ্রহী দরদাতারা, যারা ২৮.০১.২০২৬ তারিখের আগে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নিলামের জন্য অনলাইন মোডের মাধ্যমে ১০ শতাংশ পিএফ রিজার্ভ মূল্যের নিচে তাদের ইএমডি জমা দিয়েছেন, তারা বিডিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য হবেন। উপরোক্ত সম্পত্তির ই-নিলাম প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ এবং সময়ে দরদাতাদের মধ্যে আন্তঃবিডিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। দরদাতারা প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে "বিড বৃদ্ধির পরিমাণ" কলামের অধীনে উল্লিখিত পরিমাণের একাধিক পরিমাণে তাদের অফার উন্নত করবেন। যদি ই-নিলামের শেষ সময়ের শেষ ৫ মিনিটে বিড করা হয়। বন্ধের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫ মিনিটের জন্য বাড়ানো হবে (প্রতিটি সর্বোচ্চ ৫ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ সাপেক্ষে)। ই-নিলাম শেষ হওয়ার পর যে দরদাতা সর্বোচ্চ দরপত্রের পরিমাণ (সংরক্ষিত মূল্যের নিচে নয়) জমা দেবেন, তাকে সফল দরদাতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে এবং সেই বিষয়ে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে একটি যোগাযোগ জারি করা হবে যা অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদন সাপেক্ষে।

৬. সম্ভাব্য যোগ্য দরদাতারা ই-নিলামের তারিখের আগে https://www.baanknet.com থেকে ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক বা https://www.baanknet.com কেউই ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য দায়ী থাকবে না এবং আগ্রহী দরদাতারা নিশ্চিত করবেন যে তারা ই-নিলাম ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে সুসজ্জিত।

৭. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প শুল্ক/স্থানান্তর চার্জার, ফি ইত্যাদি এবং পূর্ববর্তী এবং ভবিষ্যতের সকল বিধিবদ্ধ/অ-বিধিবদ্ধ বকেয়া, কর রেটিং মূল্যায়ন চার্জ, ফি ইত্যাদি বহন করবেন।

৮. অনুমোদিত কর্মকর্তা সর্বোচ্চ প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং অনুমোদিত কর্মকর্তার কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা ই-নিলাম স্থগিত/বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

৯. দরদাতাদের তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে https://www.baanknet.com ওয়েবসাইটে উপলব্ধ ই-নিলামের বিস্তারিত শর্তাবলী দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

১০. বিক্রয়মূল্যের ২৫ শতাংশ অবিলম্বে অর্থাৎ একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে, যার মধ্যে অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক দরপত্র গ্রহণের পর জমা দেওয়া জামানত অর্থও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যদি কোনও ত্রুটি থাকে, তাহলে সম্পত্তি পুনরায় বিক্রি করা হবে।

১১. উক্ত মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে বা তার আগে পরিশোধ করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তি পুনরায় বিক্রি করা হবে এবং খেলাপি ক্রেতা সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে বিক্রি করা অর্থের যে কোনও অংশের উপর সমস্ত দাবি বাজেয়াপ্ত করবেন।

তারিখ : ০৬.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাংক

বিস্তারিত জানতে আমাদের ওয়েবসাইট http://www.punjabandsindbank.co.in দেখুন

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank — দাবি বিজ্ঞপ্তি

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দাবি বিজ্ঞপ্তি

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর অ্যাক্ট নং -২) সেকশন ১৩ (৩) ও ১৩ (৮) এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তি

নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের দ্বারা গৃহীত ঋণের প্রেক্ষিতে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য তাদের ৬০ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। নোটিশ পাঠানো হয়েছে কিন্তু প্রাপ্তি স্বীকার পত্র এখনও পাওয়া যায়নি। আমরা এতদ্বারা জানাচ্ছি যে, যদি ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার উক্ত ৬০ দিন সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে নিচে বর্ণিত বন্ধকী সম্পত্তির দখল গ্রহণ করা হবে।
ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নিচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য জানানো হচ্ছে যাতে সারফেইসি আইনের অধীনে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ এড়ানো যায়। তাদের আমাদের অফিসে রাখা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার জন্যও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ক্র নং	ক) ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা / জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	ক) এনপিএ -এর তারিখ খ) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া টাকার পরিমাণ
১	ক) ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) : ১. জনাব আনিক আশার জুনাইদ পিতা- জুনাইদ আলম, ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৭এ, ৭ম ফ্লোর, অরবিট অশ্ব, প্রেমিসেস নং ২/১, হোসেন শাহ রোড, ওয়ার্ড নং ৭৮, থানা- একবালপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৩। এছাড়াও- ৫/১বি, মোমিনপুর রোড, খিদিরপুর, থানা- একবালপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৩। ২. মিসেস শাজিল রিয়াজ আনিক স্বামী- জনাব আনিক আশার জুনাইদ, ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৭এ, ৭ম ফ্লোর, অরবিট অশ্ব, প্রেমিসেস নং ২/১, হোসেন শাহ রোড, ওয়ার্ড নং ৭৮, থানা- একবালপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৩। এছাড়াও- ৫/১বি, মোমিনপুর রোড, খিদিরপুর, থানা- একবালপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৩। ৩. মিসেস রক্ষিন্দ্র জাবিন স্বামী- জুনাইদ আলম, ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৭এ, ৭ম ফ্লোর, অরবিট অশ্ব, প্রেমিসেস নং ২/১, হোসেন শাহ রোড, ওয়ার্ড নং ৭৮, থানা- একবালপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৩। এছাড়াও- ৫/১বি, মোমিনপুর রোড, খিদিরপুর, থানা- একবালপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৩। খ) খিদিরপুর শাখা	অ্যাপার্টমেন্ট নং ৭এ-এর সকল এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যা টাওয়ার ২-এর ৭ম ফ্লোরে অবস্থিত এবং পরিমাপ আনুমানিক ১৬০৯ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), যা ৩টি বেডরুম, ১টি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট এবং বেসমেন্ট এলাকায় অবস্থিত ৬০ নং চিহ্নিত ১টি (একটি) কভারড কার পার্কিং স্পেসসহ; সেই সঙ্গে 'অরবিট অশ্ব' নামক আবাসিক ভবনের সমস্ত সাধারণ অংশ, এলাকা এবং সুবিধাদির আনুপাতিক অংশসহ; যা প্রেমিসেস নং ২/১ হোসেন শাহ রোড, কলকাতা- ৭০০ ০২৩, ওয়ার্ড নং ৭৮, কেএমসি , থানা- একবালপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণায় অবস্থিত।	ক) ২৭.১২.২০২৫ খ) ০৩.০১.২০২৬ গ) ৬৭,৬৯,৩৭৪.০০ টাকা (সাতষট্টি লক্ষ উনসত্তর হাজার তিনশত চুয়াত্তর টাকা মাত্র) ০২.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে অন্যান্য চার্জ ও ০৩.০১.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য সুদসহ।

তারিখ: ০৩.০১.২০২৬, স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Bank of Baroda — দাবি নোটিশ

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

দাবি নোটিশ

বজবজ এম.জি. রোড শাখা
৫২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, বজবজ
কলকাতা-৭০০১৩৭, ফোন নং- (০৩৩) ২৪৭০-৫১০৮/১৫৬৬
ইমেল : dbbudg@bankofbaroda.co.in

নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে ব্যাংক অফ বরোদা কর্তৃক সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে জারি করা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে দাবি নোটিশ :

ক্রম নং	শাখা/নোটিশের তারিখ/অ্যাকাউন্ট নাম/এনপিএ তারিখ	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	সুবিধার ধরণ এবং প্রকৃতি/সীমা/সুদের হার/বকেয়া পরিমাণ	জামিনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ নিরাপত্তা চুক্তি
১	এমজি রোড বজবজ শাখা ১৩(২) অধীনে নোটিশের তারিখ ২৩.০৭.২০২৫ শ্রী আজিম আলি সানফুই এনপিএ তারিখ ০৯.০৭.২০২৫	**শ্রী আজিম আলি সানফুই** পিতা নূর ইসলাম সানফুই, মৌজা বারুইপুর, স্বাধীন সংঘ ক্লাবের নিকট, পো এবং গ্রাম : মাদারাট, থানা বারুইপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৬১০ **আরও ঠিকানা :** ৪৭/১ আর এল ঘোষ রোড, বজ বজ (এম), বজ বজ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০১৩৭	**বরোদা হোম লোন এ/সি নং ৮১৩০০৬০০০০২৩৩৪** **সীমা ২৫,০০,০০০ লাখ টাকা** **সুদের হার : ৮.৭৫ শতাংশ** **বকেয়া পরিমাণ ২৫,৮২, ৯২৬ টাকা (পঁচিশ লাখ বিরাশি হাজার নশো ছাব্বিশ টাকা)** **২০.০৭.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ ৩ শতক (৩ডেসিমেল) অবস্থিত মৌজা বারুইপুর, জেএল নং ৩১, আরএস দাগ নং ৮৩৯১, আরএস খতিয়ান নং ১৭৩৩, থানা বারুইপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৬১০ পরিমাপ মোট এরিয়া ৩ শতক (৩ ডেসিমেল) তদস্থিত ১ তলা ভবন কমবেশি ৭৮০ বর্গফুট, ৩ বেড রুম, ১ কিচেন তথা লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ টয়লেট সিমেন্টের মেঝে, মাদারাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, উল্লেখ্য মূল হস্তান্তর দলিল ১/০৩০/২৪ তারিখ ২০.১২.২০২৪। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** পরেশ মন্ডলের জমি। **দক্ষিণে** নিজস্ব জমি। **পূর্বে** নিজস্ব জমি এবং গৌর শঙ্কর এর জমি। **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া সড়ক। **সম্পত্তি আজিম আলি সনফুই এর নামে।**

আপনি উপরে উল্লিখিত ঋণ সুবিধা (আবাসন ঋণ) পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন, যার মধ্যে আমাদের শাখা থেকে প্রাপ্ত সম্মত হারে অতিরিক্ত সুদ রয়েছে। ব্যাংক আপনাকে উপরে উল্লিখিত সারণীতে বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য নোটিশ জারি করেছে। ঋণগ্রহীতার ঠিকানায় নিবন্ধিত ডাকযোগে প্রেরিত দাবি নোটিশটি অকার্যকরভাবে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনাকে সুদ সহ বকেয়া পরিশোধ করতে বলা হচ্ছে, যদি না হয় তবে ব্যাংকটি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে সুরক্ষা সুদ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। এই নোটিশটি আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ সহ ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার প্রতিকারের প্রতি কোনও ক্ষতি করে না।
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা ১৩ এর প্রতি, যেখানে আমাদের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া, উপরের অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত কোনও সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে (সাধারণ ব্যবসার ধারা ব্যতীত) স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে আপনাকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আমরা আরও যোগ করতে পারি যে উক্ত আইনের ধারা ১৩ (১৩) এ বর্ণিত উপরোক্ত বিধানের সাথে অ-সম্মতি আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
আমরা আরও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর প্রতি, যেখানে আপনি সুরক্ষিত সম্পদ ছাড়াতে পারেন, যদি ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়ের পরিমাণ আপনার দ্বারা পাবলিক নিলাম/আমন্ত্রণ কোটেশন/টেন্ডার/ব্যক্তিগত চুক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে যেকোনো সময় জমা দেওয়া হয়। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার আপনার অধিকার থাকবে না।

তারিখ : ০৬.০১.২০২৬
স্থান : বজবজ

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাংক অফ বরোদা

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank — দখল বিজ্ঞপ্তি

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী আই.ই. শাখা
বি-৮/৩৫, আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া
জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১২৩৫

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল - ৮ (১) এর অধীনে]

যেহেতু
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (২) এবং ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/ বন্ধকদাতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/ বন্ধকদাতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তৎসহ সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
ঋণগ্রহীতাগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।

ক্র. নং.	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম (সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী)	চার্জ করা/বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ (সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল)	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) কল্যাণী আই.ই. শাখা **ঋণগ্রহীতা:** শ্রীমতী জবা দাস, স্বামী- মৃত নিতাই পদ দাস, 'সোনার ভুবন' কমপ্লেক্স, ব্লক-বি, ২য় ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং- বি/২, পোঃ- কল্যাণী, ওয়ার্ড নং ২০, পিন- ৭৪১২৩৫, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদার(গণ):** **ক) শ্রীমতী রিনা ঘোষ,** স্বামী- শ্রী ধীরাপদ দাস, ৩৫, কালীনাথ ঘোষাল রোড, আড়িয়াদহ, বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ০৫৭ **খ) শ্রী দীপক চক্রবর্তী,** পিতা- মৃত অরবিন্দ চক্রবর্তী, লেকটাউন, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩ ১৪৫।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি-২, ২য় ফ্লোর, 'সোনার ভুবন', ব্লক- বি, পরিমাপ ৮৫০ বর্গফুট (সুপার বিল্টআপ এরিয়া), ৬৯৬ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া); যা মৌজা কাঁচরাপাড়া, রথতলা, কল্যাণী পৌরসভার অধীনে, জে.এল. নং ৫৭, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২২৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৯০৬ ও ৯০৭-এ অবস্থিত এবং ০৫.০৫.২০১৫ তারিখের ১৩০৩০১৪৬৯ নং বিক্রয় দলিল মূলে এ.ডি.এস.আর. কল্যাণী-তে ১ নং বইয়ের ১৩০৩-২০১৫ ভলিউমের ২৪২ থেকে ২৬২ পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত। **এই জমির চৌহদ্দি-** উত্তরে- হীরামণি দেবীর জমি; দক্ষিণে- বাঘের খাল; পূর্বে- শিলা দেবীর সম্পত্তি; পশ্চিমে- ২২৫ নং দাগের জমি। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি-** উত্তরে- খোলা আকাশ; দক্ষিণে- ফ্ল্যাট নং এ-২; পূর্বে- খোলা আকাশ; পশ্চিমে সিঁড়ি এবং লবি।	ক) ২২.১০.২০২৫ খ) ০২.০১.২০২৫ গ) ২৯,০৮,৭০৯.৭৯ টাকা (উনত্রিশ লক্ষ আট হাজার সাতশত নয় টাকা এবং উনআশি পয়সা মাত্র) ২২.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি এর সাথে সুদ ও অন্যান্য চার্জ।
২.	কল্যাণী আই. ই. শাখা **ঋণগ্রহীতা:** **মেসার্স ঘোষ কনস্ট্রাকশন,** **ঠিকানা-** নতুন - ৩৮১, পুরাতন - ০৭৩৬, মসজিদবাটি রোড, কাঁচরাপাড়া, ওয়ার্ড নং ১১, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা:** **শ্রী দেবজ্যোতি ঘোষ,** **ঠিকানা-** নতুন - ৩৮১, পুরাতন - ০৭৩৬, মসজিদবাটি রোড, কাঁচরাপাড়া, ওয়ার্ড নং ১১, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও ভবন যা **শ্রী দেবজ্যোতি ঘোষের নামে** এবং ২০১৪ সালের ০৬৮৪১ নং দলিল মূলে; যা মৌজা - গ্রাম - হালিশহর, জে.এল. নং ৬, রে. সা. নং ৩৭, তৌজি নং ৯০৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৬০৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৮৩৩, হাল এল.আর. নং ১৭৮৬২, আর.এস. দাগ নং ৮০৮, এল.আর. দাগ নং ২২৫৫, হোল্ডিং নং ৭৭/নতুন এবং ৭৮/নতুন বঙ্কিম চ্যাটার্জি লেন, ওয়ার্ড নং ৪, থানা- বীজপুরে ০৩.৩০ ডেসিমেল বা ২ কাঠা এলাকা জুড়ে অবস্থিত। **এই সম্পত্তির চৌহদ্দি-** উত্তরে- বুলু শর্মার জমি; দক্ষিণে- স্বপন কুমার সাহার জমি; পূর্বে- ৭৯৩ নং দাগের জমি; পশ্চিমে- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা।	ক) ১৭.১০.২০২৫ খ) ০২.০১.২০২৬ গ) ৮,২৮,১২৫.০০ টাকা (আট লক্ষ আঠাশ হাজার একশত পঁচিশ টাকা মাত্র) ১৭.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি এর সাথে সুদ ও অন্যান্য চার্জ।

তারিখ: ০২.০১.২০২৬ , স্থান: কল্যানী — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ওএনজিসি-র তৈলকূপে গ্যাস লিক করে আগুন

অমরাবতী, ৫ জানুয়ারি: অন্ধ্রপ্রদেশে ওএনজিসির তেলের কুয়োতে আগুন ধরে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। জানা গিয়েছে, সারাইয়ের কাজ চলাকালীন ওই কুয়ো থেকে গ্যাস লিক হয়। তার জেরে দাউদাউ করে আগুন ধরে যায় বিরাট এলাকায়। ইতিমধ্যেই স্থানীয় ইরুসুমানডা গ্রাম থেকে আমজনতাকে সরানো হয়েছে। এমনকি বিদ্যুৎ এবং গ্যাস ব্যবহার করতেও বারণ করা হয়েছে সকলকে।

কেন এত বড় বিপত্তি ঘটল, তা এখনও অজানা। গোটা বিষয়টি নজরে রাখছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। আমজনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সবরকম পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন ওএনজিসি কর্তারা। তবে তেলের কুয়োয় আগুন নিভেছে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়।

অন্ধ্রের কোনাসেমা জেলার রাজোল এলাকায় রয়েছে ওএনজিসির তৈলভাণ্ডার। জানা গিয়েছে, সোমবার সেখানকার একটি তেলের কুয়ো আচমকাই কাজ করা বন্ধ করে দেয়। সেই ত্রুটি সারাই করতে গিয়েই বিপত্তি। বিপুল পরিমাণ তেলের সঙ্গে গ্যাস মিশে স্থানীয় গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ঘন কুয়াশার মতো গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে এই গ্যাসের মিশ্রণ। তেলের কুয়োয় দাউদাউ করে আগুন ধরে যায়। অসমর্থিত সূত্রে খবর, ওই এলাকা থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজও শোনা গিয়েছে। গ্যাস ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ওএনজিসির তরফেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে সেখানে স্থানীয়দের উদ্ধারকাজ শুরু হয়। তবে গোটা ঘটনায় হতাহতের খবর নেই এখনও পর্যন্ত। গ্রামবাসীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেউ যেন বৈদ্যুতিন যন্ত্র ব্যবহার না করেন। গ্যাস ব্যবহার করতেও বারণ করা হয়েছে।

সুপ্রিমে জামিন খারিজ উমর ও শারজিলের

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি: ২০২০ সালের দিল্লি হিংসা মামলায় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদ এবং শারজিল ইমামের বিরুদ্ধে। সোমবার এই যুক্তিতেই দু'জনের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বাকি অভিযুক্তদের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। আদালত জানিয়েছে, এই দু'জনের বিরুদ্ধে যা অভিযোগ, তার সঙ্গে বাকি পাঁচ জনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ফারাক রয়েছে।

অন্তত এক বছর পর উমর ও শারজিল ফের জামিনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আদালত জানিয়েছে, এক বছরের মধ্যে যদি এই মামলার সুরক্ষিত সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যায়, তবে তার আগেই নতুন জামিনের আবেদন করা যাবে। সোমবার উমরদের মামলার শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জারিয়ার বেঞ্চে। রায় ঘোষণা করতে গিয়ে আদালত জানায়, বিচার-পূর্ব কারাবাস দীর্ঘায়িত হচ্ছে, শুধু এই যুক্তিতে জামিন মঞ্জুর করা যায় না। এটা কখনওই জামিনের 'ট্রাম্পকার্ড' হতে পারে না। কারণ, জাতীয় নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উদ্বেগ এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER

E- Tenders are invited by The Prodhan, Chhitka Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity), Vill & P.O- Chhitkadaspara, Nadia. **NIET No- 24 of Chhitka GP of 2025-2026/15th/ CFC/ Tied.** Last Date of submission - **19.01.2026 up to 12:00p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Chhitka Gram Panchayat.

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur-I Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-19/15th CFC/KGP-I/ 2025-26.** Last date of submission **14.01.2026 up to 12 noon.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender

e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 29/EN/SB/2025-2026(2nd call), (APAS-2025-26) (Sl No-11-16,21,22 and 23) Dated:- 03/01/2026. The last date. of online submission of tender is 09/01/2026 upto 14:00

For details please visit website: http://wbtenders.gov.in

SD/-Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender

e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 27/EN/SB/2025-2026(2nd call), (APAS-2025-26) (Sl No 02,07,08,10, 12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23) Dated:- 02/01/2026. The last date of online submission of tender is 09/01/2026 upto 14:00 hours.

For details please visit website: http://wbtenders.gov.in

SD/-Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

OFFICE OF THE
BANSPOLE GRAM PANCHAYAT
(Under Habra II dev. Block)

1 nos e-Tender (Containing 2nos schemes) has been invited at various location within Banspole Gram Panchayat, details are stated below **1.NIT no. 16/BGP/15thFC/2025-26 Dt. 24/12/2025 under 15th CFC** fund Please visit the site: **www.wbtenders.gov.in** and office notice board of the undersigned, **Bid submission start date 07/01/2026 at 11:00 AM and Last date of Bid submission:- 16/01/2026 up to 5:00 PM., Date & Time of opening bids 19/01/2026 at 11.00 AM.**

Sd/-
Pradhan
Banspole Gram Panchayat

Latiaboni Gram Panchayat
P.O.- Durlovpur * Dist.- Bankura

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited for execution of 03 Nos. development work vide **e-NIT No. 14 (Sl. No. 09, 11, 13) (Fund- APAS) 2025-2026, Date- 05.01.2026.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.

Sd/-
Prodhan
Latiaboni Gram Panchayat

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-47/2025-26 (Sl. No. 4) Dated 03.11.2025

Time Extension Notice

The Last date of online submission has been extend up to 19.01.2026 in place of 29.12.2025 for **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_937596_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.

Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 1/KP-II/E-TENDER/APAS/2026, Date : 05.01.2026.** Date of Publish of Tender: **05.01.2026 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **20.01.2026 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **27.01.2026 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

E-Tender Notice

The Prodhan **Gurah Pashla Gram Panchayat** invites e-Tender through e-Procurement system from the bonafied and resourceful contractors for **NIeT No- 10/APAS/ GPGP/ 2025-26, Dated-02/01/2026, Last date of Bid Submission 10/01/2026 upto 18.00hours And This is to inform you that NIeT No-02/15th CFC (Tied)/ GPGP/ 2025-26 of sl No-07,09 & 10 has been cancelled due to administrative reasons.** For details visit website- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Gurah Pashla G.P.
Nabagram Block, MSD

Mogra II Gram Panchayat
Bagati Adhikary Para, Mogra, Hooghly

Tender Notice

Online Tender is invited vide **Reference No. 475/M-II/2025, Dated 31.12.2025** for 01 (One) No. of work. Last Date of Bid Submission is **19.01.2026 up to 09.00 AM.**

Tender ID List
2026_ZPHD_982894_1

Intending bidders are requested to visit the website :- **https://wbtenders.gov.in** and this notice board.

Sd/-
Prodhan,
Mogra II Gram Panchayat

ময়দান

আয়োজিত হতে চলেছে ১৫তম বডিবিল্ডিং ফেডারেশন কাপ

শম্ভুনাথ ভৌমিক

আয়োজিত হতে চলেছে ১৫তম ফেডারেশন কাপ ২০২৬ দ্যা ইন্ডিয়ান বডিবিল্ডিং ফেডারেশন ,ওয়েস্ট বেঙ্গল বডিবিল্ডিং এন্ড ফিজিক অ্যাসোসিয়েশন এবং হ্যাবিট স্পোর্টস ফেস্টিভ্যালের মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলেছে এই দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা। পুরুষ ও মহিলা মহিলা দুই বিভাগেই আয়োজিত হতে চলেছে এই প্রতিযোগিতা। সোমবার কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হয় এই প্রতিযোগিতার। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি স্বপন বন্দোপাধ্যায় , কার্যকরী সভাপতি তুষার সিল , হ্যাবিট ক্লাসিক এর কর্ণধার জয়ন্ত গুহ ,অরুপ মুখার্জী , স্বাগতা মুখার্জী, দ্যা ইন্ডিয়ান বডিবিল্ডিং ফেডারেশন এর সাধারণ সম্পাদক চেতন মনোহর পাথরে সহ বহু বিশিষ্টজনেরা। সারা রাজ্য এমনকি ভিন রাজ্য থেকে প্রতিযোগীরা যোগ দেবেন এই প্রতিযোগিতায়। ১৩ এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী নজরুল মঞ্চে আয়োজিত হতে চলেছে এই প্রতিযোগিতা।

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 3028, Dt. 02/01/2026** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, Tender **Referance No: WBMAD/ULB/ KPM/APAS/NIT-114/25-26/SL-1 to 8,** Last Date of Bid Submission **19/01/2026 at 11.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 3023 Dt. 02/01/2026** for Civil Work under jurisdiction of Kanchrapara Municipality, Tender **ID: 2026_MAD_982494_1 to 2,** Last Date of Bid Submission **22/01/2026 at 17.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 345 (2nd Call)/ 2025-2026 along with NIeT- 457 to 463/2025-2026, Dated- 02-01-2026

e-Tenders are invited by the Executive Engineer/General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil an Electricall works at Purbba Medinipur Hooghly, Jhargram, Bankura and Paschim Medinipur District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **03-01-2026 after 6.00 pm.** Bid submission end date- **20-01-2026 upto 3.00 pm**

Date: 05.01.2026 **Sd/- Executive Engineer/General Manager**

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 3024, Dt. 02/01/2026** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, Tender **Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-108/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **17/01/2026 at 11.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 3025, Dt. 02/01/2026** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, Tender **Referance No: WBMAD/ULB/ KPM/APAS/NIT-109/25-26/SL-1 to 7,** Last Date of Bid Submission **17/01/2026 at 13.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 3026, Dt. 02/01/2026** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, Tender **Referance No: WBMAD/ULB/ KPM/APAS/NIT-112/25-26/SL-1 to 2,** Last Date of Bid Submission **17/01/2026 at 14.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 3027, Dt. 02/01/2026** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, Tender **Referance No: WBMAD/ULB/ KPM/APAS/NIT-113/25-26/SL-1 to 2,** Last Date of Bid Submission **17/01/2026 at 13.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated of Work
WBMAD/ULB/ RSM/1196/ 25-26/2nd Call Dated 03.01.2026	Estimate For Construction Of Concrete Road At Nabagram Boys Club Near House Of Ratan Panchil To House Of Dulal Dey Via House Of Bikash Dutta In Ward No-04. Under Rajpur Sonarpur Municipality. The Rates Are Given As Per Pwd Schedule Of Rates– 2017. Road Length :- 140M /WIDTH-(2+2.05+2.4)/3=2.15M.	Rs. 3,40,957.00
WBMAD/ULB/ RSM/1197/ 25-26/ 2nd Call Dated 03.01.2026	Estimate For Construction Of Concrete Road With Covered Surface Drain At Purba Tentulberia House Of Nabakumar Das To House Of Madhusudan Kayal In Ward No-04 Under Rajpur Sonarpur Municipality. Length :- 65.0 M.Width- 2.5M.	Rs. 3,82,808.00

Bid Submission end date: **24.01.2026 at 11-00**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 3029, Dt. 02/01/2026** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, Tender **Referance No: WBMAD/ULB/ KPM/APAS/NIT-115/25-26/SL-1 to 2,** Last Date of Bid Submission **19/01/2026 at 11.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 3030, Dt. 02/01/2026** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, Tender **Referance No: WBMAD/ULB/ KPM/APAS/NIT-116/25-26/SL-1 to 2,** Last Date of Bid Submission **19/01/2026 at 11.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 3031, Dt. 02/01/2026** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, Tender **Referance No: WBMAD/ULB/ KPM/APAS/NIT-117/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **19/01/2026 at 11.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 3032, Dt. 02/01/2026** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, Tender **Referance No: WBMAD/ULB/ KPM/APAS/NIT-118/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **19/01/2026 at 11.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৮৯, তারিখ ০২.০১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/ টেলি/টি/১৮/২৫-২৬/সিএপি। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** ইএমইউ, এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেন-এর ম্যানুয়াল ফিডিং পার্সেন্টেজ কমাতে শিয়ালদহ ডিভিসনের থেকে যাত্রা শেষ ও যাত্রা শুরু করা ট্রেনগুলির ডাটা লগার (সিওএ সমেত টার্মিনাল)-এর ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,০৬,৫৯,২৪৪.৮০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন জমা ঃ** ২,৫৩,৩০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ১৪.০১.২০২৬। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঃ** ২৮.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টোপর্যন্ত। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ২৮.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ(সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার- VIবি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম -৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** ''ডাটা লগার বা আরটিইউসমূহ অথবা ইআই বা আরআরআই বা পিআই বা আইবিএস বা আইবিএইচ বা এলসি গেট ইন্টারলকিং সংক্রান্ত কোনো সিগন্যালিং ইন্টারলকিং-এর কাজ অথবা ইয়ার্ড পুনর্গঠন বা ইউএফএসবিআই বা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি বা ডিসি টিসি) বা অ্যাক্সেল কাউন্টার (এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি বা এইচএ-এসএসডিএসি) অথবা স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং-এর সরবরাহ, স্থাপন ও সূচনার কাজ। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। SDAH-335/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the
Sahebnagar
Gram Panchayat
Sahebnagar, Jalangi, Murshidabad

e Inviting e-Tender No-07/ SAHEBGP/15th CFC (Tied)/ 2025-26, vide memo no- 956/1(12)/ SAHEBGP/ 2025-26, Dt-24/12/2025, Last date of submission of bid (online)- **15/01/2026 up to 12.30 PM** For details please visit website: **http://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/- Prodhan
Sahebnagar G.P.
Jalangi Block, Murshidabad

Office of the
Sahebnagar
Gram Panchayat
Sahebnagar, Jalangi, Murshidabad

Notice Inviting e-Tender No- 08/SAHEBGP/15th CFC (Tied)/ 2025-26, vide memo no-957/1(12)/ SAHEBGP/ 2025-26, Dt-24/12/2025, Last date of submission of bid (online)- **15/01/2026 up to 12.30 PM** For details please visit website: **http://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/- Prodhan
Sahebnagar G.P.
Jalangi Block, Murshidabad

Office of the
Sahebnagar
Gram Panchayat
Sahebnagar, Jalangi, Murshidabad

Notice Inviting e-Tender No- 09/SAHEBGP/15th CFC (Untied)/2025-26, vide memo no-959/1(12)/ SAHEBGP/ 2025-26, Dt-30/12/2025, Last date of submission of bid (online)-**17/01/2026 up to 09.30 AM** For details please visit website: **http://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/- Prodhan
Sahebnagar G.P.
Jalangi Block, Murshidabad

E-Tender Notice

The Prodhan **Gurah Pashla Gram Panchayat** invites e-Tender through e-Procurement system from the bonafied and resourceful contractors for **NIeT No- 11/15th CFC/GPGP/2025-26,Dated- 02/01/2026, Last date of Bid Submission 12/01/2026 upto 12.00hours**

For details visit website- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Gurah Pashla G.P.
Nabagram Block, MSD

DURGAPUR MUNICIPAL CORPORATION
City Centre, Durgapur-713216

Notice Inviting e-TENDER

1) Name of the Work: Construction of new Road for linkup under Booth No-03, Ward No-01, DMC Area.
e-Tender No: WBDMC/W/323(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006210_1
Est. Amt: Rs.1,36,853/-

2) Name of the Work: Construction of New Shed at Parulia Namo Para Sashan under Booth No-03, Ward No-01, DMC Area.
e-Tender No: WBDMC/W/323(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006210_2
Est. Amt: Rs.6,72,791/-

3) Name of the Work: Construction of new Road from Nachan Culvert to Bibhuti Kali Mandir under Booth No-03, Ward No-01, DMC Area.
e-Tender No: WBDMC/W/323(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006210_3
Est. Amt: Rs.2,36,360/-

4) Name of the Work: Construction of fencing at Dakshinanchal Durgapuja Ground, Vivekananda, within Ward No-08, under DMC.
e-Tender No: WBDMC/W/349(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006214_1
Est. Amt: Rs.7,06,933/-

5) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Street No-20 to 12, Vidyapati under Booth No-115, Ward No-04, DMC Area.
e-Tender No: WBDMC/W/325(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006252_1
Est. Amt: Rs.4,25,318/-

6) Name of the Work: Construction of Shed at Street No-06 Vidyapati, under Booth No-115, Ward No-04, DMC Area.
e-Tender No: WBDMC/W/325(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006252_2
Est. Amt: Rs.2,99,786/-

7) Name of the Work: Repairing of Culvert at Nehru 01 No Street,, under Booth No-134, Ward No-05, DMC Area.
e-Tender No: WBDMC/W/326(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006256_1
Est. Amt: Rs.1,28,735/-

8) Name of the Work: Repairing of Drain from Gautam Buddha Marg to Nehru, under Booth No-134, Ward No-05, DMC Area.
e-Tender No: WBDMC/W/326(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006256_2
Est. Amt: Rs.5,59,327/-

9) Name of the Work: Fixing of tiles at Durga bedi at 1-No Street Nehru Avenue, C-Zone under Booth No-134, Ward No-05, DMC Area.
e-Tender No: WBDMC/W/326(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006256_3
Est. Amt: Rs.3,15,805/-

10) Name of the Work: Construction of drain from Pintu Das House to Amar Goswami House, C Block, Biju Para within Ward No. 01.
e-Tender No: WBDMC/W/18(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006333_1
Est. Amt: Rs.1,69,381/-
Last Date : 13-01-2026 up to 09.00 AM

11) Name of the Work: Construction of Drain from Sujoy Ghosh House to Warish Dhali House (150Mtr.) and from Ranjit Paul House to Bajraybah House (100 Mtr.), Borough-01, Booth No-16, Ward No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/333(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006341_1
Est. Amt: Rs.5,29,018/-

12) Name of the Work: Construction of Drain at Raghunathpur Ambagan Bouripara from Ajoy Gupta Shop to Sashikanta House, Borough-01, Booth No-16, Ward No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/333(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006341_2
Est. Amt: Rs.4,25,156/-

13) Name of the Work: Construction of Concrete Road at different places of Ghosh Para at Raghunathpur, Ward No - 01, Booth No - 16, Borough No - 01.
e-Tender No: WBDMC/W/333(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006341_3
Est. Amt: Rs.45,549/-

14) Name of the Work: Construction of Drain from Prosanta Bouri to Bikash Bouri House, Raghunathpur Rai Para, Borough-01, Booth No-15, Ward No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/335(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006360_1
Est. Amt: Rs.3,33,775/-

15) Name of the Work: Reapairing of Drain from Gopal Choudhury House to Meghnath Bouri House, Borough-01, Booth No-15, Ward No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/335(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006360_2
Est. Amt: Rs.65,612/-

16) Name of the Work: Construction of Drain from Krishna Bouri House to Naru Bouri House at Bauri para, Borough-01, Booth No-15, Ward No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/335(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006360_3
Est. Amt: Rs.2,48,847/-

17) Name of the Work: Construction of Drain from Sahadev Shyamal House to Arup Pandey House at Bauri para, Borough-01, Booth No-15, Ward No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/335(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006360_4
Est. Amt: Rs.2,86,605/-

18) Name of the Work: Construction of Road at C-Block from Pintu Sutradhar House to Main Road, Ward No - 01, Booth No - 15, Borough No - 01.
e-Tender No: WBDMC/W/335(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006360_5
Est. Amt: Rs.57,150/-

19) Name of the Work: Repairing of Drain in front of Raghunathpur Durga Mandir, Borough-01, Booth No-14, Ward No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/336(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006369_1
Est. Amt: Rs.1,51,039/-

20) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Dibakar Bouri House to Chowrasta at School Para, Ward No - 01, Booth No - 14, Borough No - 01.
e-Tender No: WBDMC/W/336(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006369_2
Est. Amt: Rs.98,761/-

21) Name of the Work: Construction Drain from Sanjoy Bouri House to Kaliram Bouri House at Maira para, Borough-01, Booth No-14, Ward No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/336(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006369_3
Est. Amt: Rs.1,74,593/-

22) Name of the Work: Repairing of Drain from Sudhir Pal House to Nakul Chandra Debnath House, Bouri para, Borough-01, Booth No-14, Ward No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/336(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006369_4
Est. Amt: Rs.1,59,872/-

23) Name of the Work: Construction of Drain from Suchitra Bouri House to Hindi School high drain at Raghunathpur, Borough-01, Booth No-14, Ward No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/336(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006369_5
Est. Amt: Rs.1,42,206/-

24) Name of the Work: Construction of Road from Raghunathpur Bridge to Uday Kr. Shaw's house, Ward No-01, Borough-01, Booth No-14.
e-Tender No: WBDMC/W/336(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006369_6
Est. Amt: Rs.1,52,256/-
Last Date : 14-01-2026 up to 09.00 AM
For details: tenders.wb.gov.in

25) Name of the Work: Construction of Concrete Road at DVC Para from Kartik Bauri home to Raju Bauri under Ward No-01, Booth No-02, DMC Area.
e-Tender No: WBDMC/W/532(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006376_1
Est. Amt: Rs.2,57,941/-

26) Name of the Work: Construction of New Drain & Road at Parulia Pagal Para, Booth No-02 of AC-276, Ward No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/532(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006376_2
Est. Amt: Rs.7,50,000/-

27) Name of the Work: Construction of Drain at Baganpara Street No-04, under Ward No-01, Booth No-01, DMC Area.
e-Tender No: WBDMC/W/530(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006378_1
Est. Amt: Rs.1,27,649/-

28) Name of the Work: Repairing of ICDS-92 at Ruidas Para, Ward No-01, under DMC Area.
e-Tender No: WBDMC/W/530(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006378_2
Est. Amt: Rs.2,18,309/-

29) Name of the Work: Repairing of ICDS Centre at Parulia Baganpara under Ward No-01, Booth No-01, DMC Area.
e-Tender No: WBDMC/W/530(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006378_3
Est. Amt: Rs.2,82,186/-

30) Name of the Work: Improvement of illumination with LED street light fittings at the entrance road of Bhola Para and Hanuman Chatal area under Booth no 01, Parulia Village within Ward No.-01.
e-Tender No: WBDMC/W/530(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006378_4
Est. Amt: Rs.1,71,389/-

31) Name of the Work: Construction of Drain at Parulia Paschim Dam Para, near well under Ward No-01, Booth No-01, DMC Area.
e-Tender No: WBDMC/W/530(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5006378_5
Est. Amt: Rs.1,16,072/-

Last Date : 15-01-2026 up to 09.00 AM
For details: tenders.wb.gov.in

Sd/-
Executive Engineer, DMC

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মধ্যবিত্তের কোটিপতি হওয়ার পথে ৫টি বড় কাঁটা কী কী?

কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখা অপরাধ নয়। কিন্তু মধ্যবিত্তের সেই স্বপ্ন অনেক সময় মাঝপথেই হোঁচট খায়। কারণটা জানেন কি? বড় আয় নয়, বরং অনেক ছোট ভুলের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এর উত্তরটা। ঠিক কী কী করলে ধাক্কা খেতে পারে আপনার এই স্বপ্ন, জানেন কি?

লাইফস্টাইল ইনফ্লেশন বা বিলাসিতার ফাঁদ

আয় বাড়লেই কি গাড়ি বা ফ্ল্যাট বদলাতে হবে? অনেক সময় আমরা সামাজিক চাপে বা বিয়ের অনুষ্ঠানে অকারণে অঢেল খরচ করি। এই 'লাইফস্টাইল ইনফ্লেশন' আপনার জমানো পুঁজিতে নিঃশব্দে থাবা বসায়।

দেরিতে শুরু বা সময়ের অপচয়

অনেকেই ভাবেন বেতন বাড়লে বিনিয়োগ করবেন। কিন্তু মাথায় রাখুন, চক্রবৃদ্ধি বা 'কম্পাউন্ডিং'-এর জাদু কাজ করে সময়ের ওপর। দেরি করা মানেই কয়েক লক্ষ টাকার নিশ্চিত রিটার্ন হাতছাড়া করা।

নিজের পোর্টফোলিও স্ট্রং করুন!

শুধু ফিক্সড ডিপোজিট বা শুধু সোনায় বিনিয়োগ করা ঠিক নয়। কারণ বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, এক জায়গায় সব টাকা রাখা ঝুঁকিপূর্ণ। ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ড, পিপিএফ ও রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য রাখা জরুরি।

বিমা ও জরুরি তহবিল কি আছে?

হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতা বা আপৎকালীন পরিস্থিতি আপনার বিনিয়োগের লক্ষ্য নষ্ট করতে পারে। তাই ভাল হেলথ ইন্সিওরেন্স এবং টার্ম প্ল্যান আপনার 'সেফটি নেট' হিসেবে কাজ করবে।

আবেগের বশে বিনিয়োগ

বাজার একটু পড়লেই কি আপনি ভয় পেয়ে শেয়ার বিক্রি করে দেন? মনে রাখবেন, ধৈর্যই হল লগ্নির আসল মন্ত্র। হুজুগে পড়ে সিদ্ধান্ত নিলে কোটিপতি হওয়ার দৌড়ে আপনি পিছিয়ে পড়বেন। ফলে, আর্থিক শৃঙ্খলা থাকলে কোটিপতি হওয়া অসম্ভব নয়। তবে, প্রয়োজন শুধু সঠিক পরিকল্পনা এবং পেশাদার পরামর্শের।

ক্ষিতিজ ২০২৬-এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে দেশজুড়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে খড়গপুর আইআইটি

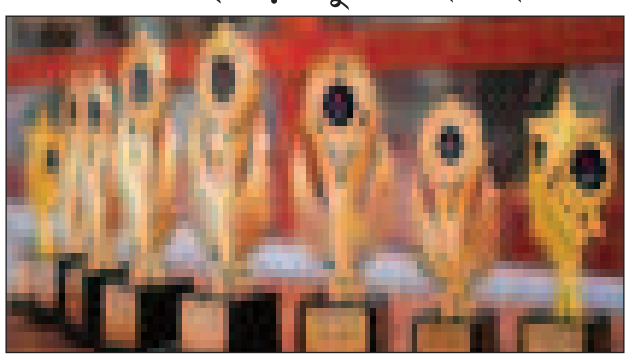

IIT Kharagpur ১৬ জানুয়ারী থেকে ১৮ জানুয়ারী ২০২৬ পর্যন্ত তাদের গৌরবময় বার্ষিক টেকনো-ম্যানেজমেন্ট উৎসব ক্ষিতিজ ২০২৬-এর আয়োজন করছে। ফেস্টের ২৩তম সংস্করণে ৪০টিরও বেশি ইভেন্ট থাকবে, যার মধ্যে থাকবে প্রতিযোগিতা, কর্মশালা, অতিথি বক্তৃতা, ইন্টারেক্টিভ সেশন এবং প্রদর্শনী - যা শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ অগ্রগতি অন্বেষণ করার জন্য একটি ব্যতিক্রমী প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে।

১৬ জানুয়ারী উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে। মূল আকর্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে ডিআরডিও, ভারতীয় বিমান বাহিনী এবং একটি কানাডিয়ান ড্রোন লাইট শো, অটো এক্সপো, ডিজে নাইট এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মতো শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলির প্রদর্শনী।

পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে, ক্ষিতিজ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের আতিথ্য প্রদান করেছে, যেমন ডঃ এ. ভেলুমানি (থাইরোকেয়ারের প্রতিষ্ঠাতা), সাবীর ভাটিয়া (প্রতিষ্ঠাতা, হটমেইল), এবং ডঃ তনু জৈন (প্রেরণামূলক বক্তা ও প্রাক্তন সিভিল সার্ভেন্ট) এবং বিজেন্দ্র সিং চৌহান (প্রখ্যাত শিক্ষক ও পরামর্শদাতা) এর মতো প্রভাবশালী বক্তারা। তাদের অধিবেশনগুলি সারা দেশের হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করেছে।

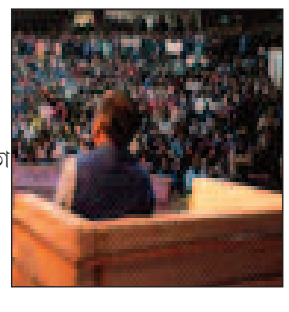

এই বছর, ক্ষিতিজ আরও গতিশীল অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দেয় - ভারতজুড়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উৎসবটিকে সত্যিই স্মরণীয় করে তুলতে উদ্ভাবন, সৃজনশীলতা এবং শেখার একত্রিত করা।

আপডেট থাকার জন্য এখনই আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সাইন আপ করুন ktj.in.

১৮ হাজার টাকার বেতন বেড়ে হচ্ছে ৪০ হাজার! বছর শুরুতেই বড় খবর

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য দারুণ খবর। বাড়তে চলেছে ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স বা ডিএ। শুধু ডিএ-ই নয়, পেনশনভোগীদের ডিয়ারনেস রিলিফ (DR)-ও বাড়তে চলেছে। সপ্তম পে কমিশনের অধীনে মহার্ঘ্য ভাতা বাড়তে চলেছে। ১ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকেই নতুন ডিএ কার্যকর হবে। শোনা যাচ্ছে, ২ শতাংশ ডিএ বাড়তে পারে।

গত ৩১ ডিসেম্বর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইজ ইনডেক্স প্রকাশ করেছে। এবার ডিএ-ডিআর ৬০ শতাংশে পৌঁছবে।

১ জানুয়ারি থেকেই ডিএ কার্যকর হলেও, এর ঘোষণা পরে হতে পারে। সূত্রের খবর, মার্চ বা এপ্রিল মাস নাগাদ কেন্দ্রীয় সরকার ডিএ বৃদ্ধি ঘোষণা করতে পারে। দেরিতে ঘোষণা করলেও, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা জানুয়ারি মাস থেকেই এরিয়ার পাবেন।

এবারের ডিএ বৃদ্ধি আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই বছর থেকে অষ্টম পে কমিশন চালু হওয়ার কথা। নতুন পে কমিশন চালু হলে, আগের ডিএ বেসিক পে-র অন্তর্গত করে দেওয়া হত এবং নতুন কাঠামোয় আবার শূন্য থেকে ডিএ শুরু হত। ২ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি হলে, কর্মীদের মাসিক বেতন অনেকটাই বাড়বে।

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশনও বাড়বে। ন্যূনতম বেতন ৪০ হাজার টাকায় পৌঁছতে পারে। যদি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.১৫-তে থাকে, তাহলে-

- লেভেল ১ স্তরের কর্মীদের বেতন আগে যেখানে ১৮ হাজার টাকা ছিল, তা বেড়ে ৩৮ হাজার ৭০০ টাকা হতে পারে। অর্থাৎ ২০ হাজার ৭০০ টাকা বাড়বে।
- লেভেল ৫ স্তরের কর্মীদের আগে ন্যূনতম বেতন ছিল ২৯ হাজার ২০০ টাকা। তা বেড়ে ৬২ হাজার ৭৮০ টাকা হতে পারে। ৩৩ হাজার ৫৮০ টাকা বেতন বাড়বে।
- লেভেল ১০-র কর্মীদের বর্তমান বেতন যেখানে ৫৬ হাজার ১০০ টাকা, তা বেড়ে ১ লক্ষ ২০ হাজার ৬১৫ টাকা হতে পারে।
- লেভেল ১৫-র কর্মীদের বর্তমান বেতন ১ লক্ষ ৮২ হাজার ২০০ টাকা। তা এবার বেড়ে ৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৩০ টাকা হতে পারে।
- লেভেল ১৮-র কর্মীদের বর্তমান বেতন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তা বেড়ে ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা।

আপনার বিনিয়োগ থেকে দ্বিগুণ রিটার্ন

বেশিরভাগ মানুষ প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করেন। অর্থাৎ, এসআইপি করেন। কিন্তু বছরের পর বছর মুদ্রাস্ফীতি হয়, মানুষের উপার্জন বাড়ে, খরচও বাড়ে। কিন্তু প্রতি মাসে বিনিয়োগের সেই অঙ্ক আর বাড়ে না। মুদ্রাস্ফীতির বাজারে টাকার দাম কমছে। ফলে, প্রতি বছর কিছুটা করে হলেও বিনিয়োগের অঙ্ক বাড়ানো উচিত, বলেন বিশেষজ্ঞরা। আর এখানেই কাজ করে 'স্টেপ-আপ এসআইপি'। ধরা যাক, দুজন মাসে ৫ হাজার টাকা করে বিনিয়োগ শুরু করলেন। একজন তাঁর বিনিয়োগের অঙ্ক সময়ের সঙ্গে বদলালেন না। কিন্তু অপরজন প্রতি বছর তাঁর এসআইপির অঙ্ক ১০ শতাংশ হারে বাড়ালেন। ১২ শতাংশ রিটার্ন ধরলে, ১০ বছর পর একজনের হাতে থাকবে প্রায় ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। আর অন্যজনের হাতে থাকবে মাত্র মাত্র ১১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। ২০ বছর ধরে বিনিয়োগের পর এই ব্যবধান দেখলে চমকে যাবেন আপনিও। একজনের জমবে প্রায় ১ কোটি টাকার আশেপাশে। সেখানে অন্য জনের সঞ্চয় হবে মাত্র ৫০ লক্ষ। আর্থিক বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার বেতন বাড়লে বা বোনাস পেলে সেই বাড়তি টাকা এই স্টেপ-আপে ব্যবহার করুন। আপনি চাইলে নির্দিষ্ট শতাংশ, যেমন ৫ শতাংশ বা ১০ শতাংশ বা নির্দিষ্ট টাকা যেমন ৫০০ টাকা বা ১ হাজার টাকা বাড়াতে পারেন। বাজারে চড়াই-উতরাই থাকবেই। কিন্তু লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবেন না।

১২৫ দিনের
নিশ্চিত মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান

উন্নত জীবিকার নিরাপত্তা
- ১২৫ দিনের বিধিবদ্ধ মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা

বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা (VGPPs)
- পিএম গতি শক্তির সাথে সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা।

উন্নয়নের জন্য ঐক্যবদ্ধ - সমগ্র সরকারের দৃষ্টিকোনে!
- স্যাচুরেশন মোডে সমস্ত প্রকল্পের সমন্বয়

স্বচ্ছতার ওপর জোর
- গ্রাম পঞ্চায়েতে সাপ্তাহিক জনসমক্ষে প্রকাশ সভা;
- শক্তিশালী সামাজিক অডিট ব্যবস্থা
- অত্যাধুনিক ডিজিটাল পোর্টাল

প্রবৃদ্ধি এবং স্থিতিস্থাপকতার জন্য টেকসই সম্পদ সৃষ্টি
- জল নিরাপত্তার জন্য জল সংক্রান্ত কাজ
- উন্নত পরিষেবার জন্য মৌলিক গ্রামীণ পরিকাঠামো
- টেকসই আয়ের জন্য জীবিকা নির্বাহের পরিকাঠামো
- জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি

বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত বিকশিত ভারতের পথ প্রশস্ত করছে

CBC 35101/13/0052/2526